উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮১,৬৩৫.৯১ (+৩২৯.০৬)
নিফটি : ২৪,৯৬৭.৭৫ (+৯৭.৬৫)

প্রয়াত জয় বন্দ্যোপাধ্যায়
টানা আটদিন ভেন্টিলেশনে ছিলেন। শেষপর্যন্ত লড়াই থামল। প্রয়াত হলেন নয়ের দশকের জনপ্রিয় অভিনেতা তথা প্রাক্তন বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। » ৭

হিসেব না দিলে অনুদান বন্ধ
কোন কোন পুজো কমিটি দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে হিসেব দেয়নি, সে সম্পর্কে রাজ্যের থেকে বিস্তারিত তথ্য তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৫°	৩৫°	৩৪°	৩৫°
সর্বনিম্ন	২৭°	২৭°	২৭°	২৬°

ধুঁকছে আয়ুষ্মান ভারত
আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে হাসপাতালের বকেয়া বিল দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.২১ লক্ষ কোটি টাকা। ফলে রোগীদের ফিরিয়ে দিচ্ছে বহু বেসরকারি হাসপাতাল। » ১০

৯ ভাদ্র ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 26 August 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 99

পুজোর খরচ জোটাতে ভিনরাজ্যে রওনা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৫ অগাস্ট : পুজোর আগে জামাকাপড় কিনতে বা হাতখরচের জন্য টাকা লাগবে। তাই অচেনা নম্বর থেকে আসা ফোনের উপর ভরসা করেই তামিলনাড়ু যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কুমারগ্রামদুয়ারের একাদশ শ্রেণির তিন ছাত্রী। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে তাদের উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে জিআরপি-র কর্মীদের সন্দেহ হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁরা জানতে পারেন, তিন কিশোরীর বিবেক এক্সপ্রেস ধরে তামিলনাড়ু যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। এ ব্যাপারে ফোনে তাদের নির্দেশ দিচ্ছিল এক ব্যক্তি। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে তাদের ট্রেন ধরতে বলেছিল ওই ব্যক্তি। গোটা ঘটনাকে নারীপাচারের নতুন কৌশল বলেই মনে করছেন রেল পুলিশের কর্তারা।

নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের জিআরপি ওসি তরুণকান্তি ঘোষ বলেন, 'ওই তিনজন নাবালিকা নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে তামিলনাড়ু যাওয়া পরিকল্পনা করেছিল। সন্দেহ হতেই তাদের উদ্ধার করে সিডব্লিউসি-র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

এদিন সিডব্লিউসি-র কর্তারা তিনজনকে কাউন্সেলিং করানোর সময় তাদের কথা শুনে অবাক হয়ে যান। তিনজন জানায়, একটি ফোন নম্বর থেকে নির্দেশ পেয়েই তামিলনাড়ু যাচ্ছিল তারা। মোটা বেতনের ভালো কাজের প্রলোভন দেখানো হয় তাদের। পুজোর আগে জামাকাপড় কেনা সহ হাত খরচের টাকা লাগবে। তাই তিন বান্ধবী ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এলাকারই এক পরিচিতের কাছ থেকে সেখানকার একজনের ফোন নম্বর জোগাড় হয়। তারপর যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক হয়ে যায়।

এরপর আটের পাতায়

মণ্ডপের পথে গণেশমূর্তি। আলিপুরদুয়ারের কাছে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

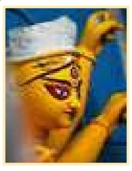

মা আসছেন
৩৩
দিন পর

এডিশন স্পেশাল

মোদির ডিগ্রি প্রকাশে না কোর্টের

» দশের পাতায়

ইডি হেপাজতে জীবনকৃষ্ণ

নর্দমার কাদা মেখে দৌড় বিধায়কের

রিমি শীল ও পরাগ মজুমদার

কলকাতা ও বহরমপুর, ২৫ অগাস্ট : নর্দমায় লাফিয়ে পড়ে সুবিধা হল না। সোম-সকালে যেন 'শনি' নাচল বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার কপালে। সিবিআইয়ের জালে পড়ে ১৩ মাস বন্দি ছিলেন তিনি। ১৫ মাসের মাথায় আবার গ্রেপ্তার হলেন। এবার ইডি'র হাতে। সোমবারই আদালত তাঁকে ছয়দিনের জন্য ইডি'র হেপাজতে দিয়েছে।

মুর্শিদাবাদের বড়ঞায় বাড়িতে ইডি আধিকারিকদের ঢুকতে দেখে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পাঁচিল টপকে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন জীবনকৃষ্ণ। ওই সময় তাঁর মোবাইল দুটি নর্দমায় ফেলে দেন। নিজেও ঝাঁপ দেন নর্দমায়। পিছন পিছন তাড়া করেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। প্রায় ১৫ মিনিট ছোটাছুটি ও কাদায় মাখামাখি হওয়ার পর ধরা পড়েন তিনি। ততক্ষণে ভয়ে, আতঙ্কে তাঁর করুণদশা। বারবার তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'মারবেন না, মারবেন না, দাঁড়ান আমি উঠছি।'

পরনের গেঞ্জি, প্যান্ট তখন জলে-কাদায় ভিজে গিয়েছে। ইডি আধিকারিকরা ধরাধরি করে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যান। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে সিবিআইয়ের হাতে ধরা পড়ার সময় ঠিক একই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন এই তৃণমূল বিধায়ক। তখনও মোবাইল বাড়ির পাশে পুকুরে ফেলে দিয়েছিলেন। সেবার পুকুরে জাল ফেলে মোবাইল উদ্ধার করেছিল সিবিআই। সোমবার নর্দমার কাদা ঘেঁটে মোবাইল তুলে আনে ইডি।

ভেজা পোশাক পরিবর্তন করিয়ে বীরভূমের দেবগ্রাম হাইস্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক জীবনকৃষ্ণকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি। তাঁর গাড়ির চালক রাজেশ ঘোষকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লেনদেনে নজর ছিল ইডি'র। অভিযোগ, চাকরির নাম করে বেআইনিভাবে টাকা তুলেছিলেন জীবনকৃষ্ণ। আদালতে সেই যুক্তি দেখিয়েছেন তদন্তকারীরা।

বছর ঘুরলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলীয় বিধায়কের

এরপর আটের পাতায়

গ্রেপ্তারির সময় ও পরে। ভ্যাবাচ্যাকা মুখে বিধায়ক।

পরিকাঠামো সত্ত্বেও কাজে আসছে না ল্যাব

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : ভাইরাস ঘটিত রোগের নমুনা পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলায় নির্দিষ্ট ল্যাবরেটরি রয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ছাড়া অধিকাংশ জায়গাতেই তা কাজে লাগছে না। ফলে রোগ এবং আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, সে সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছানো যাচ্ছে না। নির্দিষ্ট সময়ে সঠিক চিকিৎসা, সতর্কতা এবং সচেতনতার ক্ষেত্রে খামতি থেকে যাচ্ছে বলে মনে করছেন চিকিৎসকদের বড় একটা অংশ। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের লেপ্টোস্পাইরোসিসের বাড়বাড়ন্তের ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে ব্যাকটেরিয়ার নমুনা পরীক্ষা না হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে আনছেন অনেক চিকিৎসক। তাঁদের বক্তব্য, ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে স্ক্রাব টাইফাস, হেপাটাইটিস থেকে লেপ্টোস্পাইরোসিস সংক্রমণ উত্তরবঙ্গজুড়েই রয়েছে। প্রচুর রোগী বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে আসছেন। কিন্তু নমুনা পরীক্ষা না হওয়ায় অনুমানের ভিত্তিতে রোগীদের উপসর্গ জেনে চিকিৎসা করা হচ্ছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের উত্তরবঙ্গের সহ অধিকর্তা ডাঃ পূরণ শর্মা বলেছেন, 'প্রয়োজন হলে সব জেলাতেই টেস্ট করা হবে। আপাতত উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ল্যাবেই নমুনা পাঠানো হচ্ছে।' যদিও হেপাটাইটিস-এ'র টিকাকরণ নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

ভাইরাস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যন্ত্র পড়ে রয়েছে ল্যাবরেটরিগুলিতে। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে লেপ্টোস্পাইরোসিসের সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছিল। অভিযোগ, প্রথমদিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বর্তমানে গ্রামের পর গ্রামে এই রোগে আক্রান্ত সাধারণ মানুষ। মাসের শেষে এসেও প্রতিদিনই নতুন নতুন রোগীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। শুধু লেপ্টোস্পাইরোসিস নয়,

এরপর আটের পাতায়

ফালাকাটায় অনিয়মিত পরিষেবা

জলসমস্যায় ৮ হাজার

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৫ অগাস্ট : টানা সাতদিন ধরে পরিস্রুত জল পাচ্ছেন না ফালাকাটা শহরের মহাকালপাড়া, সারদানন্দপল্লির বাসিন্দারা। শুধু তাই নয়, গত তিনদিন ধরে জল বন্ধ বাবুপাড়ার কিছুটা অংশেও। এছাড়াও গোটা শহরের বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জল পরিষেবা অনিয়মিত হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। পিএইচই'র ট্যাপকলের পাশাপাশি তো কিছু বাড়িতে পাইপলাইনেও জল সরবরাহের কথা রয়েছে। সেটাও সঠিকভাবে মিলছে না। শুধু দক্ষিণ ফালাকাটাতেই প্রায় ৮ হাজার মানুষ পরিস্রুত জলের অনিয়মিত পরিষেবা নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে নাগরিক মঞ্চ।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি অবশ্য পিএইচই দপ্তরের পানীয় জল নিয়ে নানা অভিযোগের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়, 'এর আগে পিএইচই'র পানীয় জল নিয়ে আমরাই অভিযোগ করেছিলাম। কিছুদিন ভালো পরিষেবা দিত। কিন্তু ফের যদি সমস্যা হয়ে তাহলে আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলব। শহরের মানুষ যাতে নিয়মিত জল পান তার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

এদিকে গোটা বিষয়টি নিয়ে ফালাকাটায় পিএইচই'র দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার শশাঙ্ক রায় বলেন, 'হাটখোলা এলাকায় পুরোনো পাইপে কিছু সমস্যা ছিল। তাই জল পরিষেবায় ব্যাঘাত হয়েছে। তবে আমাদের আশা দু'একদিনের মধ্যেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, শহরের মহাকালপাড়া, সারদানন্দপল্লি, বাবুপাড়া ও যাদবপল্লির একাংশে জলের সমস্যা সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে মহাকালপাড়া ও সারদানন্দপল্লিতে প্রায় সাতদিন ধরে কলে জল আসছে না। ক্ষোভ উগরে দিয়ে স্থানীয়রা বলছেন, না আছে রাস্তার ধারের কলে জল, না আসছে বাড়িতে দেওয়া পাইপলাইনে জল। সাতদিন ধরে জল না পেয়ে অনেকে দেড়-দু'কিমি দূরে গিয়ে জল সংগ্রহ করছেন। আবার যেসব এলাকায় পিএইচই দপ্তরের ট্যাপকল আছে সেখান থেকেও অনেকে জল সংগ্রহ করছেন। এলাকার বাসিন্দারা রোজ জলের পাত্র হাতে কলের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন আর জল না পেয়ে তাঁরা হতাশ হয়েই ফিরে যাচ্ছেন।

মহাকালপাড়ার বাসিন্দা পার্থ সূত্রধরের কথায়, 'আমার বাড়ির সামনে পিএইচই'র ট্যাপকলে প্রায় সাতদিন ধরে জল আসে না। রোজ কয়েকশো লোক এই কল থেকে জল সংগ্রহ করেন। কিন্তু সাতদিন ধরে জল না আসায় বাধ্য হয়ে তাঁরা অন্যত্র যাচ্ছেন। মাঝেমধ্যেই আমরা পানীয় জলের সমস্যায় পড়ছি।'

সারদানন্দপল্লির গৃহবধূ প্রিয়াংকা বর্মন বলেন, 'কখনও বিকাল চারটার সময় আবার কখনও পাঁচটার পর ট্যাপকল দিয়ে জল আসে।

এরপর আটের পাতায়

জলের আশায় কলের সামনে অপেক্ষা। সোমবার ফালাকাটায়।

ভোগান্তি

- মহাকালপাড়া, সারদানন্দপল্লি, বাবুপাড়া ও যাদবপল্লির একাংশে জলের সমস্যা সবচেয়ে বেশি
- বিশেষ করে মহাকালপাড়া ও সারদানন্দপল্লিতে প্রায় সাতদিন ধরে কলে জল আসছে না
- অনেকে দেড়-দু'কিমি দূরে গিয়ে জল সংগ্রহ করছেন
- যেসব এলাকায় পিএইচই দপ্তরের ট্যাপকল আছে সেখান থেকেও অনেকে জল সংগ্রহ করছেন

হাতি তাড়াতে হাই ভোল্টেজ টাওয়ারে টংঘর

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২৫ অগাস্ট : বিঘার পর বিঘা ধানখেতের নানাপ্রান্তে ছড়িয়ে নজরমিনার। যৌথ বন পরিচালন কমিটি নজরমিনারগুলি তৈরি করেছে। উদ্দেশ্য, রাতপাহারা দেওয়া। সারাবছরই হাতি হানা দেয় এলাকায়। হানা কয়েকগুণ বেড়ে যায় ধানের মরশুমে। তবে সেই নজরমিনার যথেষ্ট নয়। কারণ মাদারিহাটের উত্তর রাঙ্গালিবাজনায় হাতেগোনা কয়েকটি নজরমিনার থেকে গোটা এলাকা 'কভার' করা সম্ভব নয়। তাই উচ্চ পরিবাহী বিদ্যুতের তারের টাওয়ারে টংঘর তৈরি করেছেন কৃষকরা। সে তো আর টংঘর নয়, যেন মরণফাঁদ। প্রাণ হাতে করেই ওই টাওয়ারের টংঘরে রাত কাটাচ্ছেন চাষিরা।

গ্রামের একপ্রান্তে খয়েরবাড়ি ফরেস্ট। আরেকপ্রান্তে ধুমচি ফরেস্ট। একটি জঙ্গল থেকে আরেকটিতে যাতায়াত করে হাতির পাল। বন দপ্তর বলছে, উত্তর রাঙ্গালিবাজনার ভেতর দিয়ে হাতি চলাচলের করিডর রয়েছে। ফলে উত্তর রাঙ্গালিবাজনার মণ্ডলপাড়া, ডাঙ্গাপাড়া, সাধুপাড়া, গদিলাইন, শুখাটারি, ডোবোধুরার কৃষকদের চাষ করা ফসলের একটা বড় অংশ যায় হাতির পেটে। এখন সবে ধানের চারাগুলি বড় হতে শুরু করেছে। আর এলাকায় হানা দিতে শুরু করেছে হাতি। এজন্যই রাতের পর রাত টংঘরে কাটাতে হচ্ছে কৃষকদের। তবে বন দপ্তরের মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায়ের বক্তব্য, 'বিদ্যুতের টাওয়ারে টংঘর তৈরি করা বিপজ্জনক। এতে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। একথা স্থানীয়দের বোঝানো হবে।'

কতখানি বিপজ্জনক? সেইসব টাওয়ার পাওয়ার গ্রিডের। তার কোনওটি দিয়ে ৫০ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ পরিবাহী তার গিয়েছে। কোনওটি দিয়ে আবার সওয়া লাখ ভোল্টের তার। পাওয়ার গ্রিডের মুখ্য প্রবন্ধক ভাস্কর সরকার জানালেন, এভাবে টাওয়ারে ওঠায় যে কোনও মুহূর্তে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তিনি বলছেন, 'এটা দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। হাতি উপদ্রুত এলাকায় এভাবে টংঘর তৈরির প্রবণতা রয়েছে। এর আগে কৃষকদের বিদ্যুতের টাওয়ারে টংঘর তৈরিতে নিষেধ করায় তাঁরা পালটা নজরমিনার তৈরি করে দেওয়ার দাবি জানান। কিন্তু পাওয়ার গ্রিডের পক্ষে সেটা করা সম্ভব নয়।'

ডাঙ্গাপাড়ার কৌশিক রায় জানালেন, ওই এলাকায় পাকা নজরমিনার রয়েছে ৮টি। তবে বেশ কয়েকটি এলাকা অরক্ষিত। এরপর আটের পাতায়

সতর্কতা

- গ্রামের একপ্রান্তে খয়েরবাড়ি ফরেস্ট, আরেকপ্রান্তে ধুমচি ফরেস্ট
- একটি জঙ্গল থেকে আরেকটিতে যাতায়াত করে হাতির পাল
- ধানের শিষ বের হতে না হতেই হানা দিচ্ছে হাতিরা
- তাই টংঘরে বসে রাত জাগছেন চাষিরা

সেপ্টেম্বরেই অবসর নিচ্ছে মিগ-২১। তার আগে আরও একবার ভারতের আকাশে উড়ল যুদ্ধবিমান। চালকের আসনে দেখা গেল বায়ুসেনার এয়ার চিফ মার্শাল অমরপ্রীত সিংকে। রাজস্থানের বিকানেরে। -পিটিআই

কথায় কথায়

হেরে যাওয়া সাংবাদিকের চিঠি ও ঘোর বাস্তব কথা

আশিস ঘোষ

বিভুরঞ্জন সরকার। এপারে একেবারেই অচেনা একটা নাম। ওপারে তিনি পরিচিত সাংবাদিক হিসেবে। বয়স ৭১। দীর্ঘদিন, প্রায় পাঁচ দশক বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছেন। ২১ অগাস্ট ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ি থেকে সকালে বেরিয়েছিলেন বিকেলে ফিরে আসবেন জানিয়ে। আর ফেরেননি। পরদিন বিকেলে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় মেঘনা নদীতে একজনের দেহ ভাসতে দেখে পুলিশ। তাঁর ছেলে ঋত দেহটি তাঁর বাবার বলে শনাক্ত করেছেন।

এমনিতে আত্মহত্যা এখন এপারে-ওপারে বিরল নয়। এক সাংবাদিকের আত্মহনন বিরাট কোনও খবরও নয়। নানা কারণে মানুষ নিজেকে শেষ করে দেয়। এটা তেমন কিছু হলে বড়জোর সংবাদপত্রের ভিতরের পাতায় তিন সেন্টিমিটারের খবর হত। তা নিয়ে লেখালেখি হত না। লোকের চর্চাতেও আসত না। সীমান্ত পেরিয়ে এপারে চোখে পড়ার তো কথাই নয়।

কিন্তু পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগে বিভুরঞ্জন যে দীর্ঘ চিঠি লিখে রেখে গিয়েছেন, তার বিষয়বস্তু চর্চার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি খোলাখুলি লিখে গিয়েছেন, তাঁর এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণগুলি কী কী। এবং কী আশ্চর্য, দুই দেশের মধ্যে নানা আকচা-আকচি সত্ত্বেও এক প্রবীণ সাংবাদিকের যন্ত্রণার সঙ্গে দু'পারের কত মিল!

বিভুরঞ্জন লিখেছেন, 'রাজনৈতিক আদর্শবোধ ও সাংবাদিকতার নৈতিক সততা আমাকে ব্যক্তিগত সুখভোগের জন্য

এরপর আটের পাতায়

আরও ৩ জয়রাইড, পুজো এবার জমজমাট

দিনভর খেলনা গাড়িতে বসে বসে দার্জিলিং যাওয়া আপনার পক্ষে দুঃসাধ্য? তবে আর চিন্তা নেই। এবার স্বল্প দূরত্বেও মজা নিতে পারবেন খেলনা গাড়ির। সঙ্গে থাকছে পাহাড় এমনকি চা বাগান ঘুরে দেখার সুবর্ণ সুযোগও।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : মিঠে রোদ এসে পড়েছে গায়ে। জানলার ধারে সিটে বসে আপনি আপন খেয়ালে গুনগুনিয়ে যাচ্ছেন, 'আমার মন বসে না শহরে, ইট পাথরের নগরে...'। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ ধরে খেলনাগাড়ি এগিয়ে চলেছে ঢিমেতালে। কিছুক্ষণ পর গন্তব্য এল। আপনি নামলেন রংটংয়ে। চার ঘণ্টা স্টেশনে থাকবে টয়ট্রেনটি। এই সময়ে নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারেন আশপাশে। ঢুকতে পারেন চা ফ্যাক্টরিতে কিংবা সবুজ বাগিচার মাঝে দাঁড়িয়ে তুলতে পারেন ছবি। চেখে দেখার সুযোগ রয়েছে পাহাড়ের স্থানীয় খাবার।

এ তো গেল মাত্র একটি জয়রাইডের সুবিধা। আরও দুটো ভিন্ন স্বাদের জয়রাইড পর্যটকদের জন্য আনতে চলেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। পাহাড়প্রেমীদের জন্য পুজোর উপহার। রেলের এই উদ্যোগ পর্যটনশিল্পের জন্য 'মাস্টারস্ট্রোক' মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'আমরা তিনটে নতুন জয়রাইড চালু করছি। সবক'টির ভাড়া কম রাখা হচ্ছে। তিনটি রাইডের বিশেষ বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। আশা করছি, পর্যটকদের পছন্দ হবে।'

২৩ অগাস্ট দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল। ওইদিন প্রথম শিলিগুড়ি জংশন থেকে কার্সিয়াংয়ের উদ্দেশ্যে ছুটেছিল টয়ট্রেন। দিনটিকে স্মরণে রেখে ডিএইচআরের তরফে একটি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের নিয়ে দার্জিলিং থেকে ঘুম পর্যন্ত টয়ট্রেনের রাইড হয়েছে। প্রতিষ্ঠা দিবসেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, নতুন জয়রাইড চালু করা হবে। একটি দার্জিলিং থেকে কার্সিয়াং, দ্বিতীয়টি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে রংটং এবং তৃতীয়টি কার্সিয়াং থেকে মহানদী পর্যন্ত।

প্রথম জয়রাইডের নাম দেওয়া হয়েছে 'টি অ্যান্ড টিম্বার স্পেশাল'। ট্রেনটি সপ্তাহে তিনদিন- শুক্র, শনি ও রবিবার চলবে। বেলা ১২টায় শিলিগুড়ি জংশন থেকে ছেড়ে রংটং পৌঁছাবে দেড়টায়। চার ঘণ্টা রংটংয়ে দাঁড়াবে খেলনাগাড়ি। সেই সময়টুকু পর্যটকরা নিজেদের মতো করে কাটাতে পারবেন।

দ্বিতীয় জয়রাইডের নাম রাখা হয়েছে, 'দার্জিলিং-কার্সিয়াং স্টিম স্পেশাল'। এরপর আটের পাতায়

ধোঁয়া উড়িয়ে পাহাড়পথে ছুটছে টয়ট্রেন। -ফাইল চিত্র

প্রশাসন, স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরদারির জের

হাটে উধাও হাতুড়েরা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৫ অগাস্ট : সম্প্রতি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এ বাংলা-বিহার সীমানায় গোবরাহাটে হাতুড়েদের পসরা সাজিয়ে বসার খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তবে, এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। সোমবার বাংলা-বিহার সীমানায় গোবরাহাট এলাকায় দেখা মিলল না সেই সব হাতুড়েদের।

হরিশ্চন্দ্রপুর দু'নম্বর ব্লকের বিএমওএইচ তাপসকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সরকারি হাসপাতালে সমস্ত স্তরে বিভিন্ন রকম অপারেশনের সুযোগসুবিধা রয়েছে। কিন্তু মানুষ সচেতন না হওয়ার ফলে এই সমস্ত হাতুড়েদের রমরমা বাড়ছে। এদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ অনেক সময় থাকে না। তাই আমাদের ব্যবস্থা নিতে সমস্যা তৈরি হয়।'

এদিন দুপুরে হাটে গিয়ে দেখা গেল জমজমাট হাট বসে গিয়েছে।

গোবরাহাটে দেখা মিলল না হাতুড়েদের। সোমবার। -সংবাদচিত্র

বিভিন্ন জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। বাংলা-বিহার সীমানার এলাকার দুই রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা ভিড় জমিয়েছেন এই হাটে। কয়েকদিন আগেও হাতুড়েরা হাটের মধ্যে বসে দাঁত তোলা থেকে শুরু করে অপরিপক্কভাবে পাইলস, ফিসচুলা অপারেশন পর্যন্ত করে দিচ্ছিলেন। কিন্তু এদিন কাউকে দেখা যায়নি।

এদিন বিহারের আমদাবাদ থানা এলাকায় বাসিন্দা বছর পঞ্চাশের প্রবীণ জামাল শেখের সঙ্গে দেখা হল। তিনি হাটে এসেছিলেন দাঁত তোলানোর জন্য। তিনি বলেন, 'প্রতি সপ্তাহে তো হাটে আসি। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনার পাশাপাশি হাটের চিকিৎসকদের কাছ থেকে ওষুধও নিয়ে যাই। বাড়ি থেকে হাসপাতাল অনেক দূরে। চিকিৎসকদের কাছে দেখানোর সামর্থ্য নেই। দাঁতে অনেকদিন থেকেই সমস্যা হচ্ছিল। ভাবলাম আজকে তুলিয়ে নেব। কিন্তু গত সপ্তাহ থেকেই দেখছি, চিকিৎসকদের রমরমা হাটে নেই।'

গত ১৩ অগাস্ট হাতুড়েদের নিয়ে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং মালদা জেলা শাসকের অধীনে থাকা নজরদারি টিম ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করে। হরিশ্চন্দ্রপুর সহ মহকুমার বিভিন্ন হাটে নজরদারি শুরু হয় এই সমস্ত ভুয়ো চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে। এরপর থেকেই এলাকার বিভিন্ন হাটে প্রকাশ্যে ছুরি, কাঁচি সাজিয়ে প্রকাশ্যে অস্ত্রোপচারের ছবিও আস্তে আস্তে কমতে থাকে। কয়েকদিন আগেও হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রত্যন্ত একটি গ্রামে পাইলসের অপারেশন হাতুড়ের হাত দিয়ে করানোর পর চিকিৎসা বিভ্রাটের অভিযোগ উঠেছিল।

জেকে মশলার নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর সইফ

নিউজ ব্যুরো

২৫ অগাস্ট : প্রখ্যাত বলিউড তারকা সইফ আলি খানকে জেকে মশলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে ঘোষণা করা হল। জেকে মশলার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী অশোক জৈন জানিয়েছেন, বিখ্যাত পতৌদি নবাব পরিবারের সদস্য সইফ আলি খান হলেন ঐতিহ্য, আভিজাত্য, আধুনিকতা এবং আকর্ষণের প্রতীক। এ সম্পর্কে জেকে মশলার মুখপাত্র বলেন, 'সইফ আলি খানের মধ্যে আমরা নিজেদের পথ চলার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। সইফের রাজকীয় উত্তরাধিকার, পরিশীলিত ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্বাসযোগ্যতা, তাঁকে আমাদের মতো একটি ব্র্যান্ডের জন্য আদর্শ করে তুলেছে। এটি এক ঐতিহ্যের মেলবন্ধন, যেখানে আজ থেকে পুরোনো আর আধুনিক স্বাদ একসঙ্গে পথ চলবে।'

জেকে মশলার পথ চলা শুরু ১৯৫৭ সালে, শ্রী ধন্নালাল জৈনের হাত ধরে, যিনি সারাদেশে 'জিরা সম্রাট' নামে পরিচিত ছিলেন। আজ গোটা দেশে ক্রেতাদের কাছে জেকে মশলা একটি অত্যন্ত বিশ্বস্ত নাম।

অ্যাকাডেমি অফ টেকনলজির প্রতিষ্ঠা দিবস

নিউজ ব্যুরো

২৫ অগাস্ট : পূর্ব ভারতের শীর্ষস্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটগুলির মধ্যে একটি অ্যাকাডেমি অফ টেকনলজি সম্প্রতি তার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করল। হুগলির আদিসপ্তগ্রাম ক্যাম্পাসে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদ,

শিল্পপতি, ফ্যাকাল্টি সহ পড়ুয়ারা উপস্থিত ছিলেন। অতিথিদের অভ্যর্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ওই প্রতিষ্ঠানের কো-ফাউন্ডার তথা চেয়ারম্যান অধ্যাপক অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোনো স্মৃতি এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করেন।

বোমা উদ্ধার

কালিয়াচক, ২৫ অগাস্ট : সোমবার কালিয়াচকের ধুরিটোলা গ্রামে বোমা উদ্ধার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। একটি পরিত্যক্ত বাড়ির শৌচাগারের মধ্যে ৩ জার ভর্তি বোমা উদ্ধার হয়। এদিন সকালে গোপন সূত্রে পুলিশ জানতে পারে কালিয়াচক-২ পঞ্চায়েতের ওই এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে বোমা রয়েছে। পুলিশ গিয়ে বাড়িটি ঘিরে ফেলে, খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডকে। বিকেল নাগাদ দমকলের একটি ইঞ্জিন, মেডিকেল টিম ও পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে একটি বাগানের মধ্যে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়।

আগে ক্লিনচিট, পরে পদক্ষেপ পুলিশের

সুকান্তর পোস্টের পর গ্রেপ্তার রাজ্জাক

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের পোস্টের পরেই কি পুলিশ চাপে পড়ে রাজ্জাককে গ্রেপ্তার করল? এই প্রশ্নই এখন দক্ষিণ দিনাজপুরে। শনিবার বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে কুমারগঞ্জ সমজিয়ার উত্তরপাড়ার রাজ্জাকের দ্বৈত নাগরিকত্ব সংক্রান্ত একটি পোস্ট করেন এবং ওই ব্যক্তি বাংলাদেশি দাবি করে কয়েকটি প্রশ্ন তোলেন। যাকে কেন্দ্র করে জেলা রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ এবং এসআইআর ইস্যু নতুন মাত্রা পায়। ওই পোস্টের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রবিবারই রাজ্জাককে গ্রেপ্তার করে কুমারগঞ্জ পুলিশ। সোমবার ধৃতকে বালুরঘাট আদালতে তোলা হলে দু'দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। রাজ্জাকের বাবা বাম জমানায় দীর্ঘ ১৫ বছর সমজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। তাছাড়া প্রায় এক বছর আগে রাজ্জাককে ক্লিনচিট দিয়েছিল পুলিশই। যে কারণে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী।

পুলিশের দাবি, রাজ্জাকের বাড়ি থেকে ভারতীয় পরিচয়পত্রের পাশাপাশি একটি বাংলাদেশি জাতীয় পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়েছে। ওই পরিচয়পত্রে তাঁর নাম রয়েছে মহম্মদ আবদুর রাজ্জাক ওরফে রাজ্জাক সরকার। বাবার নাম আফতাব উদ্দিন এবং ঠিকানা বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি। প্রশ্ন উঠেছে, প্রায় এক বছর আগে রাজ্জাকের বিরুদ্ধে যখন পুলিশ ও প্রশাসন তদন্ত করে তাকে ক্লিনচিট দিয়েছিল, তার ভিত্তি কী ছিল?। পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় রাজ্জাক পরস্পরবিরোধী তথ্য দেয়। পরে স্বীকার করে, কয়েক বছর আগে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ এবং জাল ভারতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করার কথা। তার বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্ট সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

সমজিয়ার পঞ্চায়েত সদস্যা নীলিমা ভুঁইমালি বলেন, 'রাজ্জাকের বাবা বহু বছর পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশের পরিচয়পত্রের ছবির সঙ্গে গ্রামের রাজ্জাকের মিল নেই।' বিজেপি নেতা কমলকুমার রায়ের অভিযোগ, 'রাজ্জাক বাংলাদেশের ভোটার। তিনি কীভাবে ভারতের নাগরিক দাবি করেন?' শনিবার সমাজমাধ্যমে সুকান্ত প্রশ্ন তোলেন, সমজিয়ার উত্তরপাড়ার বাসিন্দা রাজ্জাক কি আসলে বাংলাদেশের নাগরিক? তিনি কি জাল নথি ব্যবহার করে ভারতে বসবাস করছেন? সোমবার বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'বাংলাদেশের নাগরিক মাফিজুর রহমান বর্তমানে সাফানগর এলেন্দারিতে বসবাস করছে। প্রকৃত বাড়ি বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার কমলপুরে হলেও ভারতে থাকার জন্য ভুয়ো নথি তৈরি করেছে।' মাফিজুর রহমানের ছেলে মাসুম রহমানও একই কৌশলে ভারতীয় নথি তৈরি করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। যদিও পুলিশের দাবি, এই সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি।

পরিচয় বিভ্রাট

- সুকান্তের পোস্টের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রবিবার কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ রাজ্জাককে গ্রেপ্তার করে
- পুলিশের দাবি, রাজ্জাকের বাড়ি থেকে ভারতীয় পরিচয়পত্রের পাশাপাশি একটি বাংলাদেশের পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়েছে
- সোমবার ধৃতকে বালুরঘাট আদালতে তোলা হলে দু'দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০০৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৭০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৭১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Corrigendum Notice

1) WBMAD/JM/CH/eNIT-24/2025-26, Memo No.: 1757/JM, Dated: 04/08/2025. Tender ID : 2025_MAD_887021_1

The above mentioned tenders date and time extension due to insufficient bidder participant, so time extension may be allow further 7(Seven) days. Bid submission closing date : 01/09/2025 at 6.55 P.M. Bid opening date : 04/09/2025 at 11.30 A.M.

Sd/-
Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

NOTICE INVITING TENDER

Chief Medical Officer of Health, Darjeeling & Secretary, DH&FWS Siliguri invites Notice Inviting E-Tender vide No: DH&FWS/645 Dated 25.08.2025 in connection with the supply of laboratory equipments at Regional Food Testing Laboratory, Siliguri. The last date of submission of Bid is 16/09/2025 upto 04.00 P.M. For details please communicate Office of the undersigned at 2nd Floor, Siliguri Mahakuma Parishad Building, Hakimpara, Siliguri or visit **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Dr T. Pramanik
Chief Medical Officer of Health, Darjeeling & Secretary DH&FWS, SMP

আজ টিভিতে

কনে দেখা আলো রাত ৯.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ বিধাতার লেখা, দুপুর ১.১৫ শুধু তোমারই জন্য, বিকেল ৪.৩০ জোর, সন্ধে ৭.৩০ বরবাদ, রাত ১০.১৫ রংবাজ
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ শিমুল পারুল, বেলা ১১.৩০ মেমসাহেব, দুপুর ২.০০ লোফার, রাত ১১.০০ বাজি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ বেহুলা লখিন্দর, দুপুর ১.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, বিকেল ৪.৪৫ চিরদিনই তুমি যে আমার, সন্ধে ৭.৩০ সাথী, রাত ১০.৪৫ নাগপঞ্চমী
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মর্জিনা আবদাল্লা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রাজু আঙ্কল
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অহংকার
জি সিনেমা : বেলা ১১.৫৪ সিম্বা, দুপুর ২.৪৮ অ্যান্টনি, সন্ধে ৭.৫৫ স্কন্দ, রাত ১০.৪৭ খিলাড়ি
জি অ্যাকশন : দুপুর ২.১০ শূরবীর, বিকেল ৪.৪৮ বিম্বিসার, সন্ধে ৭.৩০ হিরো-দ্য বুলেট, রাত ৯.৫১ ভজে বায়ু বেগম
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৪৩ কার্তিকেয়-টু, বিকেল ৩.১৫ চক্র কা রক্ষক, ৫.৪২ রাবণাসুরা, রাত ৮.০০ মেগা ক্রোকোডাইল, ৯.৩৮ ড্রিম গার্ল

মর্জিনা আবদাল্লা দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

ড্রিম গার্ল রাত ৯.৩৮ অ্যান্ড পিকচার্স

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৩১ সলাম ভেঙ্কি, বিকেল ৩.৫১ গল্লি বয়, সন্ধে ৬.৩৩ গুড বাই, রাত ৯.০০ কহানি-টু, ১১.১১ এজেন্ট বিনোদ
স্টার মুভিজ : দুপুর ১২.০০ ফাইন্ডিং নিমো, ১.৪৫ দ্য প্রপোজাল, বিকেল ৫.০০ প্রিডেটর্স, সন্ধে ৬.৪৫ কিংসম্যান : দ্য গোল্ডেন সার্কল, রাত ৯.০০ স্পিড

মাশরুম কোফতাকারি রান্না শেখাবেন মধুশ্রী সাঁতরা। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

ডুয়ার্সে স্পোর্টস অ্যাকাডেমি গড়বে রাজ্য সরকার

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৫ অগাস্ট : ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত এলাকার খেলোয়াড়দের দিশা দেখাতে স্পোর্টস অ্যাকাডেমি গড়বে রাজ্য সরকার। সোমবার ওই আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা থেকে খবরটি জানান মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। এদিন ট্রাইবস অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন জয়প্রকাশ। প্রতিভা বিকাশের সুযোগের অভাবে ডুয়ার্সের চা বাগানের সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়রা এগোতে পারছে না বলে বৈঠকে আক্ষেপ করেন জয়প্রকাশ। বৈঠক শেষে বিধায়ক বলেন, 'ডুয়ার্সে প্রতিভা রয়েছে। কিন্তু সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের দিশা দেখাতে অ্যাকাডেমি প্রয়োজন। এনিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তিনি শীঘ্রই ডুয়ার্স স্পোর্টস অ্যাকাডেমি গড়ার আশ্বাস দিয়েছেন।'

গত বছর বীরপাড়া থানার ডিমডিমা চা বাগানের শ্রমিকের ছেলে অনুরাগ এক্কা গোথিয়া কাপ ফুটবলে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। মাদারিহাট থানার মুজনাই চা বাগানের অন্তেশিয়া ওরাওঁ ইস্টবেঙ্গল দলে খেলছে, অঞ্জু তামাং ভারতীয় মহিলা (সিনিয়ার) দলে খেলছেন। ওই উদাহরণগুলি মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন জয়প্রকাশ। এছাড়া তিনি অভিযোগ করেন, তপশিলি উপজাতিভুক্ত নয় এমন অনেকেই ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট জোগাড় করছে। ভুয়ো সার্টিফিকেট দিতে চক্র তৈরি হয়েছে। ফলে ভূমিপুত্র আদিবাসীরা চাকরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কারণ আদিবাসীদের সুযোগে ভাগ বসাচ্ছে ভুয়ো এসটিরা। পরে জয়প্রকাশ বলেন, 'ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেটের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে উপস্থিত আধিকারিকদের এনিয়ে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দেন তিনি।'

পূর্ব রেলওয়ে

নং. : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৮২, তারিখ : ২১.০৮.২০২৫. সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা. অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর, ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন, ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ), কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং আর্থিক সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/ এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৮২; কাজের নামঃ** "মালদা টাউন ডিভিসনে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবেল দ্বারা বিদ্যমান ৩৩কেভি ওভারহেড পাওয়ার লাইন ক্রসিং-এর আধুনিকীকরণের কাজ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে অবশিষ্ট বৈদ্যুতিক কাজ; **টেন্ডার মূল্য :** ৯৫,০৪,৪১০.৭৭ টাকা; **বায়না অর্থঃ** ১,৯০,১০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য; **ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময়ঃ** ২৯.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে ১২.০৯.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিসবোর্ডঃ ওয়েবসাইট :** www.ireps.gov.in এবং **নোটিসবোর্ড :** সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব-রেলওয়ে/ অফিস/মালদা। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

(MLD-152/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উদ্বোধন

আনন্দের সংবাদ, আগামী ২৭ অগাস্ট, বুধবার বেলাকোবা নহবত ভবন সংলগ্ন নতুন ঔষধের দোকান, নাম 'কেয়ার মেডিকেল স্টোরস'-এর শুভ উদ্বোধন সকাল ১১.৪৫টায় অনুষ্ঠিত হইবে। এর উদ্বোধন করবেন স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ শেখর চক্রবর্তী (এমবিবিএস, এমডি, ডায়াবিটিক), আপনাদের উপস্থিতি কাম্য। প্রযত্নে- শুভেন্দু জোয়ারদার। (C/118005)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি Ashita Xaxa, পিতা - Suman Xaxa, ঠিকানা : তালতলা কলোনি, পোঃ আলিপুরদুয়ার জংশন, জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার ST সার্টিফিকেট (No: WB2001ST2022035922) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন- 7063284631. (C-117066)

অ্যাফিডেভিট

গত 18.08.25 Apd EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Chandradeep থেকে Chandradwip Saha হল। (C-117068)

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB63 2013 0912981 আমার নাম এবং পিতার নাম ভুল থাকায় গত 25-8-25, J.M. 1st Court সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Mehabub Alam এবং Mahbub Alam, পিতা Anoyar Hossain এবং Anowar Hossain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমি চাই, আমার প্রকৃত নাম Mehabub Alam, পিতার প্রকৃত নাম Anoyar Hossain প্রতিষ্ঠিত হোক। পানিশালা, ছাট বড়ো চৌকি, কোচবিহার। পিন-736156। (C/117171)

•

I, Chhanda Dutta, Age 40 years, W/o- Amrita Dutta, resident of Vill- Purba Kathalbari, P.O- Silbarihat, P.S. & Dist- Alipurduar, Pin. 736204 declare that in my husband's passport no. N1930122, my name is erroneously recorded as Chanda Dutta, instead of my actual name Chhanda Dutta, according to my Aadhaar Card (8695 5583 4098) & Voter Id RIY1060151. As per affidavit no. 62 before notary public at Alipurduar on 15/08/25, Chhanda Dutta and Chanda Dutta is same and one identical person. (C/118007)

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়, সদর ব্লক, জলপাইগুড়ি
ফ্লেবোটোমিস্ট (PHLEBOTOMIST) নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি

পত্রাঙ্ক নং : 2770/1(4)
তারিখ : 25/08/2025

জলপাইগুড়ি সদর সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে একজন (1) সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিক চার মাসের (August to November) জন্য ফ্লেবোটোমিস্ট (PHLEBOTOMIST) নিয়োগ করা হবে। বিশদ জানতে সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিস অথবা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, সদর, জলপাইগুড়ি

e-Tender

Abridge Copy of e-Tender for NIT being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide e-NIT No-7/APD/WBSRDA/PHEDM/2025-26 (2nd Call), dated-25/08/2025 Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.

Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER/WBSRDA/
ALIPURDUAR DIVISION

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ড- এর কাজের জন্য লোক লাগবে। বেতন (10-11,000/-) স্পট জয়েনিং। (M) 8927299546. (C/118001)

•

জলপাইগুড়িতে টেলিকম মার্কেটিং-এ কাজের জন্য M/F প্রার্থী চাই। MP/H.S., বেতন 8K-10K. Ph: 9932451676. (C/117453)

•

রেস্টুরেন্টের জন্য মোগলাই এবং রুটি করতে জানা ছেলে চাই। থাকা+খাওয়া ফ্রি। বেতন: ১০,০০০/- - ১৫,০০০/-, ঠিকানা- শিলিগুড়ি। (M) 9832543559 (C/117926)

•

শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যার দোকানের জন্য স্থানীয় কর্মঠ পুরুষ লেবার চাই। M : 9641618231. (C/117928)

•

Staff for Book sampling in english medium school with two wheeler salary 14000 and incentives for Alipurduar and Siliguri. Contact 7318899878 also female computer known Telecaller. (C/117928)

Required Driver

Required Driver for a manufacturing Company, Contact mobile No : 9593739822, 9641732263, email Id- guptajifoodpark@gmail.com (C-117927)

অ্যাফিডেভিট

গত 18.08.25Apd EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Sutapa Dutta থেকে Sutapa Datta ও পিতা Subhas Chandra Datta হল। (C-117069)

•

ভোটার কার্ড নং WB/01/005/180510 আমার নাম ভুল থাকায় গত 22/8/25 J.M 1st Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Rajjak Miya এবং Ajjad Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। কামিনীর ঘাট, টাকাগাছ, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/117168)

•

I, Sanchita Das Sarkar, W/o- Dipak Kumar Sarkar, residing at Vill. & P.O.- Daspara, P.S.- Chopra, Dist.- Uttar Dinajpur, PIN- 733207, (W.B.) shall henceforth be known as Sanchita Sarkar as declared before the 1st Class Judicial Magistrate, Islampur, U/Dinajpur vide affidavit No.- 3425, Dated- 22/08/2025. Sanchita Das Sarkar & Sanchita Sarkar both are same and identical person. (S/N)

•

আমি Mayedul Islam আমার মাধ্যমিকের সমস্ত কাগজপত্রে (Reg No R-1110051062, Roll- R00853, No 0094) আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 19.8.2025-এ E.M মালদা কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে আমার নাম Moyedul Islam, S/o- Saidur Sk. Mayedul Islam S/o Saidul Sekh করা হল যা উভয় যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118003)

•

বাবার ভোটার ID কার্ড নং WB/01/008/021093 এবং আমার বিদ্যালয় ত্যাগের Index নং 01-022 (কাটামারী হাইস্কুল), বাবার নাম ভুল থাকায় গত 30-07-25, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্ট দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে বাবা Late Gyan Chandra Sarkar এবং Late Gyan Charan Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। ডাউয়াগুড়ি, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পঃবঃ। (C/117170)

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে খরচের বহর বাড়বে। প্রবাসী কোনও অত্মীয়ের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা। বৃষ : পুরোনো অশান্তি মিটে যাবে। আর্থিক কারণে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কাছে হেনস্তা হতে হবে। বিদ্যায় শুভ। মিথুন : পারিবারিক কোনও সমস্যার সমাধানে আইনি সমস্যা নিতে হতে পারে। পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। কর্কট : একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুলবে। নতুন জমি কেনার আগে কাগজপত্র ভালো করে যাচাই করে নিন। সিংহ : বহুদিনের কোনও স্বপ্ন পূরণ হওয়ার দিন। আর্থিক জটিলতার কারণে ব্যবসায় সামান্য সমস্যা হতে পারে। কন্যা : প্রেমের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নিন। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি বাড়বে। তুলা : শারীরিক কারণে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ স্থগিত রাখতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। বৃশ্চিক : উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনায় লাভবান হবেন। দাম্পত্যে শান্তি ফিরবে। ব্যবসায় শুভ ইঙ্গিত। ধনু : হারানো সম্পদ কেনাবেচায় লাভবান হবেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিবাদ মিটবে। মকর : ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে একটু পরামর্শ করে নিলে ভালো হয়। উচ্চশিক্ষায় বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। কুম্ভ : বন্ধুকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। মীন : স্ত্রীর জন্য কোনও বিপদ থেকে উদ্ধার। কাউকে কোনও কিছু দান করে আনন্দ পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ৪ ভাদ্র, ২৬ অগাস্ট ২০২৫, ৯ ভাদ, সংবৎ ৩ ভাদ্রপদ সুদি, ২ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২০, অঃ ৬।০। মঙ্গলবার, তৃতীয়া দিবা ১২।৫৩। হস্তানক্ষত্র অহোরাত্র। সাধ্যযোগ দিবা ১।৩৩। গরকরণ দিবা ১২।৫৩ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১।৩৬ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১২।৫৩ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি- ৬।৫৫ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১।১৫ গতে ২।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।২৫ গতে ৮।৫০ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে নিষেধ, দিবা ৯।১৭ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, দিবা ১২।৫৩ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দীক্ষা, দিবা ১২।৫৩ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও চতুর্থীর সপিণ্ডন। মাদার টেরেজার জন্ম দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫২ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১২।৪৬ গতে ২।২৫ মধ্যে ৩।১৪ গতে ৪।৫২ এবং রাত্রি ৬।২৮ মধ্যে ও ৮।৪৯ গতে ১১।৯ মধ্যে ও ১।৩০ গতে ৩।৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

AOT

From campus to career, success speaks here

ACADEMY OF TECHNOLOGY

An AICTE approved Engineering College affiliated to MAKAUT, WB — Founded by Prof. Jagannath Banerjee, distinguished alumnus of IIT Kharagpur and IIM Kolkata

Placement Offers 2024-25 @ AOT

ACCENTURE SOLUTIONS
1 Sajili Chakraborty (CSBS)
2 Shatanira Roy (CSBS)
3 Diya Biswas (CSE)
4 Pubali Kar (CSE)
5 Riya Raj (CSE)
6 Aman Shrivastav (ECE)

ANALYZE SYSTEM
7 Supriyo Bose (CSE)

APONIAR SOLUTIONS
8 Md Hasnain Reza (CSE)
9 Samannway Sil (CSE)

CAPGEMINI
10 Mousina Yasmin (EEE)

CEASEFIRE INDUSTRIES
11 Subhodip Roy (ME)

CLOOUDKAPTAN
12 Monomoy Chowdhury (CSBS)
13 Shruti Tamakhuwala (CSE)
14 Suchetana Mukherjee (CSE)
15 Camellia Ghosh (ECE)
16 Shristy Kumari (ECE)

COGNIZANT
17 Abhishek Chattopadhyay (CSBS)
18 Neha Kumari (CSBS)
19 Poushali Ghosh (CSBS)
20 Somnath Bhakta (CSBS)
21 Sutanu Maity (CSBS)
22 Adarsh Kumar Singh (CSE)
23 Adarsh Tiwari (CSE)
24 Anurag Tiwari (CSE)
25 Aritra De (CSE)
26 Arnab Basak (CSE)
27 Arnab Mondal (CSE)
28 Avik Banerjee (CSE)
29 Avik Sarkar (CSE)
30 Chirantan Mazumdar (CSE)
31 Debarghya Chakravarty (CSE)
32 Diptamoy Mitra (CSE)
33 Diya Biswas (CSE)
34 Hritwick Ghosh (CSE)
35 Ishita Roy (CSE)
36 Joydeep Roy (CSE)
37 Krishnendu Ghosh (CSE)
38 Manjistha Ghosal (CSE)
39 Nilayan Samanta (CSE)
40 Nirvik Garai (CSE)
41 Oishik Bandyopadhyay (CSE)
42 Onkita Bhattacharyya (CSE)
43 Palak Biswas (CSE)
44 Partiv Kumar Ghosh (CSE)
45 Priyanka Kothari (CSE)
46 Pubali Kar (CSE)
47 Rajdeep Karmakar (CSE)
48 Raktim Bar (CSE)
49 Ratul Biswas (CSE)
50 Rishu (CSE)
51 Ronit Dutta (CSE)
52 Samannway Sil (CSE)
53 Sayan Khanra (CSE)
54 Sayani Ganguly (CSE)
55 Shivani Kumari (CSE)
56 Shubham Mishra (CSE)
57 Souradeep Dey (CSE)
58 Sourav Chowdhury (CSE)
59 Souvik Chakraborty (CSE)
60 Srija Ghose (CSE)
61 Subhashish Dutta (CSE)
62 Swagata Karmakar (CSE)
63 Tunir Chakraborty (CSE)
64 Amartya Chatterjee (EEE)
65 Anushka Samanta (ECE)
66 Arigna Biswas (EEE)
67 Ariha Khan (ECE)
68 Ayush Chattopadhyay (ECE)
69 Indranil De (ECE)
70 Koustav Maji (ECE)
71 Prakash Biswas (ECE)
72 Priyam Chattoraj (ECE)
73 Priyas Santra (ECE)
74 Sandhya Kumari Chouhan (ECE)
75 Sarbadrita Bhattacharjee (ECE)
76 Sayan Pachhal (ECE)
77 Sayantika Chakraborty (ECE)
78 Shekhar Kumar (ECE)
79 Sougata Bhattacharjee (ECE)
80 Srijit Bera (ECE)
81 Subhadeep Dutta (ECE)
82 Suman Bhattacharjee (ECE)

CORELYNX SOLUTIONS
83 Adarsh Kumar Singh (CSE)
84 Chirantan Mazumdar (CSE)
85 Srinjoy Chakravarty (CSE)

DELOITTE
86 Rangan Chattopadhyay (CSBS)
87 Ananya Das (CSE)
88 Joydeb Kamila (ECE)

ESS DEE ALUMINIUM
89 Anit Kumar (ECE)
90 Anubhab Dey (ECE)
91 Bidisha Ghosh (ECE)
92 Riya Pal (ECE)
93 Tamojit Halder (EE)
94 Tathagata Sarkar (EE)
95 Dipayan Shown(Lateral) (ME)
96 Sk Sahil Ahamed (ME)
97 Supreme Mondal (ME)

GODREJ AND BOYCE
98 Anubhab Dey (ECE)

IBS SOFTWARE
99 Abhrajit Ghosh (CSBS)
100 Diganta Dutta (CSBS)
101 Jayanta Mohapatra (CSBS)
102 Ratul Sur (CSBS)
103 Soumik Samanta (CSBS)
104 Sushmita Paul (CSBS)
105 Sutanu Maity (CSBS)
106 Abeera Malakar (CSE)
107 Angana Das (CSE)
108 Ankita Mukherjee (CSE)
109 Aritrya Senapati (CSE)
110 Avik Sarkar (CSE)
111 Bidisha Chakraborty (CSE)
112 Bishakh Neogi (CSE)
113 Debarun Roy (CSE)
114 Dhrupad Chakraborty (CSE)
115 Ishita Roy (CSE)
116 Jishan Bhattacharya (CSE)
117 Laboni Kundu (CSE)
118 Oishik Bandyopadhyay (CSE)
119 Onkita Bhattacharyya (CSE)
120 Piyasa Bera (CSE)
121 Prahlad Mondal (CSE)
122 Prateev Bardhan (CSE)
123 Pritha Mukherjee (CSE)
124 Prithwish Kundu (CSE)
125 Priyanka Gupta (CSE)
126 Priyanka Kothari (CSE)
127 Rishu (CSE)
128 Rohit Prasad (CSE)
129 Sayan Bhattacharjee (CSE)
130 Sayan Kundu (CSE)
131 Shibashis Raha (CSE)
132 Shreyasi Chowdhury (CSE)
133 Soumyadeep Das (CSE)
134 Souradeep Dey (CSE)
135 Souvik Chakraborty (CSE)
136 Subhashish Dutta (CSE)
137 Swayamdeepta Das (CSE)
138 Abhigan Banerjee (ECE)
139 Aman Shrivastav (ECE)
140 Ankita Rai (ECE)
141 Ariha Khan (ECE)
142 Biswajit Chakraborty (ECE)
143 Dipam Dey (ECE)
144 Divyansh Pandey (ECE)
145 Jit Ghosh (ECE)
146 Koustav Maji (ECE)
147 Raunak Goswami (ECE)
148 Samrat Mondal (ECE)
149 Sayantika Chakraborty (ECE)
150 Subharghya Manna (ECE)

INDORAMA INDIA
151 Rupsa Sardar (EE)

INFOSYS
152 Ashutosh Kumar Shaw (CSE)

IPSEN TECHNOLOGIES
153 Debprasad Das (ME)

JYOTI CNC AUTOMATION
154 Asad Ansari (ME)
155 Deep Samanta (ME)
156 Lakhi Roy (ME)
157 Rohit Shaw (ME)
158 Sayan Sinha (ME)
159 Sayantan Sarkar (ME)
160 Shubha Biswas (ME)
161 Shubhrajit Dey (ME)
162 Supratim Halder (ME)

KOVAIR SOFTWARE
163 Harsh Raj (CSE)
164 Palak Biswas (CSE)

KPIT
165 Abhishek Chattopadhyay (CSBS)
166 Abhrajit Ghosh (CSBS)
167 Aditya Prakash (CSBS)
168 Ankit Raj (CSBS)
169 Soumik Samanta (CSBS)
170 Suman Das (CSBS)
171 Sushmita Paul (CSBS)
172 Adarsh Tiwari (CSE)
173 Ananya Das (CSE)
174 Arnab Basak (CSE)
175 Avik Sarkar (CSE)
176 Debarun Roy (CSE)
177 Gaurav Raj (CSE)
178 Ishita Roy (CSE)
179 Jishan Bhattacharya (CSE)
180 Joydeep Roy (CSE)
181 Manjistha Ghosal (CSE)
182 Md Ehtamamul Haque (CSE)
183 Onkita Bhattacharyya (CSE)
184 Pritha Mukherjee (CSE)
185 Priyanka Gupta (CSE)
186 Priyanka Kothari (CSE)
187 Rahul Ghosh (CSE)
188 Ratul Biswas (CSE)
189 Ritwick Ghosh (CSE)
190 Rwitesh Bera (CSE)
191 Sanjana Singh (CSE)
192 Sanjeev Kumar (CSE)
193 Sayan Kundu (CSE)
194 Sayandeep Ghatak (CSE)
195 Sneha Sasmal (CSE)
196 Soham Pal (CSE)
197 Soulina Mondal (CSE)
198 Soumya Sekhar Biswas (CSE)
199 Sourav Chowdhury (CSE)
200 Souvik Chakraborty (CSE)
201 Srija Ghose (CSE)
202 Srijana Pramanick (CSE)
203 Subhajit Guha (CSE)
204 Subhashish Dutta (CSE)
205 Suvam Sarma (CSE)
206 Swagata Karmakar (CSE)
207 Swayamdeepta Das (CSE)
208 Vishal Kumar Sinha (CSE)
209 Abhigan Banerjee (ECE)
210 Ariha Khan (ECE)
211 Ayantika Dey (ECE)
212 Debangana Mitra (ECE)
213 Debjani Kangsa Banik (ECE)
214 Gairick Majumdar (ECE)
215 Jit Ghosh (ECE)
216 Joy Deb (ECE)
217 Joydeb Kamila (ECE)
218 Kamalika Saha (ECE)
219 Koustav Maji (ECE)
220 Kumar Kashyap (ECE)
221 Megha Ghosh (ECE)
222 Niladri De (ECE)
223 Oindrila Mukherjee (ECE)
224 Partha Das (ECE)
225 Priyadarshini Upadhyay (ECE)
226 Priyam Chattoraj (ECE)
227 Ritik Raj (ECE)
228 Sarbadrita Bhattacharjee (ECE)
229 Sayan Pachhal (ECE)
230 Sayan Sasmal (ECE)
231 Shekhar Kumar (ECE)
232 Shibaji Chattopadhyay (ECE)
233 Shreyasi Chakraborty (ECE)
234 Soujash Biswas (ECE)
235 Subhadip Ghosh Mondal (ECE)
236 Subham Pramanik (ECE)
237 Subharghya Manna (ECE)
238 Subrata Som (ECE)
239 Suman Bhattacharjee (ECE)
240 Sumit Dutta (ECE)
241 Mousina Yasmin (EEE)
242 Someshwar Srimany (EEE)

M.N. DASTUR & COMPANY
243 Abhisek Sen (EE)
244 Animesh Ghosh (ME)
245 Ayan Kumar Mal (ME)

MAXOP ENGG
246 Souradeep Das (ME)

PERSISTENT
247 Rayoti Kar (CSE)
248 Sayani Ganguly (CSE)

ROTODYNE ENGINEERING
249 Debprasad Das (ME)
250 Namala Bhaskar Rao (ME)
251 Pranabesh Dey (ME)

SANMAR GROUP
252 Debojyoti Dutta (ME)
253 Ujjwal Das (ME)

SCS
254 Bidipta Das (CSE)
255 Aditi Das (MCA)
256 Deep Kumar Patra (MCA)

SONODYNE TECHNOLOGIES
257 Anirban Dutta (ECE)
258 Rajarshi Bhattacharjee (EEE)
259 Saswata Biswas (ECE)

TCG DIGITAL SOLUTIONS
260 Ankita Pal (CSBS)
261 Pubali Kar (CSE)
262 Rishav Sarkar (CSE)
263 Tridib Dalui (CSE)

TCS
264 Abeera Malakar (CSE)
265 Abhay Kumar (ECE)
266 Abhigan Banerjee (ECE)
267 Abhishek Anand (CSBS)
268 Abhishek Chattopadhyay (CSBS)
269 Adarsh Kumar Singh (CSE)
270 Adarsh Tiwari (CSE)
271 Aditya Prakash (CSBS)
272 Aditya Prakash (CSE)
273 Angana Das (CSE)
274 Anurag Tiwari (CSE)
275 Arigna Biswas (EEE)
276 Arnab Basak (CSE)
277 Avik Banerjee (CSE)
278 Ayushi Yadav (CSE)
279 Bidipta Das (CSE)
280 Debajyoti Roy (CSE)
281 Debarun Roy (CSE)
282 Dhrupad Chakraborty (CSE)
283 Dibyatanu Das (CSE)
284 Diganta Dutta (CSBS)
285 Dipam Dey (ECE)
286 Divyanshu Prasad (CSE)
287 Gaurav Raj (CSE)
288 Ishita Roy (CSE)
289 Jit Ghosh (ECE)
290 Jitesh Yadav (CSE)
291 Joydeep Roy (CSE)
292 Kamalika Saha (ECE)
293 Kaushik Samanta (CSE)
294 Koustav Maji (ECE)
295 Mayukh Ghosh (CSE)
296 Md Asif Iqbal (CSBS)
297 Md Ehtamamul Haque (CSE)
298 Oishik Bandyopadhyay (CSE)
299 Onkita Bhattacharyya (CSE)
300 Palak Biswas (CSE)
301 Pallabi Acharyya (CSE)
302 Partha Das (ECE)
303 Piyasa Bera (CSE)
304 Prateev Bardhan (CSE)
305 Pratyay Mondal (CSBS)
306 Rahul Das (CSBS)
307 Rajdeep Chowdhury (EEE)
308 Rajdeep Karmakar (CSE)
309 Raktim Bar (CSE)
310 Rangan Chattopadhyay (CSBS)
311 Ratul Sur (CSBS)
312 Rishav Kumar Roy (CSBS)
313 Rohit Prasad (CSE)
314 Romit Malakar (CSBS)
315 Sachin Jaiswal (CSBS)
316 Samannway Sil (CSE)
317 Samrat Rakshit (CSE)
318 Sanjana Singh (CSE)
319 Saptarshi Das (CSE)
320 Sayan Kundu (CSE)
321 Sayandeep Ghatak (CSE)
322 Shekhar Kumar (ECE)
323 Shibangshu Ghosh (EEE)
324 Shreyasi Chakraborty (ECE)
325 Sohani Chakraborty (CSBS)
326 Somnath Bhakta (CSBS)
327 Soumyadeep Das (CSE)
328 Souradeep Dey (CSE)
329 Souvik Nath (CSBS)
330 Srijana Pramanic (CSE)
331 Srijit Bera (ECE)
332 Subhadip Layek (CSE)
333 Subhajit Sen (MCA)
334 Subham Kumar Sadhukhan (MCA)
335 Subharghya Manna (ECE)
336 Subhra Bandyopadhyay (ECE)
337 Suman Ghosh (CSBS)
338 Suraj Kumar (ECE)
339 Susmita Saha (CSE)
340 Swagata Bhowmick (MCA)
341 Tushita Naha (CSBS)
342 Ujjwal Kumar (CSBS)
343 Abir Bhowmick (ECE)
344 Abir Mukherjee (ECE)
345 Aditya Kumar Singh (CSBS)
346 Aditya Shrivastava (ECE)
347 Aditya Singh (ECE)
348 Ananna Das (ECE)
349 Ananya Das (CSE)
350 Anirban Dutta (ECE)
351 Anit Kumar (ECE)
352 Ankit Bhattacharjee (ECE)
353 Ankit Kumar (EE)
354 Ankit Manna (CSE)
355 Ankit Raj (CSBS)
356 Ankita Mukherjee (CSE)
357 Ankita Rai (ECE)
358 Anubhab Chattopadhyay (CSE)
359 Anubhab Dey (ECE)
360 Anushka Paul (CSE)
361 Ariha Khan (ECE)
362 Arijit Banerjee (CSE)
363 Aritrya Senapati (CSE)
364 Arkaprava Ghosh (CSE)
365 Avik Banerjee (CSE)
366 Ayandip Saha (ECE)
367 Basudha Das (CSBS)
368 Chirantan Mazumdar (CSE)
369 Debangana Mitra (ECE)
370 Debangshu Biswas (ECE)
371 Debarghya Chakravarty (CSE)
372 Debashis Ghosh (EE)
373 Debasmita Aditya (ECE)
374 Debisha Halder (CSE)
375 Debojyoti Dutta (ME)
376 Debojyoti Ghosh (ECE)
377 Deep Mondal (CSE)
378 Diya Biswas (CSE)
379 Gangitala Pranoy (CSE)
380 Gaurav Kumar (CSE)
381 Gourab Ghosh (ECE)
382 Hrishav Chatterjee (CSE)
383 Indranil De (ECE)
384 Ishita Nandi (MCA)
385 Jayanta Mohapatra (CSBS)
386 Joydeb Kamila (ECE)
387 Jyoti Yadav (ECE)
388 Komal Prasad (ECE)
389 Krishnendu Ghosh (CSE)
390 Laboni Kundu (CSE)
391 Manjistha Ghosal (CSE)
392 Mayukh Roy (CSE)
393 Md Hasnain Reza (CSE)
394 Mehnaj Chowdhury (EEE)
395 Mousina Yasmin (EEE)
396 Namala Bhaskar Rao (ME)
397 Niladri De (ECE)
398 Nilayan Samanta (CSE)
399 Nirjan Pal (ECE)
400 Nirvik Garai (CSE)
401 Oindrila Mukherjee (ECE)
402 Oyshi Roy (MCA)
403 Parijat Samanta (ECE)
404 Partha Pratim Goswami (ECE)
405 Partiv Kumar Ghosh (CSE)
406 Poulami Mondal (ECE)
407 Poushali Ghosh (CSBS)
408 Prabhat Jha (EEE)
409 Prahlad Mondal (CSE)
410 Pramit Mondal (CSE)
411 Prasun Kr Mondal (CSE)
412 Prit Agarwal (CSE)
413 Pritam Ghosh (EE)
414 Priyadarshini Upadhyay (ECE)
415 Priyanka Kothari (CSE)
416 Pubali Kar (CSE)
417 Purba Das (ECE)
418 Rahul Ghosh (CSE)
419 Raj Kumar Verma (CSE)
420 Raj Prasad (ECE)
421 Rajopriyo Chanda (CSBS)
422 Ratul Biswas (CSE)
423 Raunak Goswami (ECE)
424 Rayoti Kar (CSE)
425 Riddhiman Ghosh (CSE)
426 Rishav Banerjee (MCA)
427 Rishu (CSE)
428 Riya Pal (ECE)
429 Riya Raj (CSE)
430 Rohit Chakraborty (EEE)
431 Rohit Pandit (CSE)
432 Sagnik Roy (CSE)
433 Sajili Chakraborty (CSBS)
434 Samrat Mondal (ECE)
435 Sanchary Dey (ECE)
436 Santosh Sharma (EE)
437 Saptarshi Ghosh (ECE)
438 Sarbadrita Bhattacharjee (ECE)
439 Saswata Biswas (ECE)
440 Saunak Sinha (CSE)
441 Sayan Khanra (CSE)
442 Sayan Pachhal (ECE)
443 Sayan Sasmal (ECE)
444 Sayandev Santra (CSE)
445 Sayantan Ghosh (CSE)
446 Sayantika Chakraborty (ECE)
447 Shamir Uddin (ECE)
448 Shatanira Roy (CSBS)
449 Shivani Kumari (CSE)
450 Shouvik Mondal (EEE)
451 Shrestha Bhar (EEE)
452 Shreya Dhar (CSE)
453 Shreyanka Dan (CSE)
454 Shreyasi Chowdhury (CSE)
455 Shriya Chanda (ECE)
456 Soham Pal (CSE)
457 Soujash Biswas (ECE)
458 Soumadeep Chakraborty (CSE)
459 Soumik Chatterjee (ECE)
460 Soumya Sekhar Biswas (CSE)
461 Soumyadeep Ghosh (ECE)
462 Soumyadeep Kumar (CSE)
463 Sourav Chowdhury (CSE)
464 Souvik Kundu (EE)
465 Souvik Kundu (EE)
466 Souvik Patra (MCA)
467 Srija Ghose (CSE)
468 Srinjoy Chakravarty (CSE)
469 Subha Kangsabanik (ECE)
470 Subho Roy (CSE)
471 Subrata Chattopadhyay (CSE)
472 Suman Bhowmick (EEE)
473 Sumit Dutta (ECE)
474 Sunayan Kundu (ECE)
475 Sunita Das (ECE)
476 Supriyo Ghosh (ECE)
477 Sushil Kumar Pramanik (CSBS)
478 Sushmita Paul (CSBS)
479 Suvam Sarma (CSE)
480 Swagata Karmakar (CSE)
481 Swastika Kundu (CSE)
482 Swathik Majumder (CSE)
483 Swayamdeepta Das (CSE)
484 Tarique Zafar (CSE)
485 Tripti Bhattacharyya (CSBS)
486 Trisha Ghosh (CSE)
487 Aritra Dutta (ECE)
488 Abhijit Shaw (CSBS)
489 Anirban Jash (CSBS)
490 Ashutosh Kumar Shaw (CSE)
491 Avik Sarkar (CSE)
492 Bishakh Neogi (CSE)
493 Harsh Raj (CSE)
494 Jishan Bhattacharya (CSE)
495 Rajarshi Bhattacharjee (EEE)
496 Ritwick Ghosh (CSE)
497 Ronit Dutta (CSE)
498 Sayan Bhattacharjee (CSE)
499 Sayani Ganguly (CSE)
500 Sayantan Kuily (CSE)
501 Soham Das (CSE)
502 Someshwar Srimany (EEE)
503 Soulina Mondal (CSE)
504 Soumik Samanta (CSBS)
505 Souvik Chakraborty (CSE)
506 Subhadip Ghosh (MCA)

TPIC
507 Debajyoti Banerjee (CSBS)

TISMO TECHNOLOGY
508 Anirban Ghosh (CSE)
509 Chirantan Mazumdar (CSE)
510 Prit Agarwal (CSE)
511 Shibashis Raha (CSE)
512 Soulina Mondal (CSE)
513 Souradeep Dey (CSE)
514 Souvik Chakraborty (CSE)
515 Subharghya Manna (ECE)

VE COMMERCIAL VEHICLES
516 Drishita Dutta (EE)
517 Ayush Tiwari (ME)
518 Subhodip Roy (ME)

WIPRO
519 Sweta Saha (CSBS)
520 Anushka Paul (CSE)
521 Supriyo Bose (CSE)
522 Promit Banerjee (ECE)

ZENSAR TECHNOLOGIES
523 Sayan Chatterjee (CSBS)
524 Shreya Das (CSBS)
525 Somindra Narayan Bhaduri (CSE)
526 Srabani Paul (CSE)

RESPONSIVE GOVERNANCE

Dr. Dilip Bhattacharya
Former Professor, Dept. of E&EC Engg., IIT Kharagpur

Prof. Ravikumar Bhaskaran
Former Dean Continuing Education & Professor in Charge T&P, IIT Kharagpur

Mr. Sambuddha Deb
An Alumnus of IIT Kharagpur & IIM Ahmedabad, Strategic Adviser & Former Executive Vice-President, Wipro Technologies

Dr. Arun Kumar Majumdar
Former Professor, Dept. of Computer Science & Engg., IIT Kharagpur

Dr. Anupam Basu
Former Director, National Institute of Technology, Durgapur & Former Professor, Dept. of Computer Science & Engg., IIT Kharagpur

Dr. Dilip Kumar Pratihar
Professor, Dept. of Mechanical Engg. & Associate Dean (FoBTBS), IIT, Kharagpur

Dr. Partha Pratim Das
Professor, Department of Computer Science and Founding Director, Center for Data Science and Analytics Ashoka University & Former Professor, Department of Computer Science & Engineering, IIT Kharagpur

Prof. Anindita Banerjee
Co-founder & Chairman Trustee, Academy of Technology

Placement Offers 2025-26 @ AOT

ASAHI INDIA GLASS
1 Aniruddha Upadhyay (EEE)
2 Debarghya Debnath (EEE)
3 Subhasish De (ME)

AURANGABAD AUTRO ANCILLARY
4 Alapan Biswas (ME)
5 Amitayu Ghosh (ME)
6 Ankan Sil (ME)
7 Arnab Bairagi (ME)
8 Ashish Mandal (ME)
9 Avishek Pandit (ME)
10 Hritam Das (ME)
11 Koustav Mukherjee (ME)
12 Pradipta Ghosh (ME)
13 Soumyadeep Koley (ME)

BTL EPC LTD
14 Animesh Pal (EE)

CINEVERSE INDIA
15 Ayon Roy (CSBS)
16 Debanwesa Bandhu (CSE)
17 Mayukh Chakraborty (CSE)
18 Munmun Bhuin (CSE)
19 Nikita Shaw (CSE)
20 Prashant Kumar (CSE)
21 Rohit Banik Mazumder (CSE)
22 S.Khushbu (CSE)
23 Soumili Basu (CSE)
24 Supratik Dey (CSE)

CLOUDKAPTAN
25 Harshit Kumar Das (CSE)
26 Ritankar Jana (CSE)
27 Tiyas Biswas (CSE)
28 Debabrata Mukherjee (ECE)
29 Debanjan Muhuri (ECE)
30 Soumyadip Ganguly (ECE)
31 Suman Pal (ECE)
32 Swarnab Banerjee (ECE)
33 Swarupa Das (ECE)

COGNIZENT
34 Akash Das (CSBS)
35 Ashmita Dutta (CSBS)
36 Ayon Roy (CSBS)
37 Ishita Sadhukhan (CSBS)
38 Kuheli Biswas (CSBS)
39 Pritika Bhar (CSBS)
40 Saswata Sinha (CSBS)
41 Sinjini Ghosh (CSBS)
42 Snehadrita Seth (CSBS)
43 Soumabha Dey (CSBS)
44 Souvik Mazumder (CSBS)
45 Subhamoy Sarkar (CSBS)
46 Subhasish Das (CSBS)
47 Swarnadeep Roy (CSBS)
48 Abhijan Majee (CSE)
49 Adrita Chatterjee (CSE)
50 Agniv Ghosh (CSE)
51 Akash Roy (CSE)
52 Amit Karmakar (CSE)
53 Ananya Sadhukhan (CSE)
54 Aniket Raj (CSE)
55 Animesh Gandhi (CSE)
56 Animesh Sarkar (CSE)
57 Ankur Gattani (CSE)
58 Anshu Das (CSE)
59 Anurupa Roy (CSE)
60 Arnab Charit (CSE)
61 Arnab Nandi (CSE)
62 Arpan De (CSE)
63 Ashar Imam (CSE)
64 Atreyee Bose (CSE)
65 Bibhab Mukhopadhyay (CSE)
66 Bineet Chattopadhyay (CSE)
67 Bishal Karmakar (CSE)
68 Debanjana Jha (CSE)
69 Debasmita Goswami (CSE)
70 Dhiraj Singh (CSE)
71 Dipankar Garu (CSE)
72 Dipanwita Biswas (CSE)
73 Diptanshu Mahish (CSE)
74 Diti Banerjee (CSE)
75 Esa Sarkar (CSE)
76 Harshit Kumar Das (CSE)
77 Jyotirmoy Baidya (CSE)
78 Madhusree Dhar (CSE)
79 Mohammad Adnan (CSE)
80 Moitreyo Chakraborty (CSE)
81 Mriganka Patra (CSE)
82 Nirmalya Dhara (CSE)
83 Oindrila Sur (CSE)
84 Om Chatterjee (CSE)
85 Pradyumna Ghoshal (CSE)
86 Pratyush Mahapatra (CSE)
87 Priti Karmakar (CSE)
88 Rajdeep Maulik (CSE)
89 Ravish Thakur (CSE)
90 Riddhika Chowdhury (CSE)
91 Ridhi Singh (CSE)
92 Ridhika Joshi (CSE)
93 Rima Saha (CSE)
94 Ritam Bhattacharya (CSE)
95 Ritushree Das (CSE)
96 Riyanko Mondal (CSE)
97 Sagar Kumar Choudhary (CSE)
98 Sampurna Dan (CSE)
99 Sandhita Roy (CSE)
100 Sanga Pal (CSE)
101 Saptak Samaddar (CSE)
102 Sayan Mukherjee (CSE)
103 Sejadri Banik (CSE)
104 Shinjini Bose (CSE)
105 Shruti Jha (CSE)
106 Soham Bhowmick (CSE)
107 Soham Patra (CSE)
108 Soumen Dey (CSE)
109 Soumit Srimany (CSE)
110 Soummojit Chattopadhyay (CSE)
111 Sourya Saha (CSE)
112 Souvic Bera (CSE)
113 Souvik Ray (CSE)
114 Souvik Roy (CSE)
115 Subha Nayak (CSE)
116 Subhrodeep Kar (CSE)
117 Subhronil Saha (CSE)
118 Sulagna Hore (CSE)
119 Supratik De (CSE)
120 Supratik Dey (CSE)
121 Swastik Sanyal (CSE)
122 Titli Basu (CSE)
123 Akash Mondal (ECE)
124 Alok Mishra (ECE)
125 Aniket Singh (ECE)
126 Aninda Banerjee (ECE)
127 Ankit Swain (ECE)
128 Ankita Banerjee (ECE)
129 Ankita Kar (ECE)
130 Aritra Chakraborty (ECE)
131 Asmita Roy (ECE)
132 Avantika Hatai (ECE)
133 Barsha Thakur (ECE)
134 Debajyoti Bandyopadhyay (ECE)
135 Debjyoti Karmakar (ECE)
136 Dipanjana Mukherjee (ECE)
137 Diya Chattopadhyay (ECE)
138 Jayantika Deb (ECE)
139 Krishanu Bandyopadhyay (ECE)
140 Nilesh Kumar (ECE)
141 Partha Basak (ECE)
142 Rahul Paul (ECE)
143 Sabreen (ECE)
144 Sagnik Ray (ECE)
145 Senjuti Das (ECE)
146 Soham Sarkar (ECE)
147 Souhardya Bhattacharyya (ECE)
148 Soumyadip Saha (ECE)
149 Sourish Dey (ECE)
150 Sreoshi Mukherjee (ECE)
151 Sreyosi Majumdar (ECE)
152 Sudeshna Kundu (ECE)
153 Sudipta Das (ECE)
154 Suman Pal (ECE)
155 Suparna Mukhopadhyay (ECE)
156 Tushti Chakraborty (ECE)
157 Kishalaya Kundu (EE)
158 Sourav Manna (EE)
159 Vishal Agarwal (EE)
160 Abhishek Singh (EEE)
161 Annayasha Sil (EEE)
162 Aranya Banerjee (EEE)
163 Moupriya Sadhukhan (EEE)
164 Pradipta Chakraborty (EEE)
165 Sahil Kumar Singh (EEE)
166 Sahil Tiwari (EEE)
167 Samayita Chatterjee (EEE)
168 Sk Sweta (EEE)
169 Niladri Chakraborty (MCA)

CORELYNX TECHNOLOGIES
170 Sejadri Banik (CSE)
171 Soummojit Chattopadhyay (CSE)
172 Supratik De (CSE)

ECODEA PROJECTS & CONTROL
173 Arit Mitra (EE)
174 Rupam Dutta (EE)
175 Tamal Das (EE)
176 Surajit Mondal (ME)

GE
177 Avik Sen (ECE)

GODREJ ENTERPRISES GROUP
178 Aditya Raj (ECE)
179 Joydip Saw (ECE)
180 Mehar Zeya (EEE)
181 Soumyajeet Dutta (ECE)
182 Abir Saha (CSE)
183 Trisha Ghosh (CSE)
184 Dipayan Chatterjee (ECE)
185 Oitree Deb (ECE)
186 Shibadri Sarkar (ECE)

GRINDWELL NORTON LTD.
187 Saransh Rathore (ME)

HALDIA PETROCHEMICALS
188 Anurupa Roy (CSE)

HCLTech
189 Biman Kumar Das (CSE)
190 Debojyoti Bhattacherjee (CSE)
191 Deep Bhattacharyya (CSE)
192 Sayak Nandy (CSE)
193 Abir Kumar Nandi (ECE)
194 Debapriya Banerjee (ECE)
195 Neeharika Saha (ECE)
196 Tanisha Saha (ECE)

INDORAMA INDIA
197 Jayanta Kumar Bag (ME)
198 Pritam Kundu (EE)

KEROSS
199 Ankit Paul (CSE)
200 Arpan Seal (CSE)
201 Diti Banerjee (CSE)
202 Sarbik Mal (CSE)

KREETI TECHNOLOGIES
203 Sejadri Banik (CSE)

MINDTECK
204 Krishnendu Dey (CSE)
205 Nabakumar Banerjee (CSE)
206 Ritankar Jana (CSE)
207 Sanjukta Mandal (CSE)
208 Titli Basu (CSE)
209 Souvik Dutta (ECE)
210 Swarupa Das (ECE)

POLYCAB INDIA
211 Ayan Chatterjee (EE)
212 Rahul Baneerjee (EEE)
213 Sudip Halder (EEE)

SKIPPER
214 Aninda Kumar Biswas (EE)
215 Krishanu Sarkar (EE)
216 Rohan Kumar Mandal (EE)
217 Souradip Das (EE)

SMARTRECON TECHNOLOGIES
218 Arka Kundu (CSE)
219 Shreya Bhattacharya (CSE)
220 Namrata Biswas (ECE)

TCS
221 Akash Das (CSBS)
222 Ankit Kumar (CSBS)
223 Anmol Shukla (CSBS)
224 Anubhav Mandal (CSBS)
225 Anurag De (CSBS)
226 Ashmita Dutta (CSBS)
227 Ayishik Das (CSBS)
228 Debjit Mukhopadhyay (CSBS)
229 Diptangshu Chowdhury (CSBS)
230 Gautam Nag (CSBS)
231 Ishani Roy (CSBS)
232 Kuheli Biswas (CSBS)
233 Palak Jha (CSBS)
234 Pritika Bhar (CSBS)
235 Rajpratim Dey (CSBS)
236 Rishika Neogi (CSBS)
237 Rounak Sen (CSBS)
238 Saswata Sinha (CSBS)
239 Sinjini Ghosh (CSBS)
240 Snehadrita Seth (CSBS)
241 Soumabha Dey (CSBS)
242 Soumyajit Mondal (CSBS)
243 Subhamoy Sarkar (CSBS)
244 Swarnadeep Roy (CSBS)
245 Abhijan Majee (CSE)
246 Sachin Kumar Mahato (CSE)
247 Anish Prasad Sonar (ECE)

TEOCO CORPORATIONS
248 Ankita Pal (CSE)
249 Biman Kumar Das (CSE)
250 Dibyasree Das (CSE)
251 Koustav Chatterjee (CSE)
252 Mayukh Chakraborty (CSE)
253 Priti Karmakar (CSE)
254 Sayantan Manna (CSE)
255 Soumili Basu (CSE)
256 Souvik Ray (CSE)
257 Supratik Dey (CSE)
258 Suvoneel Basu Roy Chowdhury (CSE)
259 Prayas Samanta (ECE)
260 Rahul Shrivastava (ECE)

TISMO TECHNOLOGY SOLUTIONS
261 Soumabha Dey (CSBS)
262 Soumit Srimany (CSE)
263 Sourya Saha (CSE)

VE COMMERCIAL VEHICLES
264 Prabuddha Bhattacharyya (EE)

More placement details are displayed on AOT website

www.aot.edu.in

Many more companies are yet to visit the campus for recruitment of 2025-26.
Keep visiting our website for latest updates.

Academic Programmes:
B. Tech (4 yrs) & B. Tech Lateral (3 yrs) in CSE (AI & ML), CSE, CSBS*(Computer Science & Business Systems), ECE, EE, EEE & ME / MCA (2 yrs)

*industry relevant computer science programme launched by TCS

Campus: G. T. Road, PO: Aedconagar, Adisaptagram, Hooghly-712121, West Bengal

Admission Enquiry Call: +91 98310 21706 / +91 98310 21641 / +91 98310 20853 / +91 98310 24851

কমিটি গঠন

ফালাকাটা, ২৫ অগাস্ট : সোমবার ফালাকাটা কলেজের নতুন পরিচালন সমিতি গঠিত হল। এদিন কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন রাজু মিশ্র। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের দুই প্রতিনিধি প্রদীপকুমার সান্যাল, সুতপা ভট্টাচার্য, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই প্রতিনিধি নীতীশ রায় ও অমৃতা মণ্ডলও এদিন কলেজে এসেছিলেন। কলেজের টিআইসি প্রদীপকুমার অধিকারী জানান, পরিচালন সমিতিতে অধ্যাপক ও অশিক্ষক কর্মীদের প্রতিনিধিও রয়েছেন।

১২০ বার রক্তদান

কালচিনি, ২৫ অগাস্ট : কালচিনি ব্লকের নিমতিঝোরা চা বাগানের বাসিন্দা রঞ্জিত মিশ্র ১২০ বার রক্তদান করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এমন কাজের নিরিখে রবিবার সন্ধ্যায় ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে একটি সংগঠনের তরফে তাঁকে সংঘর্ষ জ্যোতি সম্মান দেওয়া হয়। তাঁর হাতে স্মারক তুলে দেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস। তিনি বলেন, 'রক্তদানের মতো মহৎ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে ভালো লাগছে। আগামীদিনেও রক্তদান করব।'

খুলল না

সোনাপুর, ২৫ অগাস্ট : সোমবারও খুলল না আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের মধ্য পাটকাপাড়ার বন্ধ হওয়া আইসিডিএস সেন্টার। শনিবার ওই সেন্টারে তালা দিয়েছিলেন ওই এলাকার বাসিন্দারা। সোমবার ওই সেন্টারের কর্মী কাজে গেলে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এদিন ওই কর্মী অঞ্জলি রায় বর্মন বলেন, 'দুইদিন থেকে সেন্টার খুলতে পারছি না। চিঠি দিয়ে সিডিপিওকে জানানো হয়েছে।'

প্রস্তুতি সভা

পলাশবাড়ি, ২৫ অগাস্ট : আগামী ৩১ অগাস্ট সারা ভারত কৃষকসভার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক সম্মেলন হতে চলেছে পলাশবাড়িতে। সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক তপনকুমার বর্মন জানান, ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিয়ে ২০০ প্রতিনিধির ১৬তম বার্ষিক সম্মেলন হবে পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট আরআর প্রাইমারি স্কুলে। এজন্য নানাভাবে প্রচার চলছে।

শোকের ছায়া

শামুকতলা, ২৫ অগাস্ট : শামুকতলায় বনকর্মী রমেন মাহাতোর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এল। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের সাউথ রায়ডাক রেঞ্জ অফিসে বন সহায়ক পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। রবিবার রাতে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলে শামুকতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ঘরে ফেরা।। বাগডোগরার কাছে সাইভিটা গ্রামে ছবিটি তুলেছেন অমিত সরকার।

দুর্গন্ধে নাভিশ্বাস উঠছে শিলবাড়িহাটে

জলের রিজার্ভারের পাশে জঞ্জালের স্তূপ

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৫ অগাস্ট : কয়েক মাস আগেও জেলা পরিষদের শিলবাড়িহাটে জঞ্জাল ফেলার অলিখিত জায়গা ছিল রাস্তার পাশ বরাবর একটি বড় নালা। তবে সেই নালাটি এখন ভরাট হয়ে গিয়েছে। রাস্তার ধারের ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের প্লট সেখানে দেওয়া হয়েছে। এখন জঞ্জাল ফেলার জায়গা নেই। নিকাশিনালায় জঞ্জাল ফেলা যাবে না। প্রশাসন ও ব্যবসায়ী সমিতির এমনটাই কড়া নির্দেশ। তাই এখন জঞ্জাল জমছে বাজারের ভেতরে থাকা একটি পানীয় জলের রিজার্ভারের সামনে। পাশেই শৌচাগার। তারমধ্যে জমছে জঞ্জালের স্তূপ। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে বাজারে। অথচ পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়ে পড়ে আছে। প্রকল্পটি চালু হয়নি। এ নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার বলছেন, 'এসডব্লিউএম প্রকল্পটি চালু হলেই বাজারের জঞ্জাল সমস্যার সমাধান সম্ভব। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। তাই বাজারের যেখানে-সেখানে এখন জঞ্জাল জমে রয়েছে। কারণ, জঞ্জাল ফেলার কোনও নির্দিষ্ট জায়গা নেই।'

এবিষয়ে পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুপর্ণা বর্মনের বক্তব্য, 'এসডব্লিউএম প্রকল্পের সামনে একটি রাস্তার কাজ এখনও হয়নি। এমনিতে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সেই রাস্তার কাজও যাতে দ্রুত হয় সেই চেষ্টা চলছে। বিষয়টি প্রশাসনের ওপরমহলেও জানানো হয়েছে।'

সাধারণ ব্যবসায়ীরা জানালেন, একপ্রকার বাধ্য হয়ে জঞ্জাল যত্রতত্র

> এসডব্লিউএম প্রকল্পটি চালু হলেই বাজারের জঞ্জাল সমস্যার সমাধান সম্ভব। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। তাই বাজারের যেখানে-সেখানে এখন জঞ্জাল জমে রয়েছে। কারণ, জঞ্জাল ফেলার কোনও নির্দিষ্ট জায়গা নেই।
>
> **নিখিলকুমার পোদ্দার**
> সম্পাদক, শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতি

ফেলতে হচ্ছে। কয়েক মাস আগেও এই সমস্যা হয়নি। বাজারে ঢোকার মুখেই পূর্ব-পশ্চিম বরাবর একটি বড় নালা ছিল। ওই নালাতেই বাজারের অধিকাংশ আবর্জনা ফেলতেন ব্যবসায়ীরা। অনেকে বাজারের ভেতরের নিকাশিনালাগুলিতেও জঞ্জাল ফেলতেন। সম্প্রতি জেলা পরিষদ থেকে বাজারের তিনটি নিকাশিনালা আর্থমুভার দিয়ে সাফাই করা হয়। জেলা পরিষদ ও ব্যবসায়ী সমিতির স্পষ্ট নির্দেশ, এই নিকাশিনালায় জঞ্জাল ফেলা যাবে না। এদিকে, মহাসড়কের কাজে উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের প্লট বণ্টন করা হয়। সেজন্য সব জঞ্জাল সরিয়ে রাস্তার ধারের বড় নালাটি ভরাট করা হয়। এই পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীরা জঞ্জাল ফেলার জায়গা পাচ্ছেন না। প্রতি বুধ ও শনিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সাপ্তাহিক হাট হয়। সবজির পাইকারি বাজারে জঞ্জাল জমে থাকে। এখন জলের রিজার্ভারের পাশেও জঞ্জাল পড়ে থাকছে। সবজি ব্যবসায়ী রতন বর্মনের কথায়, 'ওই রিজার্ভার থেকে কিছুটা দূরেই দোকান নিয়ে বসি। ওখানে জঞ্জালের স্তূপ থেকে দুর্গন্ধ আসে। দোকানদারি করাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।' পাশেই চা বিক্রি করেন শান্তি বর্মন। তিনি বলছেন, 'আবর্জনার দুর্গন্ধে ওখান থেকে জল সংগ্রহ করি না। দোকানেও বেশি খদ্দের আসছেন না।'

শনিবার গিয়ে দেখা গেল, ওই রিজার্ভারের পাশের জঞ্জালের কারণেই কেউ যাচ্ছেন না। তার বদলে বাজারের অন্য একটি টিউবওয়েল থেকে জল সংগ্রহ করছেন। এবিষয়ে জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে বলছেন, 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটি দ্রুত চালু করার চেষ্টা করব।'

ক্লাস বাতিল করে শিবির

কামাখ্যাগুড়িতে ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা, কটাক্ষ বিরোধীদের

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : স্কুল চলাকালীন সেখানকার মুক্তমঞ্চে চলল দুয়ারে সরকার শিবির। একই দিনে ষষ্ঠ শ্রেণির ক্লাস বাতিল করে চলল 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরও। কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলে সোমবারের এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। পড়াশোনা বন্ধ রেখে এই কর্মসূচির আয়োজন একদমই ঠিক হয়নি বলে বক্তব্য তাঁদের।

এব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মৌসুমি সরকার বলেন, 'শনিবার ব্লক প্রশাসনের তরফে আমাদের কাছে অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী এদিন শিবির হয়েছে। শুধু ষষ্ঠ শ্রেণির তিনটি সেকশনের ক্লাস সাসপেন্ড করা হয়েছে। অন্যান্য ক্লাস সুষ্ঠুভাবেই হয়েছে। প্রতিদিনের মতো এদিনও পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল খাওয়ানো হয়েছে।'

এদিন স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির এ, বি, সি সেকশনের ক্লাস বন্ধ রেখে ওই তিনটি ক্লাসরুমে কামাখ্যাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০/১৬৯, ১০/১৭০ এবং ১০/১৭১ বুথের 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের ক্যাম্প করা হয়েছিল। এ নিয়ে ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রের বাবা দিলীপ পান্ডে বলেন, "স্কুলে যাওয়ার পথে আমার ছেলে বন্ধুদের কাছে শুনতে পায়, এদিন ক্লাস হবে না। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পাই, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের শিবির করার জন্য ক্লাস বন্ধ রাখা হয়েছে। ছাত্রদের পড়াশোনা বন্ধ রেখে এভাবে শিবির করা একদমই উচিত হয়নি। এছাড়াও স্কুলের মাঠে দুয়ারে সরকার শিবির হয়েছে। যাতে এদিন স্কুলের পঠনপাঠন সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়েছে।" এদিনের ঘটনায় প্রশাসন এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের ওপর তোপ দেগেছেন বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাতো। তিনি বলেন, 'স্কুলের পঠনপাঠন বন্ধ রেখে এভাবে শিবির করা শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতার চরম নজির।' আরও কয়েকজন অভিভাবকেরও একই বক্তব্য।

তবে, এই অভিযোগ মানতে নারাজ ১০/১৬৯ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্য দেবাশিস রায়। তাঁর মন্তব্য, 'শিবির একদম নির্বিঘ্নে হয়েছে। কোনওভাবেই অন্য ক্লাসের পঠনপাঠন ব্যাহত হয়নি।' কামাখ্যাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান প্রসূন দত্তর মন্তব্যেও একই সুর। তাঁর কথায়, 'বিজেপির লোকেরা নিজেরাও এই দুয়ারে সরকার প্রকল্প থেকে সুবিধা নিচ্ছে, স্কুলের পঠনপাঠনও নির্বিঘ্নে হচ্ছে, তবুও কুৎসা রটানোর জন্য উলটোপালটা বকছে।'

একইভাবে তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সাধারণ সম্পাদক দুলাল দের বক্তব্য, 'সরকারি কোনও প্রকল্পের বিষয়ে স্কুলকে সরকারি দপ্তর থেকে অনুরোধ জানালে স্কুলের তরফে সহযোগিতা করা হয়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক কুৎসা না ছড়িয়ে সকলের এগিয়ে আসা উচিত।'

কুমারগ্রামের বিডিও রজতকুমার বলিদাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। ফোন ধরেননি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) রবিনা তমাংও। ফলে তাঁদের বক্তব্য জানা যায়নি।

কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবির। সোমবার।

> স্কুলে যাওয়ার পথে আমার ছেলে বন্ধুদের কাছে শুনতে পায়, এদিন ক্লাস হবে না। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পাই, 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের শিবির করার জন্য ক্লাস বন্ধ রাখা হয়েছে। ছাত্রদের পড়াশোনা বন্ধ রেখে এভাবে শিবির করা একদমই উচিত হয়নি। এছাড়াও স্কুলের মাঠে দুয়ারে সরকার শিবির হয়েছে। যাতে এদিন স্কুলের পঠনপাঠন সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়েছে।
>
> **দিলীপ পান্ডে** অভিভাবক

টুকরো খবর

ডুবে মৃত্যু

কামাখ্যাগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : সোমবার কুমারগ্রাম ব্লকের পূর্ব শালবাড়িতে বাড়ির পাশেই একটি পুকুর থেকে কবিতা দাস (৩০) নামে এক তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়। দ্রুত তাঁকে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন পরিবারের লোকেরা। কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দেহ উদ্ধার

কুমারগ্রাম, ২৫ অগাস্ট : সোমবার কুমারগ্রাম ব্লকের ঘাকসাপাড়া এলাকায় বাসন্তী রাভা (২৮) নামে এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেন পরিবারের সদস্যরা। তাঁকে উদ্ধার করে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হবে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

প্রশিক্ষণ

ফালাকাটা, ২৫ অগাস্ট : ফালাকাটা ব্লক কৃষি দপ্তরের তরফে দফায় দফায় চাষিদের নানাভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সোমবার ব্লকের আলিনগরে চাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি মিশনের উপর এই প্রশিক্ষণ বলে ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সুপ্রিয় বিশ্বাস জানিয়েছেন।

গ্রেপ্তার

শামুকতলা, ২৫ অগাস্ট : ৩১সি জাতীয় সড়কে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে এক চালককে গ্রেপ্তার করল শামুকতলা থানার পুলিশ । সোমবার ৩১সি জাতীয় সড়কের চালতাতলা এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। গত দশদিনে এই নিয়ে ১০ জন মদ্যপ গাড়িচালককে গ্রেপ্তার করল শামুকতলা থানার পুলিশ।

হ্যামিল্টনগঞ্জ সাপ্তাহিক হাটের জমি দখল করে নির্মাণকাজ।

হাটের জমি দখলের অভিযোগ হ্যামিল্টনগঞ্জে

সমীর দাস

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : শতাব্দীপ্রাচীন হ্যামিল্টনগঞ্জের হাট ডুয়ার্সের গ্রামীণ হাটের মধ্যে অন্যতম। হাটটিকে ঘিরে হ্যামিল্টনগঞ্জবাসীর আলাদা আবেগ দেখা যায় সব সময়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের উদ্যোগে হাটের শেড তৈরি করা হয়েছে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকার কয়েকজন ব্যবসায়ী হাটের জমি দখল করে নির্মাণকাজ যেমন করছেন, আবার কিছু ব্যবসায়ী হাটে আসা ব্যবসায়ীদের দোকান ভাড়া দিয়েছেন। যদিও নতুন শেডের দোকান ভাড়াতে দেওয়া হয়নি। শেড তৈরির পর হাটের যে অংশ শেডের বাইরে রয়েছে সেখানেই পুরোনো জায়গায় ভিটি পাকা করে হাটের জমি বাইরে থেকে আসা সবজি বিক্রেতাদের কাছে ভাড়া দিয়েছেন। হাটের খাজনা দেওয়া ছাড়াও প্রতি রবিবার ওই বিক্রেতাদের কাছ থেকে দোকান ভাড়া বাবদ অতিরিক্ত ১০০-১৫০ টাকা আদায় করছেন স্থানীয় কিছু বাসিন্দা।

স্থানীয় বাসিন্দা উত্তম মণ্ডলের কথায়, 'হাটের জমিতে এমন অবৈধ দখলদারি মেনে নেওয়া যায় না। অবিলম্বে দখলদারি রুখতে জেলা পরিষদের তরফে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।'

আবার এক বাসিন্দা এমনভাবে পাকাপোক্ত দোকান তৈরি করছেন যার প্রায় পুরোটাই হাটের সীমানার মধ্যে পড়ছে। ইতিমধ্যে ওই দোকানের কংক্রিটের পিলার ঢালাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় অনেকেই। অবিলম্বে হাটের জমি থেকে এই ধরনের অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদের দাবি উঠেছে স্থানীয় মহলে। স্থানীয় বাসিন্দা রবি মিত্রের অভিযোগ, 'বেশ কয়েকজন হাটের জমি দখল করে নির্মাণ কাজ করেছেন বিষয়টি আমরা জেলা পরিষদের সভাপতিকে জানিয়েছি।'

এবিষয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব বলছেন, 'কিছু ব্যবসায়ী জমি লিজের আবেদন জানিয়েছিলেন। যাঁরা দোকান বানিয়েছেন বা বানাচ্ছেন তাঁরা আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে অবৈধভাবে কেউ নির্মাণকাজ করে থাকলে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে। আমরা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই পক্ষে রয়েছি। তবে কেউ আইনবিরুদ্ধ কাজ করলে তা মেনে নেওয়া হবে না।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রতি রবিবার ওই হাটে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে বিক্রেতারা আসেন পসরা নিয়ে। অভিযোগ, শুধু হাটের সবজি মার্কেটের জমি দখল হচ্ছে না। কালীবাড়ি ময়দানের কাপড়হাটি, মূল হাট থেকে কিছুটা দূরে গোরুহাটির জায়গা ক্রমশ দখল করে নির্মাণকাজ চলছে। এতে মূল হাটের ঐতিহ্য যেমন ধরে রাখা যাচ্ছে না, আবার হাটও সংকুচিত হয়ে পড়ছে। মাসদুয়েক আগে কালচিনি থানার পুলিশ হ্যামিল্টনগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা দখল করে রাখা দোকান উচ্ছেদের জন্য পদক্ষেপ করেছে। সেরকম হাটের জমি দখল করে রাখাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। জেলা পরিষদের তরফে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

বাড়ছে ক্ষোভ

- হ্যামিল্টনগঞ্জ হাটে প্রতীক্ষার পর আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের উদ্যোগে হাটের শেড তৈরি করা হয়েছে
- এলাকার কয়েকজন ব্যবসায়ী হাটের জমি দখল করে নির্মাণকাজ করছেন
- আবার কিছু ব্যবসায়ী নিজে শেড বানিয়ে হাটে আসা ব্যবসায়ীদের দোকান ভাড়া দিয়েছেন
- খাজনা ছাড়াও দোকান ভাড়া বাবদ প্রতি রবিবার ব্যবসায়ীদের থেকে ১০০-১৫০ টাকা নেওয়া হচ্ছে
- এক স্থানীয় বাসিন্দা পাকাপোক্ত দোকান তৈরি করছেন যার প্রায় পুরোটাই হাটের সীমানায় পড়ছে

সমবায় দুর্নীতিতে তৃণমূলের ছায়া

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : এ যেন কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বের হওয়ার দশা। ৪৭ লক্ষের কেলেঙ্কারি ধরা পড়তেই কোচবিহার সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকে একাধিক বড় দুর্নীতির তথ্য সহ অভিযোগ জমা হল রাজ্য সমবায় দপ্তরে। দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে জেলার এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেত্রীর বাবারও। ওই ব্যক্তি ব্যাংকের বোর্ডে দায়িত্বে থাকাকালীন একাধিক বেআইনি কাজকর্ম করেছেন বলেই অভিযোগ। সমবায় দপ্তরের জেলার এক শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকের বিরুদ্ধেও বহু বেআইনি কাজকর্মের প্রামাণ্য নথি ইতিমধ্যেই কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছে। তৃণমূল পরিচালিত ব্যাংকে লাগামহীন দুর্নীতি রোধে কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে তদন্ত দাবি করেছে বিজেপি। প্রতিবাদে সরব হয়েছে সিপিএম, কংগ্রেসও।

কেলেঙ্কারির খবর প্রকাশ্যে আসতেই শুক্রবার তড়িঘড়ি বোর্ড

অফ ডিরেক্টরের জরুরি সভা ডেকেছেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মণ্ডল। সূত্রের খবর, ওই সভাতে ৪৭ লক্ষের কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কাঞ্চন নিয়োগীর বিরুদ্ধেও এফআইআর করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হতে পারে। গচ্ছিত টাকা তুলতে সোমবার বহু আবেদন জমা পড়েছে বলেই ব্যাংক সূত্রের খবর। রাজ্য সমবায় দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের বেআইনি কাজকর্মের প্রতিবাদ করায় সম্প্রতি ব্যাংকের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিককে (সিইও) হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে। সিইও'র নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য থেকে ইতিমধ্যেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠিও পাঠানো হয়েছে।

হুমকির বিষয়ে অবশ্য কিছু বলতে চাননি সিইও রাজশেখর অধিকারী। তাঁর কথা, 'যা বলার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। সবটাই ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সংবাদমাধ্যমে কিছু বলা উচিত নয়।' তবে ব্যাংকের দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত করা হবে বলেই জানিয়েছেন সমবায়মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। তাঁর কথা, 'অভিযোগ খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।' দুর্নীতির দায় নিতে নারাজ সিদ্ধার্থ। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের আমলে কোনও দুর্নীতি হয়নি। পদ্ধতি মেনেই আমরা কাজ করব।' তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক অবশ্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হওয়া উচিত বলেই মনে করছেন।

বিজেপি নেতৃত্ব মনে করছেন, রাজ্য সরকারি সংস্থা কোনওভাবেই তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবে না। দলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের বক্তব্য, 'তৃণমূল মানেই যে দুর্নীতি তা আরও একবার স্পষ্ট হল। মাথায় তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতাদের হাত না থাকলে ব্যাংকের কোনও সাধারণ কর্মী বা আধিকারিকের পক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি করা সম্ভব নয়।' ফলে ব্যাংক কেলেঙ্কারিতে বেশ বেকায়দায় পড়েছে তৃণমূল।

হেলে পড়া সাঁকোই ভরসা

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২৫ অগাস্ট : বর্ষায় নোনাই নদীর দুকূল উপচে পড়ছে। নদী পারাপারে একমাত্র ভরসা সাঁকো। কিন্তু সেই সাঁকোর অবস্থা দেখলে ভয় হয়। এই সাঁকো দিয়ে পারাপার করা যাবে কী করে? দিন পনেরো আগে বন্যা পরিস্থিতিতে সাঁকোটি একদিকে হেলে গিয়েছে। তারপরও রোজ এই হেলে পড়া সাঁকো দিয়েই নোনাই পারাপার করছেন দক্ষিণ চ্যাংপাড়া এবং নিউ শোভাগঞ্জের কয়েক হাজার মানুষ। ঝুঁকি নিয়ে এভাবেই যাতায়াত চলছে। নাহলে শহরে পৌঁছাতে ঘুরতে হবে প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা।

দূর থেকে দেখলে মনে হবে, যেন কেউ কসরত দেখানোর জন্য মঞ্চ তৈরি করে রেখেছেন। স্কুলপড়ুয়ারাও এই নড়বড়ে সাঁকো দিয়েই রোজ ঝুলে যাতায়াত করে। যে কোনও মুহূর্তে পা পিছলে নদীতে পড়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, আশঙ্কা অভিভাবকদের। কিন্তু তাঁরাও নিরুপায়। স্থানীয়দের ক্ষোভ, প্রতিবছর একই দুরবস্থা হয়, অথচ সেতু নির্মাণে প্রশাসনের তরফে কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ে না।

স্থানীয় বাসিন্দা অমিত আচার্য বললেন, 'বর্ষা শুরু মানেই আমাদের যুদ্ধ শুরু। নদীর জল একটু বাড়লেই সাঁকো দিয়েও যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। তখন নদীর দুই পাড়ের মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কোনও প্রয়োজনে শহরে যেতে হলে তো কতটা পথ ঘুরতে হয়।'

চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাধবী রায় স্বীকার করে নিলেন সমস্যার কথা। তাঁর কথায়, 'প্রতিবছর লক্ষাধিক টাকা খরচ করা হয় এই সাঁকো মেরামতে। আমরা বহুবার জেলা পরিষদ ও বিডিও অফিসে সেতুর দাবি জানিয়েছি। কিন্তু আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই মেলেনি।'

এলাকার বাসিন্দা রিনা সরকারের গলায় ক্ষোভের সুর। তাঁর কথায়, 'একটা সেতুর জন্য আর কত বছর অপেক্ষা করতে হবে? বৃষ্টি এলেই আমরা আটকে পড়ি, প্রত্যেকবার একই ছবি।'

আরেক বাসিন্দা শিউলি সরকার আবার ভাবছেন স্কুলপড়ুয়াদের কথা। তিনি বলেন, 'প্রতিদিন চাপরেরপার থেকে প্রচুর ছেলেমেয়ে শহরের স্কুলে পড়তে যায়। বর্ষার সময়ও তারা এই সাঁকো ব্যবহার করে। কখনও পা পিছলে নদীতে পড়লে কী ঘটতে পারে, সেটা ভেবেই শিউরে উঠি।'

নোনাই নদীর ওপর এই সাঁকো একসময় এলাকাবাসীর 'লাইফলাইন' ছিল। এখন সেটিই পরিণত হয়েছে দুর্ভোগের প্রতীকে। প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আর কতদিন এভাবে প্রাণ হাতে করে চলতে হবে, সেটাই ভাবছেন নোনাইয়ের দুই পাড়ের মানুষ।

ঝুঁকি নিয়ে নোনাই নদী পারাপার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

আবর্জনা বদলে দিচ্ছে বুনোদের খাদ্যাভ্যাস

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৫ অগাস্ট : রাজাভাতখাওয়া জঙ্গল ও জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় ঘুরতেই চোখে পড়ল প্লাস্টিকের বোতল, কাচের টুকরো। জঞ্জাল ফেলার জায়গায় ছেয়ে গিয়েছে আগাছা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গাতে আবর্জনা ফেলে রাখছেন ভ্রমণকারীরা। যদিও অভিযোগের তির স্থানীয় বাসিন্দাদের দিকেও উঠছে। জঙ্গলে জলের ও মদের ভাঙা কাচের বোতলে হাতি সহ বন্যপ্রাণী আহত হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্লাস্টিকের স্তূপে বন্যপ্রাণীদের রাতে খাবার খুঁজতে দেখা যায়। বন্যপ্রাণীদের আহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাভ্যাসও বদলে যাচ্ছে বলে মনে করছেন বন দপ্তরের কর্তারা।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়া (ইস্ট) রেঞ্জের অফিসার নুর ইসলাম বললেন, 'বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে নিয়মিত জঙ্গলে অভিযান করা হয়। প্লাস্টিক, ফেলে দেওয়া জলের বোতল, কাচের বোতল পরিষ্কার করা হয়।' ইতিপূর্বে রাজাভাতখাওয়া জঙ্গলের বিস্তীর্ণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য, মদের বোতল, সিরিঞ্জ পেয়েছে বন দপ্তর।

সংলগ্ন দোকান ও স্থানীয়রা প্লাস্টিক বর্জ্য ও ফাস্ট ফুড জাতীয় খাবার জঙ্গলের ফাঁকা জায়গায় ফেলে রাখেন। দিনেরবেলা বাঁদরের মতো প্রাণীদের সেখান থেকে খাবার সংগ্রহ করার পাশাপাশি রাতেও অন্য বন্যপ্রাণীদের সেসব স্তূপ থেকে খাবার সংগ্রহ করতে দেখা যায়। বন্যপ্রাণীরা আবর্জনার স্তূপ থেকে খাবার সংগ্রহ করলে তাদের খাদ্যাভ্যাস বদলে যাওয়া স্বাভাবিক। যদিও অধিকাংশ স্থানীয় তাঁদের দিকে তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অভিজিৎ দে নামে স্থানীয় বাসিন্দা বললেন, 'জঙ্গলে জনসমাগম আগের তুলনায় বেশি হয়। এছাড়াও স্থানীয়দের সচেতনতার অভাব রয়েছে। যার ফলে এই আবর্জনা জমে উঠছে।'

রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পার্থপ্রতিম দত্তের কথায়, 'বন দপ্তর ও গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস থেকে নিয়মিত সচেতন করা হয়। এমনকি সাফাই অভিযান করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বাইরে থেকে অনেকেই এলাকায় কাচের বোতল সহ প্লাস্টিক আবর্জনা ফেলে রাখছেন। এতে হাতির মতো বন্যপ্রাণীদের পায়ে আঘাত লাগতে পারে। সাধারণ মানুষকে এবিষয়ে সতর্ক হতে হবে।'

বাইরে থেকে এসে ভ্রমণকারীরা মদ ও জলের বোতলের মতো জিনিসপত্র ফলে রেখে যায় বলে অভিযোগ রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের। তবে জায়গায় জায়গায় প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ও বিভিন্ন খাবারের প্যাকেটের মোড়কের পাশাপাশি হোটেল, রেস্তোরাঁর খাবারও কেউ ফেলে রাখে।

রাজাভাতখাওয়ায় ছোট-বড় রেস্তোরাঁ ও ফাস্ট ফুডের দোকান ভরে উঠছে। তাদের একাংশের বিরুদ্ধে সেই বর্জ্য ফেলার অভিযোগ উঠছে। গত এক বছর আগে দুই-এক জায়গায় স্তূপাকারে আবর্জনা ফেলতে দেখা গেলেও এখন জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় সে সব পড়ে থাকছে। বন দপ্তর ও রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের নজরদারির অভাব রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠছে।

জঙ্গলের মুখে আবর্জনার পাহাড়। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

গাঠিয়া চা বাগানে কাজে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে শ্রমিকরা

ঝোরায় ভ্যান পড়ে মৃত ৩

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৫ অগাস্ট : সোমবার সকালে গাঠিয়া চা বাগানে বিঘাশ্রমিকদের কাজে নিয়ে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকআপ ভ্যান ঝোরায় পড়ে যাওয়ায় তিনজনের মৃত্যু হল। দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন অন্তত ২৯ জন। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতদের নাম মনীষা নাগাশিয়া (১৮), সুন্দর মাঝি (২৫) ও মনীষা খালকো (২৬)। এঁদের মধ্যে প্রথম দুজন একই পরিবারের। সম্পর্কে ভ্রাতৃবধূ ও ভাশুর। তিনজনেরই বাড়ি নাগরাকাটার খেরকাটা গ্রামে। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ঘটনা। তদন্ত শুরু হয়েছে। উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

খাদে পড়ে যাওয়া বিঘা শ্রমিকবোঝাই সেই গাড়িটি।-সংবাদচিত্র

অন্যদিনের মতো সোমবার সকালেও খেরকাটা ও খয়েরবাড়ি গ্রামে বেশ কয়েকজন বাসিন্দা পিকআপ ভ্যানে চেপেছিলেন গাঠিয়া চা বাগানে যাওয়ার জন্য। বাগান সূত্রে খবর, ওই শ্রমিকরা গাঠিয়ার আপার ডিভিশনের সুহাসিনী সেকশনে কাজ করতে যাচ্ছিলেন। এলাকাটি পৌঁছানোর রাস্তা ঢেউ খেলানো। যে কারণে বাগানের বিএল-৮ সেকশনের আগে অন্য দিন শ্রমিকবোঝাই গাড়িগুলি থামিয়ে দেওয়া হয়। হেঁটে ওই উঁচুনীচু অংশ পার হয়ে গন্তব্যে পৌঁছান শ্রমিকরা। এদিন পিকআপ ভ্যানের চালক গাড়ি চালিয়েই শ্রমিকদের সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তা থেকে প্রায় ১৫-২০ ফুট নীচে ডংঝোরা নামে একটি ছোট নদীর খাদে পড়ে যায়। সেখানে থাকা একটি বড় পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে গাড়িটি।

ঘটনার পরই শ্রমিকদের আর্তনাদ শুনে আশপাশে কর্মরত অন্য শ্রমিকরা ছুটে আসেন। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। ১২ জনকে গাঠিয়ার নিজস্ব হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে বিকেলে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ২০ জনকে নিয়ে আসা হয় সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে। তাঁদের মধ্যে তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাকি ১৭ জনের প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। বর্তমানে ওই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ১৪ জন। তাঁদের মধ্যে সুশীলা ওরাওঁ ও মঞ্জু ওরাওঁ নামে মা ও মেয়েকে সিসিইউ-তে রেখে চিকিৎসা করানো হচ্ছে। সুশীলার আঘাত গুরুতর। নাগরাকাটার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মোল্লা ইরফান হোসেন বলেন, 'আহতদের বেশিরভাগেরই আঘাত লেগেছে মাথা সহ শরীরের অন্যান্য অংশে। যে কারণে তাঁদের দ্রুত রেফার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।' গাঠিয়ার ম্যানেজার নবীন মিশ্র বলেন, 'অন্যদিন চালকরা রাস্তার ওই অংশে গাড়ি থামিয়ে দেন। এদিন যে কী হয়েছিল তা আমরাও বুঝে উঠতে পারছি না। মৃত ও জখম প্রত্যেকের পাশে বাগান কর্তৃপক্ষ সবরকমভাবে রয়েছে। মৃতদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণও দেওয়া হবে।'

বিপদের যাত্রা

- খেরকাটা ও খয়েরবাড়ির প্রায় ৪০ জন পিকআপ ভ্যানে চেপে বাগানে বিঘা শ্রমিকেরা কাজে যাচ্ছিলেন
- উঁচুনীচু পাহাড়ি রাস্তায় বাঁকের মুখে নিয়ন্ত্রণ হারায় গাড়ি
- প্রায় ২০ ফুট নীচে ডংঝোরায় আছড়ে পড়ে গাড়িটি

সাবিনা ওরাওঁ নামে খেরকাটার এক জখম শ্রমিক বলেন, 'হঠাৎ করে গাড়িটি খাদে পড়ে যায়। কীভাবে বেঁচে ফিরলাম ভগবানই জানেন।' খয়েরবাড়ির ভক্তাধুরা এলাকার কল্পনা সাঁওতাল নামে এক তরুণী বলেন, 'প্রতিদিনই কাজে যাই। এরকম কখনও হবে স্বপ্নেও ভাবিনি।'

হতাহতদের সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসার পরই সেখানে চলে আসেন মালবাজারের এসডিপিও রোশন প্রদীপ দেশমুখ, নাগরাকাটার বিডিও পঙ্কজ কোনার, থানার আইসি কৌশিক কর্মকার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর সহ প্রশাসনের অন্য কর্তারা। বিডিও বলেন, 'দ্রুত এধরনের গাড়িচালক ও যাঁরা শ্রমিকদের বাগানে বিঘা কাজে পাঠান তাঁদের নিয়ে একটি বৈঠক করা হবে।'

এদিন মালবাজার হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা ও নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা। তাঁরা হাসপাতালের সুপার ডাঃ সৌররঞ্জন বসুর সঙ্গে জখমদের চিকিৎসার বিষয়ে কথা বলেন।

যানজট।। ৩১ মে বীরপাড়ার কাছে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে গ্যারগান্ডা নদীর সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে সেতুতে সিঙ্গল লাইনে যানবাহন পারাপার করার জন্য মহাসড়কে প্রতিদিন যানজট তৈরি হচ্ছে। সোমবারও কয়েকঘণ্টা যানজট চলে। অবশ্য সেতুটি মেরামতের প্রথম ধাপের কাজ শুরু করেছে এশিয়ান হাইওয়ে অথরিটি। ছবি ও তথ্য-মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

ছয় বছরের জন্য বহিষ্কৃত মান্নান

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২৫ অগাস্ট : আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল চরম আকার নিয়েছিল রবিবার। প্রথমে ঝাড়ু হাতে বিক্ষোভ, পরে লাঠি নিয়ে মারধর। বর্তমান জেলা সভাপতি মৃন্ময় সরকার এবং প্রাক্তন সভাপতি শান্তনু দেবনাথের অনুগামীদের মধ্যে এই ঝামেলা হয়েছিল। সোমবার যেন সেই অ্যাকশনের 'রিঅ্যাকশন' মিলল। শান্তনু-ঘনিষ্ঠ সংখ্যালঘু নেতা মান্নান মিয়াঁকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিলেন কংগ্রেসের বর্তমান জেলা সভাপতি মৃন্ময় সরকার। এদিন একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ওই বহিষ্কারের কথা তিনি জানিয়েছেন। আর এরপরেই দুই গোষ্ঠীর কাজিয়া যেন আরও বেড়ে গেল।

এদিন মৃন্ময় বললেন, 'আমরা রবিবার সাংগঠনিক বৈঠক করছিলাম। সেই সময় মান্নান মিয়াঁ নামে এক তরুণ আমাদের দলীয় অফিসে হামলা করে। সে কংগ্রেস করলেও দলবিরোধী কাজ করেছে। তাই ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে মান্নানকে ছয় বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করা হল।' বর্তমান সভাপতি নিজের পদে বসে হিংসাত্মক রাজনীতি করছেন, এমনটাই দাবি প্রাক্তন জেলা সভাপতি শান্তনু দেবনাথের। তাঁর কথায়, 'কাউকে এভাবে বহিষ্কার করা যায় না। উনি দলের সংবিধানটাও জানেন না। এভাবে দলের ক্ষতি করার খেলায় নেমেছেন বর্তমান সভাপতি।'

কংগ্রেসে কোন্দল

- রবিবার দলীয় বৈঠকে হামলা করার অভিযোগে মান্নানকে বহিষ্কার করেন মৃন্ময়
- বহিষ্কৃত মান্নান কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি
- সেইসঙ্গে প্রাক্তন সভাপতি শান্তনু দেবনাথের ঘনিষ্ঠ হিসেবেও পরিচিত
- শান্তনুর অভিযোগ, মৃন্ময় হিংসার রাজনীতি করছেন

রবিবার মৃন্ময় সরকারের নেতৃত্বে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছিল পার্টি অফিসে। অভিযোগ, সেখানে শান্তনু-ঘনিষ্ঠ কর্মীরা এসে ঝাড়ু হাতে বিক্ষোভ দেখান। পরে শান্তনু-ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত মান্নানের নেতৃত্বে পার্টি অফিসে হামলা চালানো হয়। সেই সময় মৃন্ময়ের গোষ্ঠীর লোকজন একেবারে লাঠি, বাঁশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এমনকি কংগ্রেসের প্রাক্তন সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি মান্নান মিয়াঁকে মারধর করেন বলেও অভিযোগ। রবিবারের এই দুটি ঘটনায় কংগ্রেসের অন্দরের ছবিটা প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। সেই ঘটনার চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই এবার প্রাক্তন সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতিকে বহিষ্কার করল কংগ্রেস। এদিন কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি মান্নান মিয়াঁ তাঁর বহিষ্কারের বিষয়ে বলেন, 'আমাকে কারা বহিষ্কার করল সেটা জানি না। আমি একজন কংগ্রেস কর্মী। আজীবন কংগ্রেসই করব।'

রবিবারের ঘটনা আগামীতে আরও বড় আকার ধারণ করতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এখন আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেস দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এর প্রভাব ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে পড়বে বলে মত আলিপুরদুয়ার কংগ্রেসের বর্ষীয়ান কর্মীদের।

বিমাই ভরসা আমনচাষিদের

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৫ অগাস্ট : সোমবার ফালাকাটা ব্লক কৃষি অফিসে বিনা খরচায় আমনের বিমা করাতে চাষিদের লাইন পড়ল। এবার বৃষ্টি নিয়ে বর্ষাকালের শুরু থেকেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন ফালাকাটার আমনচাষিরা। প্রথম থেকেই সঠিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়নি। ফালাকাটায় ধান চাষের ক্ষেত্রে কারও ভরসা সেচের জল। আবার অনেকেই বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকেন। এবছর প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় ধান রোপণ করতে দেরি হয়েছে। আবহাওয়ার এই খামখেয়ালিপনা ধানের ফলনের জন্য অন্তরায় হতে পারে। সেই নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন ব্লকের বহু চাষি। সেজন্যই আগেভাগে বিমা করিয়ে রাখছেন তাঁরা। প্রশাসন সূত্রে খবর, ব্লক অফিসের পাশাপাশি বিভিন্ন শিবিরেও বিমার কাজ চলছে।

ফালাকাটা ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সুপ্রিয় বিশ্বাস জানান, কৃষি দপ্তরের অফিসের পাশাপাশি যে কোনও শিবিরে ধানচাষিদের বিনা খরচায় বিমা করানো হচ্ছে। প্রাকৃতিক কারণে ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিমায় চাষিরা ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবেন।

এদিন ব্লক কৃষি অফিসের লাইনে কপালে একরাশ চিন্তার ভাঁজ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন সরুগাঁও গ্রামের চাষি আনিউল ইসলাম। তিনি বললেন, 'এবার অনেক কষ্টে ধান রোপণ করেছি। এখনও আবহাওয়ার পরিস্থিতি ভালো না। সঠিক সময়ে এবার বৃষ্টি হয়নি। তাই ফলন নিয়ে কিছুটা হলেও চিন্তায় আছি। এজন্য ধানের বিমা করালাম।' দুশ্চিন্তার জেরে এদিন গোকুলনগরের মানিক বর্মন, হেদায়েত নগরের ইন্দ্রজিৎ রায় অফিসে এসে ধানের বিমা করেন। কালিপুরের চাষি ভবানীপ্রসাদ বর্মন ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বিমা করিয়ে যান এদিন। কৃষি দপ্তর জানিয়েছে, এবার ফালাকাটা ব্লকে ২০ হাজার হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছে।

ধানের বিমা করতে চাষিদের ভিড়। সোমবার ফালাকাটা ব্লক কৃষি দপ্তরে।

জেলা হাসপাতালের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে কংগ্রেসের আমরণ অনশনের চতুর্থ দিন। - আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

মেয়ের সাক্ষ্যে খুনি বাবার যাবজ্জীবন

প্রণব সূত্রধর ও শান্ত বর্মন

আলিপুরদুয়ার ও জটেশ্বর, ২৫ অগাস্ট : স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল দুর্গান ঘরোয়ারের। সোমবার সেই সাজা ঘোষণা করলেন আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতের বিচারপতি বিভূতি খেশাং। এছাড়াও ১০ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা করা হয়। অনাদায়ে আরও এক মাসের জেল। আর দুর্গানের এই সাজা ঘোষণা হয়েছে তারই মেয়ের দেওয়া জবানবন্দির জেরে। ষষ্ঠ শ্রেণির কন্যার সামনেই স্ত্রী ববিতা মাঝিকে কুড়ুল দিয়ে আঘাত করে খুন করেছিল দুর্গান। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে সরকারি আইনজীবী সুহৃদ মজুমদার এখবর জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মামলা শুরু করার এক বছরের মধ্যেই সাজা ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছে।'

পুলিশ ও সরকারি আইনজীবী সূত্রে জানা গিয়েছে, গতবছর ২০ জানুয়ারি ভোররাতে দলগাঁও চা বাগানের গাড়ি লাইন এলাকায় সেই ঘটনা ঘটেছিল। তারপরেই অভিযুক্ত গা-ঢাকা দেয়। মৃত ববিতার দাদা দুর্গানের বিরুদ্ধে ফালাকাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনায় মোট ১৯ জন সাক্ষ্য দেন। তার মধ্যে দুর্গান ও ববিতার সন্তানের সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। ঘটনার সময় সেই দম্পতির কন্যা ছিল প্রত্যক্ষদর্শী।

> তদন্তের পর আদালতে সঠিক তথ্যপ্রমাণ পেশ করা হয়। অভিযুক্তের কাছ থেকে ধারালো অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।
>
> **অমিত শর্মা** *পুলিশকর্তা*

সেই সময় জটেশ্বর ফাঁড়ির ওসি ছিলেন অমিত শর্মা। তিনি বলেন, 'তদন্তের পর আদালতে সঠিক তথ্যপ্রমাণ পেশ করা হয়। অভিযুক্তের কাছ থেকে ধারালো অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।' সেই ঘটনার আগে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে দুর্গানের সঙ্গে তার স্ত্রীর বাকবিতণ্ডা চলছিল। বাজার করার টাকা দিয়ে নেশা করেছিল দুর্গান। তা নিয়েই সেই রাতে বচসা বেধেছিল। তখন নেশা করার জন্য স্ত্রীর কাছে আবার টাকা দাবি করে দুর্গান। ববিতা তা দিতে অস্বীকার করেন। তারপর সেই খুনের ঘটনা ঘটে। ভোররাতে স্ত্রী ববিতার গলায় ও মুখে এলোপাতাড়ি আঘাত করে দুর্গান। বিছানা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি।

এদিন দুর্গানের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণার খবর জানার পর অভিযুক্তের বোন কাঞ্চি ঘরোয়ার বলেন, 'দাদা মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল। কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা বুঝে উঠতে পারছি না।' রায়ের পর স্বস্তি প্রকাশ করেছেন ববিতার বাপের বাড়ির লোকজন।

আবেগের সঙ্গে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন দুর্গা মল্লকে

কালচিনি, ২৫ অগাস্ট : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভূমিকা পালন করেছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর শহিদ দুর্গা মল্ল। সোমবার তাঁর ৮১তম শহিদ দিবস কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রদ্ধা ও ভাবাবেগের মধ্যে দিয়ে পালিত হল। দিনটিকে ভারতীয় গোর্খা জনজাতির মানুষ 'বলিদান দিবস' হিসেবে পালন করে এসেছেন দীর্ঘ সময় ধরে। কালচিনি ব্লকে সবথেকে পুরোনো দুর্গা মল্লর মূর্তি রয়েছে হ্যামিল্টনগঞ্জের ফরওয়ার্ডনগর এলাকায়। ওই এলাকার নাম রাখা হয়েছে শহিদ দুর্গা মল্ল চক। এদিন সেখানে দিনটি পালিত হয় দুর্গা মল্ল সালিগ সংরক্ষণ সমিতির উদ্যোগে।

সেখানে শহিদের মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন নেপালিভাষী ছাড়াও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মেঘ দোরজি মোক্তান। আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক পবন লামা বলেন, 'দেশের জন্য একদিন শহিদ হয়েছিলেন দুর্গা মল্ল। তাঁর স্মৃতি আমরা সব সময় অক্ষুণ্ণ রাখব।' সেখানে নেপালি ভাষার সাহিত্যপ্রেমীদের সংগঠন সৃজনশীল সমূহ-এর সদস্য প্রদীপ লামা সহ অন্যরা শহিদ দুর্গা মল্লর মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন। চুয়াপাড়া চা বাগান সহ কালচিনি চৌপথি ও রাজাভাতখাওয়ায় দুর্গা মল্লর মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ওই ৩ এলাকায় শহিদ মূর্তি স্থাপন কমিটির পৃষ্ঠপোষক পাশাং লামা।

কালচিনি চৌপথিতে অনুষ্ঠান।

দুর্গা মল্ল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। মাত্র ৩১ বছর বয়সে ১৯৪৪ সালের ২৫ অগাস্ট ব্রিটিশ সরকার তাঁকে দিল্লির জেলে ফাঁসিতে ঝোলায়। এদিন শহিদ দুর্গা মল্লর আত্মবলিদানের বিষয়ে তুলে ধরা হয় ভাটপাড়া, সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগান সহ বিভিন্ন চা বাগানে।

শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার তরুণ

বারবিশা, ২৫ অগাস্ট : এক বধূর শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার হল প্রতিবেশী এক তরুণ। কুমারগ্রাম থানার বারবিশা পুলিশ ফাঁড়ি এলাকার ঘটনা। অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্ত তরুণকে সোমবার গ্রেপ্তার করে, আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্তের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বধূর স্বামী কর্মসূত্রে অসমে থাকেন। রবিবার রাতে দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে বাড়িতে ঘুমিয়েছিলেন বধূ। রাতে বাড়ির পেছনের দিক দিয়ে এসে ঘরে ঢোকে অভিযুক্ত। বধূর অভিযোগ, 'অভিযুক্ত গায়ে হাত দেওয়ায় ঘুম ভেঙে যায়। বাধা দিলে বল প্রয়োগ করে অভিযুক্ত। সম্মান বাঁচাতে সাহায্যের জন্য চিৎকার করলে আশপাশের বাড়ির লোকজন ছুটে আসতেই পালিয়ে যায় ওই তরুণ।' সোমবার সকালে পেশায় গাড়িচালক অভিযুক্ত তরুণকে গ্রামের লোকজন আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির অভিযোগ

জয়গাঁ, ২৫ অগাস্ট : এক নাবালিকাকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করার অভিযোগ উঠল ৪৫ বছরের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। রবিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটেছে জয়গাঁ শহরে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এলাকার মহিলারা মারধরও করেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

রবিবার এলাকার কয়েকজন মহিলা অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে ১০ বছরের এক নাবালিকার উদ্দেশ্যে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতে দেখেন। এরপর ওই মহিলারা নাবালিকার মাকে বিষয়টি জানান। জানাজানি হতে লোকজন একত্রিত হয়। সেই ব্যক্তিকে মারধর করা হয়। পরে খবর পেয়ে জয়গাঁ থানার পুলিশ গিয়ে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। তিনি এখনও সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। রাতেই জয়গাঁ থানায় ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, গত ১৫ দিন ধরে ওই ব্যক্তি নাবালিকাকে উত্ত্যক্ত করে চলেছেন। রবিবার ধরা পড়ে গিয়েছেন। জয়গাঁ থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেখলিগঞ্জে ধৃত বাংলাদেশি প্রেমিকা

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : প্রেমের টানে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এলেন এক গৃহবধূ। তবে শেষপর্যন্ত ধরা পড়লেন প্রেমিক সহ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মেখলিগঞ্জ এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার সাপাহার থানার বাসিন্দা শিল্পী খাতুনের সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে আলাপ হয় মালদার কালিয়াচকের এক বিবাহিত ব্যক্তি ইব্রাহিম মিয়াঁর। সেখান থেকেই ঘনিষ্ঠতা বাড়ে দুজনের। রবিবার গভীর রাতে দালালের মাধ্যমে কুচলিবাড়ির অমর ক্যাম্প সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন শিল্পী। তাঁকে ঢুকিয়েই ভারতীয় দালাল চম্পট দেয়। এরপর পথ হারিয়ে গ্রামাঞ্চলে ঘোরাঘুরি করার সময় গ্রামবাসীরা তাঁকে আটক করেন। প্রথমে শিল্পী নিজেকে মালদার বাসিন্দা বলে দাবি করেন এবং জানান তাঁর স্বামী তাঁকে নিতে এসেছেন। স্থানীয়রা খোঁজখবর চালিয়ে ইব্রাহিমকেও আটক করে পুলিশে খবর দেন। পরে কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ দুজনকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। শিল্পীর কাছ থেকে বাংলাদেশি পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়। সোমবার ধৃতদের মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। শিল্পীর বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশ এবং ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে সহযোগিতার মামলা রুজু করা হয়েছে।

শিল্পীর অভিযোগ, 'আমাদের সম্পর্কের কথা জানার পর আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়ে তিন সন্তানকে কেড়ে নেয়। একা হয়ে পড়ার পর মা আমাকে জোর করে এক বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি চাইনি। তখন ইব্রাহিম আমাকে আশ্বাস দেয় ভারতে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে। ইতিমধ্যেই ২০২৩ সালে একবার অবৈধভাবে বাংলাদেশে গিয়ে ইব্রাহিম আমাকে ভারতে নিয়ে আসে। কয়েক মাস পর আবার বাংলাদেশে ফিরে যাই। এরপর থেকে সুযোগ খুঁজছিলাম ভারতে আসার। অবশেষে দালালদের সাহায্যে এসেছি। দুই দেশের দালালরা মিলিয়ে ৪২ হাজার টাকা নিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় দালাল রাতে কুপ্রস্তাব দেওয়ায় আমি রাজি হইনি। তাই আমাকে মাঝপথে ছেড়ে পালিয়ে যায়।' অন্যদিকে ইব্রাহিমের দাবি, 'আমাদের কোনও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা একে অপরকে ভালোবাসি। আমার প্রথম স্ত্রীও জানে এবং সে-ও রাজি ছিল। তাই শিল্পীকে নিয়ে আসতে গিয়েছিলাম।'

কোচবিহার

মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সনাতন গড়াই বলেন, 'ধৃত দুজনকে আদালতে তোলা হয়েছে এবং চারদিনের হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। শুধু প্রেমের সম্পর্কের টানেই কি এই ঘটনা, নাকি এর আড়ালে অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' ঘটনার পর সীমান্ত সুরক্ষা ও দালালচক্রের সক্রিয়তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

দলগাঁওয়ের করম গাছটাই যেন মিলনক্ষেত্র

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২৫ অগাস্ট : প্রতিবছর করমপুজোর দিনটির অপেক্ষা। সেদিন যেন ওঁদের বাড়িতে সাজোসাজো রব। সারাবছর ধরে ওই দিনটির জন্য করম দেবতার গাছ পরিচর্যা করে নিজেদের ধন্য মনে করেন রঞ্জিত কুজুর ও সরস্বতী কুজুর। তাঁদের বাড়িতে করম গাছ সযত্নে লালিত হয়। পুজোর দিন যেন ওই গাছ মিলিয়ে দেয় সকলকে। দুর্গাপুজোর আগে ধুমধাম করে করমপুজোর আয়োজন করেন ফালাকাটা ব্লকের আটটি চা বাগানের করমব্রতীরা। একটি করম গাছকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করা হয়। দলগাঁও চা বাগানের ৪২ নম্বর বুথে প্রায় ১০০ বছর ধরে করমপুজো হয়ে আসছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় গোটা ফালাকাটার মানুষ সেদিন রঞ্জিত ও সরস্বতীদের বাড়িতে হাজির হয়ে করম ডাল সংগ্রহ করেন। ওঁরাও হাসিমুখে প্রত্যেক করমব্রতীকে ডাল নিতে দেন।

ডাল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই আদিবাসী দম্পতি নবপ্রজন্মকে করম গাছ রক্ষণাবেক্ষণের বার্তাও দেন।

দলগাঁও চা বাগানের এই করম গাছ থেকে ডাল নিয়ে পুজো করা হয়।

এনিয়ে রঞ্জিতের স্ত্রী সরস্বতী বলেন, 'আমাদের পূর্বপুরুষরা ওই গাছ পরিচর্যা করার সুযোগ পেয়েছেন। এখন আমরাও পাচ্ছি। এটাই আমাদের সৌভাগ্য। দীর্ঘদিন ধরে আমি নিজে পুজো করি।' স্থানীয়রা জানান, করমপুজোর দিন সকালে উঠে করম গাছকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে তোলা হয়। প্রথমে গাছকে পুজো করা হয়। তারপর করমব্রতীরা এলে তাঁরাও নিজস্ব পুজোপাঠ করে ডাল কেটে নিয়ে যান। পুজো পদ্ধতিও বেশ আকর্ষণীয়। পুজোর দিন দুজন তরুণ ও তিনজন তরুণী উপোস করে নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে করম গাছের গোড়ায় পৌঁছান। সেখানে আদিবাসী রীতি অনুযায়ী করম গাছে তিন প্যাঁচ সাদা সুতো জড়ানো হয়। তার সঙ্গে করমের বিশেষ গান গাওয়া হতে থাকে। গীত শেষে দুই তরুণ গাছে চড়ে মোট পাঁচটি করম ডাল পেড়ে নিয়ে তরুণীদের দেন। সেই ডাল যাতে কোনওভাবেই মাটি স্পর্শ না করে সেদিকেও খেয়াল রাখা হয়। ডাল পাড়ার পর সকলে মিলে গান গেয়ে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গাছের গোড়ায় সাত পাক ঘোরেন। তারপর মহানন্দে ডাল পুজোস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। সারারাত পুজো চলার পর পরদিন সেই ডাল নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার নিয়ম রয়েছে।

একত্রে

- করম দেবতার গাছ পরিচর্যা করে নিজেদের ধন্য মনে করেন রঞ্জিত কুজুর ও সরস্বতী কুজুর
- সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গোটা ফালাকাটার মানুষ সেদিন রঞ্জিত ও সরস্বতীদের বাড়িতে হাজির হয়ে ডাল সংগ্রহ করেন
- ডাল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই আদিবাসী দম্পতি নবপ্রজন্মকে করম গাছ রক্ষণাবেক্ষণের বার্তাও দেন

পুজো নিয়ে সরুগাঁওয়ের এক করমব্রতী রেশমি লাকড়া বলেন, 'প্রতিবছর দলগাঁওয়ের ওই বাড়ি থেকেই আমরা ডাল এনে পুজো করি। যাঁদের বাড়িতে ওই গাছ রয়েছে তাঁরা খুবই ভাগ্যবান।' এদিকে কোচবিহার চা বাগানের কুন্দন কুজুর জানান, প্রতিবছর বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গাড়ি ভাড়া করে মহানন্দে ডাল আনতে যাওয়া হয়।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৯৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৯ ভাদ্র ১৪৩২

সখ্য বনাম সম্মান

মর্যাদা, সম্মান বিকিয়ে দেওয়ার সর্বনাশ থেকে আপাতত কিছুটা নিজেকে রক্ষা করল বাংলাদেশ। হাসিনা পরবর্তী শাসকের ওপর জামায়াতেপন্থীদের প্রভাব যথেষ্ট বটে। কিন্তু পাকিস্তানের অসম্মান সহ্য করা ঢাকার বর্তমান শাসকদের পক্ষে সম্ভব হল না। তাই নতুন জমানায় পাকিস্তান-ঘনিষ্ঠতায় ধাক্কা লাগার খেসারত সহ্য করার ঝুঁকি থাকলেও উচিত জবাব দিতে বাধ্য হল বাংলাদেশ।

পাক বিদেশমন্ত্রী ইসাক দারের কার্যত মুখের ওপর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনকে বলতে হল, ঠিক বলছেন না আপনি। ৫৪ বছরের তিক্ততাকে পাশ কাটিয়ে ইসলামাবাদের সামনে সুযোগ এসেছিল পাকিস্তানের সাবেক পূর্ব প্রান্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরির। এতে অতীত ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ইত্যাদিতে পাকিস্তানের কলঙ্কজনক অধ্যায় লঘু করে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল পাক শাসকদের। এতে জামায়াতে বা রাজাকার বাহিনীর ন্যক্কারজনক ভূমিকার কালিমাকে আড়াল করে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছিল।

মুজিব-কন্যাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করার পর পাকিস্তানের এই উদ্দেশ্যপূরণের সুযোগটা কিন্তু এনে দিয়েছিল ঢাকার বর্তমান শাসকরা। স্বাধীনতা পরবর্তী স্থায়ী মিত্রশক্তি ভারতের সঙ্গে সংঘাত উচ্চগ্রামে নিয়ে যাওয়ার পর উপমহাদেশে অন্য শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে মরিয়া উদ্যোগ নিচ্ছিল মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। আগ বাড়িয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ তৈরি করেছিল বাংলাদেশই। পাক শাসকরা সম্ভবত মনে করেছিল, জামায়াতের প্রভাব যথেষ্ট থাকায় ইউনূস সরকারকে কবজায় আনা সহজ হবে।

ঢাকার মাটিতে দ্বিপাক্ষিক সরকারি কর্মসূচিতে দাঁড়িয়ে পাক বিদেশমন্ত্রী তাই ওইরকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলাদেশের মানুষের ওপর পাকিস্তানি সেনার অকথ্য অত্যাচার ও গণহত্যার প্রসঙ্গকে তাই তিনি 'ক্লোজড চ্যাপ্টার' বলতে সাহস দেখিয়েছিলেন। সেই নারকীয় ঘটনাবলির জন্য ইসলামাবাদ যে ক্ষমা চাওয়ার পথে হাঁটবে না, ইসাকের বক্তব্যে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

অতীতের কার্যকলাপের জন্য দুঃখপ্রকাশের পথে না গিয়ে বাংলাদেশের মর্যাদা ও স্বাভিমানকে আঘাত করেছে পাক বিদেশমন্ত্রীর ওই মন্তব্য। ঢাকার শাসককুল বুঝতে পেরেছিল, প্রতিবাদ না করে ওই বক্তব্য হজম করলে দুটি পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে তাদের। প্রথমত, এতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস ও স্বাধীনতার লড়াইয়ে দেশের জনসাধারণের ভূমিকা ও এখনও ফল্গুধারার মতো বইতে থাকা আবেগ অসম্মানিত হবে। দ্বিতীয়ত, এতে বিরাট বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়বে গোটা বাংলাদেশে।

পাক বিদেশমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে হাসিনা জমানার পর এযাবৎকালের মধ্যে আওয়ামী লিগের সর্ববৃহৎ মিছিল সেই প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন। তবে শুধু আওয়ামী লিগপন্থীরা নন, সামাজিক মাধ্যমে পাক বিদেশমন্ত্রীর কথায় যে সমালোচনার ঝড় উঠেছে পদ্মাপারে, তার অভিঘাত কম নয়। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে সেই ঝড় সামাল দেওয়া সম্ভব হত না বিদেশ উপদেষ্টা সরাসরি পাক বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান না করলে।

এতে ঢাকার শাসকরা জনরোষ থেকে নিজেদের তো রক্ষা করলেনই। তবে ধাক্কা খেলেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে অবমাননা করার বিপদকে আপাতত দূরে সরালেন। পাক বিদেশমন্ত্রী কিন্তু ইসলামে হৃদয় পরিষ্কার রাখার বার্তার দোহাই দিয়ে কার্যত বাংলাদেশের প্রতিবাদকে নস্যাৎ করেছেন। বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন, হৃদয় পরিষ্কার করুন, সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

এই একসঙ্গে কাজ করার জন্য পাকিস্তানের মরিয়া চেষ্টা আরও বাড়বে। ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির এই চেষ্টা ব্যর্থ হলে তা ইসলামাবাদের ওপর বড় ধাক্কা হবে নিঃসন্দেহে। তবে দেশের মানুষের প্রতিক্রিয়া বোঝার পর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষায় অতি সতর্কতা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই। জামায়াতে ইসলামির চাপ উপেক্ষা করে স্বাধীন অবস্থান বজায় রাখা তাই এখন ঢাকার শাসকের সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

বিল পাশ না হলেও লাভ মোদির

৩০ দিনের বেশি হাজতবাস করা মন্ত্রীদের অপসারিত করা যাবে। প্রস্তাবে হইচই হলেও শাসক শিবিরেই ফ্রন্টফুটে।

রাতুল ঘোষ

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ লর্ড অ্যাকশন ১৮৮৭ সালে এক চিঠিতে খ্রিস্টান ধর্মযাজক বিশপ ক্রেইটনকে লিখেছিলেন, 'Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely'। একদম সত্যি কথা। দুর্নীতি বা 'করাপশন' হল স্বাধীন ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। ৪০ বছর আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি একথা অকপটে কবুল করে বলেছিলেন, 'আমি যদি কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে ১ টাকা খরচ করি, তা থেকে মাত্র ১৫ পয়সা প্রকৃতপক্ষে জনগণের কাছে পৌঁছায়। ভারতীয় সংবিধানে ১৩০তম সংশোধনী বিলের প্রস্তাব গত সপ্তাহে লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা পেশ করামাত্র সংসদে 'ইন্ডিয়া' ব্লকের বিরোধী সদস্যরা তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দেন। এই বিলে বলা হয়েছে, দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে ধৃত কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের মন্ত্রীরা জামিন না পেয়ে ৩০ দিনের বেশি হাজতবাস করলে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের নির্দেশে তাঁদের অপসারিত করা যাবে। এই আইনের ঊর্ধ্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী নন।

এই মুহূর্তে ভারতের প্রধান বিরোধী দলগুলি ক্ষমতাসীন রয়েছে কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, হিমাচলপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে। বাকি সবক'টি রাজ্যে বিজেপি বা এনডিএ-র মন্ত্রীসভা কায়েম রয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হল, এই বিলকে 'ড্রাকোনিয়ন' আখ্যা দিয়ে প্রধান আপত্তি তুলেছে সাতটি রাজ্যে ক্ষমতাসীন এই বিরোধী দলগুলি। এখন প্রশ্ন হল, সংসদের দুই কক্ষ লোকসভা ও রাজ্যসভায় কি এই বিল দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হবে? সেই সম্ভাবনা কম। কারণ সংসদের দুই কক্ষেই এনডিএ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা নেই। কিন্তু এই বিতর্কিত বিল সংসদে পাশ না হলেও বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্ষতির তুলনায় লাভই বেশি। সংসদে পাশ করাতে না পেরে এই বিল প্রত্যাহার করে নিলেও প্রধানমন্ত্রী আগামীদিনে বিভিন্ন নির্বাচনি জনসভায় বলতে পারবেন, আমি কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসন থেকে দুর্নীতি উৎপাটন করতে এই ঐতিহাসিক সংবিধান সংশোধনী বিল সংসদে এনেছিলাম। আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে নিজেকেও এই আইনের ঊর্ধ্বে রাখিনি। আমার মন্ত্রীসভার কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে বা তাঁকে ৩০ দিনের বেশি হাজতবাস করতে হলে পদত্যাগ করে সরে যেতে হবে। আদালতের বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তরা ফের ফিরে আসতে পারবেন। এতে অগণতান্ত্রিকতা বা অন্যায়ের কিছু কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? অথচ দেশের বিরোধী দলগুলি একে সমর্থনই করল না। আমার মতে যাদের অধিকাংশই দুর্নীতিগ্রস্ত। মোদির এই বক্তব্য ইতিমধ্যেই বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের জনসভায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আর এই আক্রমণ আগামীদিনে আরও তীব্র হবে। এর জুতসই জবাব বিরোধী দলের নেতারা দিতে পারবেন তো? বা দিলেও সেটা জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপিত করা যাবে কি? ভারতীয় রাজনীতিতে এটাই কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠতে চলেছে।

যেখানে উচ্চপদস্থ সরকারি আমলারা দুর্নীতির অভিযোগে মাত্র ৪৮ ঘণ্টা হাজতবাস করলেই তাঁদের সাসপেনশন অবধারিত,

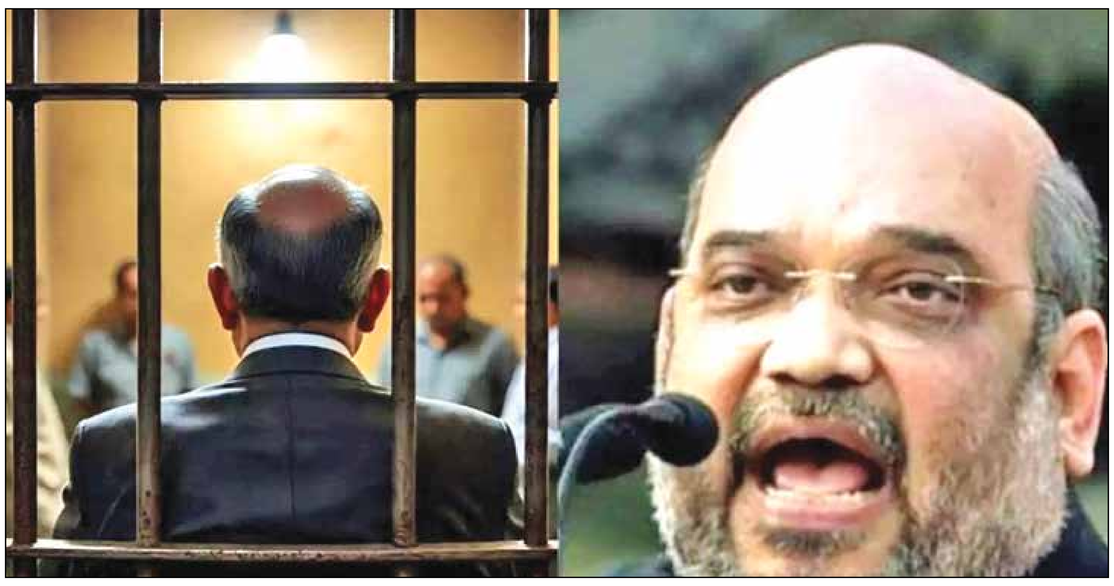

এই বিতর্কিত বিল সংসদে পাশ না হলেও বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্ষতির তুলনায় লাভই বেশি। সংসদে পাশ করাতে না পেরে এই বিল প্রত্যাহার করে নিলেও প্রধানমন্ত্রী আগামীদিনে বিভিন্ন নির্বাচনি জনসভায় বলতে পারবেন, আমি কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসন থেকে দুর্নীতি উৎপাটন করতে এই ঐতিহাসিক সংবিধান সংশোধনী বিল সংসদে এনেছিলাম। আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে নিজেকেও এই আইনের ঊর্ধ্বে রাখিনি। আমার মন্ত্রীসভার কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে বা তাঁকে ৩০ দিনের বেশি হাজতবাস করতে হলে পদত্যাগ করে সরে যেতে হবে। আদালতের বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তরা ফের ফিরে আসতে পারবেন। এতে অগণতান্ত্রিকতা বা অন্যায়ের কিছু কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? অথচ দেশের বিরোধী দলগুলি একে সমর্থনই করল না। আমার মতে যাদের অধিকাংশই দুর্নীতিগ্রস্ত।

সেখানে রাজনীতিকদের ক্ষেত্রে এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে? এই প্রশ্ন আগামীদিনে উঠতে বাধ্য। রাজনীতিকরা নিজেদের 'সুবিধাভোগী' শ্রেণি হিসেবে দেখিয়ে জনগণের গরিষ্ঠাংশের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার দোহাই দিয়ে নিরন্তর দুর্নীতির ঘোলা জলে মাছ ধরে রেহাই পেয়ে যাবেন, এটাই বা কেমন নিয়ম? আসলে স্বাধীনতার পর থেকেই দুর্নীতিই ভারতের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই নীতিহীন রাজনীতির জাঁতাকলে গোটা দেশ আজ পিষ্ট। এই ঘোর বর্ষায় দেশের প্রধান শহরগুলোর রাস্তাঘাটের হাল দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন কেন এই কথা লিখছি। এই রাস্তা ফি বছর জোড়াতাপ্পি দিয়ে কাটমানি খেয়ে পকেট ভরিয়ে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন কেষ্টবিষ্টুরা। কারও কোনও দায়বদ্ধতা আছে?

আমার মনে আছে, ১৯৯৬ সালে লোকসভা ভোট কভার করতে গিয়ে দিল্লির অশোক রোডের অফিসে বিজেপির প্রবাদপ্রতিম নেতা লালকৃষ্ণ আদবানির একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তখন জৈন হাওয়ালা ডায়েরির এক কোণে লালকৃষ্ণ আদবানির নাম পাওয়া গিয়েছিল বলে বাম-কংগ্রেস-সমাজবাদীরা গোটা দেশে 'গেল গেল' রব তুলেছিল। আদবানি তখন একটা মারাত্মক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি জানিয়ে দেন, 'আমি যতক্ষণ কলঙ্কমুক্ত হয়ে না ফিরছি, ততদিন দেশের কোনও ভোটে দাঁড়াব না।' সেদিন আদবানির কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কী কারণে এই 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' করলেন? জবাবে বিজেপির লৌহপুরুষ বলেছিলেন, 'আমরা পার্টির মাথা। আমরা যদি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে না পারি, তবে দলের নীচু স্তরে কী বার্তা যাবে?'

অথচ এইসব নীতি-নৈতিকতার তোয়াক্কা করেননি লালুপ্রসাদ যাদব, মায়াবতী, জয়ললিতা, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত সোরেনরা। এঁরা ক্ষমতাসীন অবস্থায় জেলে গিয়ে দীর্ঘদিন স্বপদে বহাল থেকেছেন। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে হাজতবাস করলেও লালু জেলের মধ্যে আস্ত একটা ক্যাবিনেট মিটিংই বসিয়ে দিয়েছিলেন। পরে ক্লাস ফাইভ পাশ করা, ১০ সন্তানের জননী, স্ত্রী রাবড়ি দেবীকে শিখণ্ডীর মতো কুর্সিতে বসিয়ে রাজ্য চালিয়েছেন। জেলে লালুর পায়ের তলায় বসে রাবড়ি মিটিং সারতেন। অরবিন্দ কেজরিওয়াল মাসের পর মাস জেল খাটার পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মুখ্যমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব অতিশীর হাতে সঁপে দিতে বাধ্য হন।

জানি বিরোধীরা আদা-জল খেয়ে আগামীদিনে মাঠে নামবেন, এই বিল যাতে আগামীদিনে কিছুতেই পাশ না হয়। তৃণমূল তো ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, এই সংশোধনী বিল নিয়ে ডাকা সিলেক্ট কমিটির মিটিংয়ে তারা কোনও প্রতিনিধি পাঠাবে না। কপিল সিবাল, অভিষেক মনু সিংভির মতো দুঁদে সাংসদ ও আইনজীবীরা এই মিটিংয়ে যদি যান তবে তাঁরা রাষ্ট্র ও সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এই বিল এক নিদারুণ কুঠারাঘাত বলে সওয়াল করবেন। কিন্তু সংবিধানের আর্টিকল ৩৬৮ অনুযায়ী সংসদে সংশোধনী বিল আনার বিধান রয়েছে মন্ত্রীসভার। যদিও বর্তমান বিলে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় এই সংশোধনী বিল পেশ করার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তাছাড়া কোনওভাবে এই বিল সংসদে পাশ হয়ে গেলেও তা পরবর্তীকালে অবধারিতভাবে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হবে। সেক্ষেত্রে সেই মামলাও বছরের পর বছর চলবে। তখন কপিল সিবালরা সর্বোচ্চ আদালতে দাঁড়িয়ে বলবেন, মাই লর্ড, এটা বিরোধীদের কণ্ঠ রুদ্ধ করার অপচেষ্টা। হিটলার জমানার গেস্টাপো অভিযানের মতো। সংবিধানের মৌলিক কাঠামোয় কুঠারাঘাত। বিচার হল না, চার্জশিট জমা পড়ল না, দুর্নীতির অভিযোগ আদালতে প্রমাণ হল না, অথচ একজন নির্বাচিত সাংসদ বা বিধায়ককে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। তাও সেটা ৩০ দিনের বেশি হাজতবাস করলে? তাহলে কি সিবিআই এক্ষেত্রে জজ, জুরি অ্যান্ড এগজিকিউশনার হয়ে উঠবে?

এই বিতর্ক, চাপানউতোর আগামীদিনে চলতেই থাকবে। তবে এর ফলে প্রধানমন্ত্রীর আপাত দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান আরও গোটা দেশজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসবে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯১০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন মাদার টেরেজা।

১৯২০

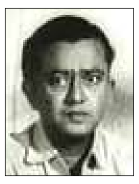

অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

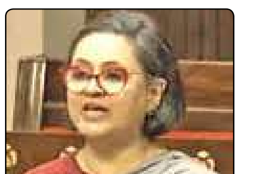

ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে প্রধানমন্ত্রী পদে থাকা একজন নেতার কলেজের ডিগ্রি কেন গোপন করা হচ্ছে? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডিগ্রি লুকিয়ে রেখে এই 'নো ডেটা অ্যাভেলেবল' সরকার আসলে কী আড়াল করতে চাইছে? সেটা জানার দরকার।

- সাগরিকা ঘোষ

ভাইরাল/১

শিশুটি ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে রেখেই ক্লাসে তালা পড়ে যায়। মেয়েটি ঘুম ভেঙে কাউকে না দেখে জানলা দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করে। জানলায় তার মাথা আটকে যায়। সারারাত ওই অবস্থায় আটকে থাকে সে।

ভাইরাল/২

টাকার জন্য মানুষ সম্পর্ককে ভুলে যায়। মধ্যপ্রদেশের এক ডিএসপি সবে অবসর নিয়েছেন। অবসরকালীন যে টাকা পেয়েছেন তা স্ত্রী-ছেলেদের দিতে চাননি। প্রতিশোধ নিতে দুই ছেলে ও স্ত্রী মিলে তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখেন। ভিডিও ভাইরাল।

জনমন জনমত

মোবাইল ব্যবহারে সচেতনতা প্রয়োজন

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত একটি খবরে দেখলাম, স্কুল পড়ুয়ারা ইউনিফর্ম পরে ব্যাগ নিয়ে বাড়ি থেকে স্কুলের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে বেরোচ্ছে, কিন্তু স্কুলে যাচ্ছে না। তার বদলে তাদের দেখা যায় বিভিন্ন পার্কে, খেলার মাঠে কিংবা ড্রেসিংরুমের শেডের আড়ালে মোবাইলে গেমের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে, যা অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ। এরা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, যারা সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তুলবে। এই বিষয়ে অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষা সচেতন মানুষের সক্রিয় সচেতনতার প্রয়োজন।

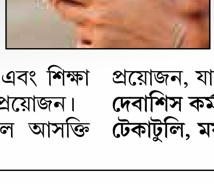

যেভাবে পড়ুয়ার মধ্যে মোবাইল আসক্তি বাড়ছে তাতে ভবিষ্যতে তাদের নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট শিশু থেকে বড়রা সবাই মোবাইলে আসক্ত। অনেকে মোবাইলে এতটাই মনোযোগী যে আশপাশে কী ঘটছে, সেটার কোনও খোঁজ নেই তাদের কাছে। এমনকি এই মোবাইলের কারণে অনেকে দুর্ঘটনারও শিকার হচ্ছে। তাই আমাদের সকলেরই মোবাইল ব্যবহারে সচেতনতা প্রয়োজন, যাতে সমাজ সুস্থ ও সুন্দর থাকে।

দেবাশিস কর্মকার
টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

দুর্গাপুজো কমিটির কাছে অনুরোধ

বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজো প্রায় দোরগোড়ায়। প্রতিবছরই প্রতিটি পুজো কমিটি নিজেদের সেরা পুজোমণ্ডপ দর্শনার্থীদের উপহার দিয়ে থাকে। তবে পুজো কমিটিগুলি দর্শনার্থীদের নজর কাড়তে থিমনির্ভর পুজোর প্রতি বেশি আগ্রহী। ফলত থিম পুজোর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক বেশি থিমনির্ভর হওয়ায় সাবেকিয়ানার ছোঁয়া, পুজোর জৌলুস কোথাও যেন হারাতে বসেছে। থিম ও সাবেকিয়ানা, দুইয়েরই মেলবন্ধন যাতে প্রকাশ পায় সেদিক লক্ষ রেখে উদ্যোক্তাদের পুজো আয়োজনে তৎপর হওয়া উচিত। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য বজায় রাখলে মণ্ডপসজ্জায় দর্শনার্থীরা আরও বেশি আকৃষ্ট হবেন।

ফলে অনেকে যেমন পুরোনো ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন, তেমন মনের আনন্দে পুজোয় মেতে উঠবেন। পুজো কমিটির কাছে বিষয়টি ভেবে দেখার অনুরোধ রইল।

প্রিয়াংকা ভট্টাচার্য, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৩৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বয়স হওয়া মানেই জীবন শেষ নয়

বয়স্কদের কেউ কেউ নিজের মতো করে বাঁচতে চাইলেও আমরা তাতে রাজি নই। সমালোচনা করি। সেটা কাম্য নয়।

পার্থ চৌধুরী

সময় বয়ে চলে। এই নিয়মে একসময় ছোটবেলা থেকে বড়বেলা আর তারপর বুড়োবেলা আসবেই। একে মেনে নিতেই হবে। কিন্তু শেষ বয়সকে একটা বাঁধাধরা বেড়াজালে আটকে রাখার বিষয়টা, মেনে নেওয়া কঠিন। বয়স হয়ে গিয়েছে তাই রঙিন জামাকাপড় পরা যাবে না, গলা ছেড়ে গান গাওয়া যাবে না, ইচ্ছে করলে একটু নেচে ওঠা যাবে না। বয়স্কদের জন্য কে যে এসব নিয়মকানুন বানিয়েছে জানা নেই। অথচ আমরা যুগের পর যুগ ধরে এসব নিয়মকেই যে আবশ্যিক বলে মেনে নিয়েছি।

তবে এই সমস্যা যে গোটা দুনিয়ার তা কিন্তু নয়। হয়তো আমাদের দেশের ক্ষেত্রে বেশি। কিন্তু বিদেশের ক্ষেত্রে? মোটেও নয়। ইউরোপের বছর সত্তরের মহিলা দারুণ রংচঙে পোশাকে দিব্যি রাস্তায় নামছেন, চুলের দারুণ স্টাইলে সবাইকে মাতাচ্ছেন। সেখানকার বছর আশির এক মানুষ ইচ্ছে হলে অসমবয়সি কোনও মহিলার সঙ্গে একটু নেচে নিচ্ছেন। কেউ তাঁকে দুয়ো দিচ্ছে না, বরং উৎসাহিতই করছে। জীবন কী এরা আসলে বুঝেছেন। সেইমতো বয়ে চলার চেষ্টা করছেন। তা দেখে আমাদের দেশের প্রতিভাবান অভিনেত্রী নীনা গুপ্তার মতো কেউ মর্জিমতো পোশাক পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি দিচ্ছেন। ভাবছেন প্রশংসা কুড়োবেন। কিন্তু কোথায় কী! বরং ট্রোল-বন্যায় ভাসছেন। এসব দেখে খুব খারাপ লাগে। কেউ নিজের মতো বাঁচতে চাইলে তাকে তা অবশ্যই দেওয়া উচিত। বয়স হয়ে গিয়েছে, তাই সমস্ত আনন্দ-উচ্ছ্বাস বাদ, এই 'নিয়ম' কোনওভাবেই আরোপ করা উচিত নয়।

সময়ের সঙ্গে।। 'বেলাশেষে' ছবির একটি দৃশ্য।

নিজের মর্জিমতো বাঁচা আসলে জীবনকে উপভোগ করা। সমাজের বেঁধে দেওয়া নিয়মে চলার অর্থ, নিজেকে একঘরে করে ফেলা। বলা ভালো যে একরকম 'একা' হয়ে যাওয়া। আসলে বয়স্করা তো একাই। ছেলেমেয়েদের কাছে বাড়ির বয়স্ক বাবা-মায়েরা আজ ব্রাত্য। তাঁদের কথা শোনার কেউ নেই। ফলে ঘরে ঘরে ডিপ্রেশন, ডিমেনশিয়ার প্রকোপ। স্ট্রেসের প্রাবল্যে সুগার, প্রেশারও ক্রমবর্ধমান। আমাদের চারপাশের সবকিছু দ্রুত বদলে যাচ্ছে। অথচ আমরা আমাদের বদলাতে পারছি না। দিনকয়েক আগে দেখলাম ফেসবুকে এক অভাগা দম্পতির করুণ আর্তি। ছেলে কেরিয়ারের টানে তাঁদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। সেই ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলার কোথাও যাওয়ার নেই। মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের সন্ধানে সবার কাছে আর্জি জানাচ্ছেন। তবে এক্ষেত্রে অনেককে সাহায্যের হাত বাড়াতে দেখে ভালো লাগল।

আবার গোড়ার কথায় ফিরি। আমাদের ভালো রাখার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। শুধু নিজেদের বয়স্ক বাবা-মা'ই নন, আশপাশ, দূরের সমস্ত বয়স্কর ক্ষেত্রে আমাদের সহানুভূতিশীল হওয়াটা প্রয়োজন। মনে রাখা প্রয়োজন যে আজ যাঁরা কম বয়সি, তাঁরাও কিন্তু একদিন বয়সজালে বন্দি হবেন। তখন তাঁরাও কিন্তু তুলনামূলকভাবে কমবয়সিদের কাছ থেকে একই রকম সহানুভূতি আশা করবেন। এভাবে চক্রটি চলতে থাকুক। বিদেশের সেই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা আরও বেশি করে জীবনের আনন্দে ভেসে যান। আমাদের নীনা আরও বেশি করে তাঁর মনমতো পোশাক পরুন। তাঁদের নিয়ে সমালোচনা না করে আমরা বরং তাঁদের প্রশংসায় মেতে উঠি।

জীবন এভাবেই বয়ে চলুক। সবাই ভালো থাকুক।

(লেখক সংস্কৃতিকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২২৭

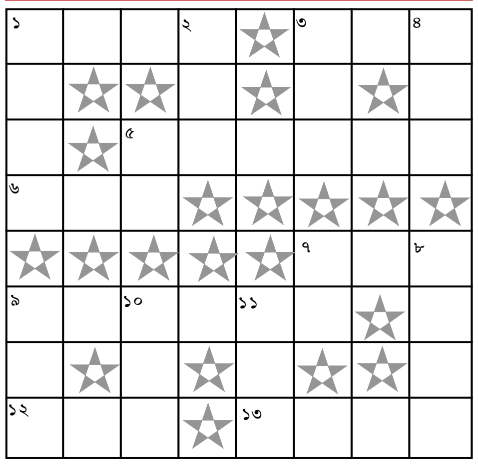

পাশাপাশি : ১। সাম্প্রতিক বা এখনকার ৩। মলিনতা, অপরিচ্ছন্ন বা নোংরা বস্তু ৫। ছড়ায় চাম চিকড়ির আগের কথা ৬। গানে যাকে হাঁড়ি চাল দিতে বলা হচ্ছে ৭। যে ঘেরা জায়গায় পানের চাষ হয় ৯। যেখানে আকাশ এসে মাটিতে মিশেছে ১২। শাসকের অধীনে ছোট শাসক ১৩। যার কিছুই নেই, নিঃস্ব বা দরিদ্র।

উপর-নীচ : ১। এক ধরনের পোশাকের নাম ২। মূল্যবান ধাতু, যা দিয়ে তৈরি দুর্গা আছেন ঝাড়গ্রামে ৩। সাধারণ বুদ্ধির অতীত বা যে মর্ম বোঝে ৪। গাছের শুকনো ডাল ৫। মুসলিমদের পরব ৭। গায়ের জোর ৮। জনমানসশূন্য জায়গা ৯। দান করার ইচ্ছে ১০। গভীর অভিসন্ধি বা ষড়যন্ত্র ১১। যাদের চাঁদে হাত দেওয়া নিয়ে প্রবাদ আছে।

সমাধান ■ ৪২২৬

পাশাপাশি : ১। মলিদা ৪। মলম ৫। হাব ৭। মাকড়া ৮। মছলন্দ ৯। কুরুবক ১১। পরখ ১৩। টেমি ১৪। কিন্নর ১৫। চামর।

উপর-নীচ : ১। মহিমা ২। দামড়া ৩। দমদম ৬। বরিন্দ ৯। কুচুটে ১০। কটকিনা ১১। পরচা ১২। খচ্চর।

বিন্দুবিসর্গ

এসএসসিতে

১ সেপ্টেম্বর এসএসসি ভবন অভিযানের ডাক দিলেন চাকরিহারা শিক্ষক সুমন বিশ্বাস। অনুমোদন চেয়ে বিধাননগর পূর্ব থানায় চিঠি দিলেন তিনি।

মহিলা মিছিল

বাংলা ও বাঙালিকে হেনস্তার প্রতিবাদে গড়িয়াহাটে প্রতিবাদ মিছিল করল মহিলা পরিচালিত দুর্গোৎসব কমিটি। নেতৃত্ব দিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ঢাকঢোল বাজিয়ে প্রতিবাদ করা হয়।

নজরে দাম

দুর্গাপুজোর আগে গড়িয়াহাট, হাজরা, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর সহ দক্ষিণ কলকাতার একাধিক বাজারে হানা দিল রাজ্য সরকারের বিশেষ টাস্ক ফোর্স। খাবারের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখল তারা।

নির্দেশ নবান্নের

শ্রমশ্রী প্রকল্পের আবেদনপত্র খতিয়ে দেখতে জেলা স্তরের আধিকারিকদের নজরদারি বাড়াতে নির্দেশ নবান্নের। সকল পরিযায়ী শ্রমিক যাতে এই প্রকল্পের সুবিধা পান, সেদিকে নজর দিতে বলা হয়েছে।

হিসেব না দিলে অনুদান বন্ধ

রাজ্যের কাছে তথ্য তলব হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : কোন কোন পুজো কমিটি দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে হিসেব দেয়নি, সে সম্পর্কে রাজ্যের থেকে বিস্তারিত তথ্য তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চায়, যেসব পুজো কমিটি খরচের হিসেব দেয়নি তাদের নিয়ে রাজ্যের অবস্থান কী? ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'যারা হিসেব দিচ্ছে না, প্রয়োজনে তাদের অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হোক।'

দুর্গাপুজোর অনুদানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। এদিন এই মামলাতেই বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চায়, অনুদানের টাকা কোথায় কত খরচ করা হয়েছে, তা নিয়ে পুজো কমিটিগুলিকে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দিতে বলা হয়েছিল। কারা এখনও সেই সার্টিফিকেট দেয়নি অথচ অনুদান পাচ্ছে। বুধবার এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন রাজ্যকে তাদের অবস্থান জানাতে হবে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ

- কারা হিসেব দিচ্ছে না হলফনামা দিয়ে জানান
- যারা হিসেব দিচ্ছে না তাদের অনুদান বন্ধ করা নিয়ে বিবেচনা করা হোক
- নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তা জানাক রাজ্য
- পুজোর পর এই মামলার গুরুত্ব কোথায় আগেই বিবেচিত হোক

মামলাকারীদের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও শামীম আহমেদ বলেন, 'জনগণের টাকা এভাবে বিলিয়ে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। ২০২০ সালে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে হবে। বহু পুজো কমিটি সেই হিসেব দেয়নি।' রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, টাকা জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হচ্ছে। প্রতি বছর পুজোর আগে এই ধরনের মামলা হয়। অনুদান দেওয়ার বিষয়ে আদালত আপত্তি করেনি। পুজোর ছুটির পর মামলাটির শুনানি হোক।

তবে আদালতের বক্তব্য, 'পুজোর পরে এই মামলার আর গুরুত্ব কোথায়? নির্দেশ অমান্যকারী কমিটির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে হলে পুজোর আগেই করতে হবে।' রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে পুজো কমিটিগুলি হিসেব দিয়েছে কি না এবং নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এই বিষয়ে বিজেপি, বাম ও কংগ্রেসকে একযোগে বিঁধে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'সিপিএম, বিজেপি ও কংগ্রেসের কিছু আইনজীবী কোর্টে দৌড়চ্ছেন পুজোর আর্থিক ক্ষতি চাওয়ার জন্য। ওঁরা চায় না গরিব মানুষের হাতে টাকা যাক।'

চলতি কা নাম মেট্রো... বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ মেট্রো চালু হল সোমবার। -রাজীব মণ্ডল

প্রয়াত অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : টানা আটদিন ভেন্টিলেশনে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত লড়াই থামল। প্রয়াত হলেন নয়ের দশকে জনপ্রিয় অভিনেতা তথা প্রাক্তন বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে সোমবার সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে মৃত্যু হয় তাঁর। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি। শ্বাসকষ্টের সমস্যা ও সিওপিডির সঙ্গে লড়াই করছিলেন। ১৫ অগাস্ট তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৭ অগাস্ট থেকে ভেন্টিলেশনে ছিলেন তিনি। তবে শেষ রক্ষা হল না। তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ চলচ্চিত্রমহল।

ছোট থেকে অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক ছিল তাঁর। দেবশ্রী রায়ের বিপরীতে অভিনয় করে অভিনয় জগতে পা রেখেছিলেন তিনি। নয়ের দশকে পরিচালক অঞ্জন চৌধুরীর 'হীরকজয়ন্তী' সিনেমা তাঁকে সাফল্য এনে দেয়। ওই সময়ে জয় এবং অঞ্জন চৌধুরীর মেয়ে চুমকি চৌধুরীর জুটি জনপ্রিয় হয়েছিল। পর্দার আড়ালেও দুজনে প্রেমের রসায়নে জড়িয়েছিলেন বলে গুঞ্জন। তবে সেই সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি। পরিচালক সুখেন দাসেরও একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তিনি। হীরকজয়ন্তী ছাড়াও মিলনতিথি, জীবনমরণ, চপার সিনেমায় তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল। তৃণমূল কাউন্সিলার তথা অভিনেত্রী অনন্যা

বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম স্ত্রী। দু'জনের বিয়ের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত মধুর হয়নি। তবে তাঁর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন অনন্যা। তিনি বলেন, 'এক পুজোয় বাবাকে হারিয়েছি, এবছর জয় চলে গেল। ১৫ অগাস্ট থেকে ও হাসপাতালে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে হাসপাতালে গিয়েছি। কোনও মেয়ের জীবনে প্রথম পুরুষ, প্রথম প্রেম থেকে যায়। আজ আমি থাকব ওর সঙ্গে। বরাবরের মতো চলে যাচ্ছে। আমার কাছ থেকে এই বিদায়টুকু বোধহয় ওর প্রাপ্য।' তাঁর শেষযাত্রায় অবশ্য ছিলেন অনন্যা। একটা সময় অভিনয় থেকে দূরে সরে গিয়ে রাজনীতিতে পা রাখেন তিনি। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে শতাব্দী রায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছিলেন জয়। তবে পরাজিত হয়েছিলেন। ২০১৯ সালে উলুবেড়িয়া থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন, সেবারও জিততে পারেননি। ২০২১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে বিজেপি থেকে দূরে সরে যান। তারপর থেকেই একপ্রকার প্রচারের আড়ালে ছিলেন জয়। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। শোক প্রকাশ করে অভিনেত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী শতাব্দী রায় বলেন, 'ও নিজের জীবনটাকে অগোছালো করে রেখেছিল। নেশায় ডুবে থাকত। নিজের ওপর অত্যাচার করেছে বলে আমার মনে হয়। ভুল পথে চালিত করেছে জীবনটাকে।'

কংগ্রেসকেও জোটে চায় আইএসএফ

রিমি শীল

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : লোকসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে দূরত্ব রেখে একাই লড়েছিল আইএসএফ। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই দূরত্ব সরিয়ে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে চিঠি পৌঁছোল আইএসএফ-এর। চিঠিতে জানানো হয়েছে, সময়ের দাবি মেনে দ্রুত জোট হোক। কংগ্রেসের সঙ্গেও দূরত্ব মেটাতে চাইছেন তাঁরা।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গ ত্যাগ করে আইএসএফ। নাম না করে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে কটূক্তি করতেও ছাড়েননি নৌশাদ। জোট ভাঙা নিয়ে সিপিএমকে দোষারোপ করেছিলেন তিনি। তবে সম্প্রতি জট কেটেছে। হাড়োয়ায় উপনির্বাচনে বামেদের সমর্থনে প্রার্থী দিয়েছিল আইএসএফ। এখন বিজেপি এবং তৃণমূলের বিরোধী একটি জোট গড়ে তোলার সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন ভাঙড়ের বিধায়ক। আলিমুদ্দিনকে পাঠানো চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, ২০২১ সালে বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ-এর জোট হয়েছিল। নাম দেওয়া হয়েছিল সংযুক্ত মোর্চা। এবারও একই ধরনের একটি জোট করার কথা বলছেন তিনি। এখনও পর্যন্ত তাঁর আর্জিতে সাড়া পাওয়া যায়নি।

নৌশাদ বলেন, 'আমরা চাই অ-বিজেপি এবং অ-তৃণমূলি একটি জোট গড়ে উঠুক। তাতে কংগ্রেস থাকলেও কোনও অসুবিধা নেই। অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলিকেও সংযুক্ত করা হোক।' সম্প্রতি সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা নিয়ে নানা মত উঠে এসেছে। শরিকরা একপ্রকার কংগ্রেসের সঙ্গে চলায় নারাজ। এই পরিস্থিতিতে আইএসএফ-এর সঙ্গে বামেদের রসায়ন কী হয়, সেটাই দেখার।

ট্রাফিক জ্যামে আটকে... সোমবার কলকাতায় রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

ঘরে ঢুকে গুলি করে খুন তরুণীকে

প্রেমে প্রত্যাখ্যানের 'পরিণতি' কৃষ্ণনগরে

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : প্রেমে প্রত্যাখ্যান। তারপরই প্রেমিকাকে গুলি করে খুন। সোমবার দুপুরে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী হল কৃষ্ণনগরের মানিকপাড়া এলাকা। আচমকা কলেজছাত্রী ওই তরুণীর বাড়িতে ঢুকে এদিন এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে প্রেমিক। মুহূর্তে রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন তরুণী। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের ওই ছাত্রী ঈশিতা মল্লিকের সঙ্গে দীর্ঘ প্রায় তিন বছর ধরে পরিচয় ছিল অভিযুক্ত দেবরাজ সিংয়ের। বছর ২৪-২৫-এর দেবরাজের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, পড়াশোনার জন্য কাঁচরাপাড়ায় দীর্ঘদিন ছিলেন ঈশিতা। সেখানেই পরিচয় হয় দু'জনের। পরিবার জানিয়েছে, সম্প্রতি দেবরাজের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন ঈশিতা। এরপর থেকেই দেবরাজ তাঁকে বারবার ফোনে হুমকি দিচ্ছিলেন। জোর করে সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টাও করেছিলেন বলে অভিযোগ। সোমবার নিজের কৃষ্ণনগরের বাড়িতে স্নান সেরে ঈশিতা যখন ঘরে ঢুকছিলেন, ঠিক তখনই একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তাঁকে গুলি করেন দেবরাজ। গুলির

শব্দে প্রতিবেশীরা ছুটে এলে পালানোর চেষ্টা করেন অভিযুক্ত। ঠিক সেইসময় ঈশিতার মা ছোট ভাইকে স্কুল থেকে নিয়ে এসে বাড়িতে ঢুকছিলেন। মা দেবরাজকে আটকাতে গেলে তাঁকে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে পালিয়ে যান অভিযুক্ত। বছর ১৮-র ঈশিতার বাড়িতে সেইসময় তাঁর ঠাকুমা এবং ঠাকুরদাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বাবা দুলাল মল্লিক কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। সেই সুযোগেই দেবরাজ বাড়িতে ঢোকেন বলে অভিযোগ।

খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার সুপার কে অমরনাথ জানিয়েছেন, ঈশিতার শরীরে দু'টি গুলির আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। কৃষ্ণনগরের ডিএসপি শিল্পী পাল জানিয়েছেন, সম্পর্কে অবনতি হওয়ার জেরেই প্রতিহিংসাবশত এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলেই অনুমান করা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি গুলির খোল। দেবরাজের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ঈশিতার পরিবারের সদস্য ও পরিচিতদের। দেবরাজের খোঁজে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

বিচারের সিদ্ধান্তে চর্চায় চন্দ্রনাথ

জীবনকৃষ্ণের পরে আরেক আশঙ্কা নবান্নে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার পর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার কি ইডির হাতে আটক হওয়ার আশঙ্কা রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার? সোমবার নবান্নে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষমহলের অন্দরে এই আশঙ্কাই ঘোরাফেরা করেছে। কারামন্ত্রীর আগাম জামিন নিয়ে তৎপরতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে নবান্নের খবর। সেইসঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জড়িত থাকা মন্ত্রী থেকে সরকারি আধিকারিকদের সর্বশেষ রিপোর্টও তলব করা হয়েছে রাজ্যে শীর্ষ প্রশাসনিকমহল থেকে। রাজ্য সরকার বটেই, তৃণমূলেরও আশঙ্কা, বিধানসভা ভোট আসছে বলেই সিবিআই ও ইডি তৎপরতা বাড়াচ্ছে রাজ্যে।

ভোটের আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির এই ধরনের পদক্ষেপ আটকাতে নবান্নে প্রশাসনিক মহলের অন্দরেও চাপা তৎপরতা লক্ষ করা গিয়েছে। সিবিআই ও ইডির হাতে রাজ্যে শিক্ষা, খাদ্য, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে যেসব মামলা তদন্তাধীন আছে, সেগুলি আবার খতিয়ে দেখার প্রক্রিয়া শুরু করেছে প্রশাসন। নবান্নের খবর, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি আগেই কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছিল। রাজভবনের অনুমোদন না থাকায় আদালত তা গ্রহণ করেনি। অতি সম্প্রতি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিচার

বাড়ছে চিন্তা

- নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি আগেই কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছিল
- রাজভবনের অনুমোদন না থাকায় আদালত গ্রহণ করেনি
- অতি সম্প্রতি রাজ্যপাল কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর অনুমতি দেওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে ইডি
- ইডি'র বিশেষ আদালত কারামন্ত্রীর নামে সমন জারির নির্দেশ দেয়
- ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কারামন্ত্রীকে আদালতে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে
- তার আগে আগাম জামিন না নিলে বড় বিপদের মুখে পড়তে পারেন তিনি

প্রক্রিয়া শুরুর অনুমতি দেওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে ইডি। তারপরই ইডির বিশেষ আদালত কারামন্ত্রীর নামে সমন জারির নির্দেশ দেয়। ১৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কারামন্ত্রীকে আদালতে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ফলে তার আগে ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কারামন্ত্রী আগাম জামিন না নিলে বড় বিপদের মুখে পড়তে পারেন বলেই আশঙ্কা নবান্নের অন্দরে। সেই কারণেই তাঁর আত্মসমর্পণ ও আগাম জামিন পাওয়া নিয়ে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে সরকারি মহলে। মন্ত্রীর সচিবালয়ও এব্যাপারে নবান্নর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে জোর তৎপরতা চালাচ্ছে।

এর আগে ইডি কারামন্ত্রীকে তলব করলেও তিনি এড়িয়ে যান। রাজভবনের অনুমোদনের পর কারামন্ত্রীকে ১২ সেপ্টেম্বর আদালতে আত্মসমর্পণ করার জন্য সমন জারি করেছে ইডি। নবান্ন প্রশাসনের আশঙ্কা, আগাম জামিন তার আগে না পেলে সম্ভবত ওইদিন বা তারপরে যে কোনও দিন ইডি'র হাতে আটক হতে পারেন কারামন্ত্রী। ইডি সূত্রের খবর, অনেকদিন ধরেই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাদের নজরে কারামন্ত্রী। একাধিকবার তাঁর বোলপুরের বাড়িতে অভিযান চালায় ইডি। সেইসময় কারামন্ত্রীর বাড়ি থেকে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করে ইডি। যার সঠিক হিসাব দিতে পারেননি মন্ত্রী। এছাড়া ইডির দাবি, কারামন্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় দেড় কোটি টাকার অস্বচ্ছ লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে। ইডির অনুমান, ২০১৬ থেকে ২০২১ সালের মধ্যেই এই বিপুল পরিমাণ টাকা মন্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে।

পরিযায়ীর মৃত্যুতে সাহায্য

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : মৃত্যু হল বাংলার আরও এক পরিযায়ী শ্রমিকের। প্রায় দু'মাস আগে মহারাষ্ট্রে কর্মরত গোলাম মণ্ডলকে বাংলা বলার অপরাধে বাংলাদেশি সন্দেহে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয় ওই রাজ্যের পুলিশ। তারপর রাজ্যে ফিরে এসে সম্প্রতি অসুস্থ শরীরে গোলাম উপস্থিত হয়েছিলেন 'দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ'-এর একটি সাংবাদিক সম্মেলনে। প্রকাশ্যে এনেছিলেন মহারাষ্ট্র পুলিশের হেনস্তার কথাও। তারপরও শেষরক্ষা হল না। রবিবার গভীর রাতে উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার বাড়িতে মৃত্যু হল তাঁর। পরিবারের অভিযোগ, পুলিশি অত্যাচারেই এই পরিস্থিতির শিকার হতে হল গোলামকে। গণমঞ্চ জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। গোলামের পুত্রসন্তানকে চাকরির আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

৪ দিনের পুলিশি হেনস্তার শিকার হওয়ার পর বাংলায় ফিরেই ৭-৮ দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন গোলাম। তারপর বাড়ি ফিরলেও চিকিৎসা চলছিল। এদিন হঠাৎ করে গুরুতর অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মৃত্যু হয় তাঁর। এদিন গোলামের কন্যাসন্তান মর্জিনা খাতুনের অভিযোগ, '৭ মাস আগে মা-কে হারিয়েছি। এবার বাবাকেও হারালাম। মহারাষ্ট্র পুলিশের অত্যাচারে বাবার আজ এই পরিণতি হল। যাঁরা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে বাইরে কাজ করছেন, তাঁদের যেন এরকম পরিণতি না হয় সেটাই নিশ্চিত করুক সরকার।' ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের প্রতিনিধিরা। তাঁরা বলেন, এই বিষয় সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন সাংসদ দোলা সেন ও সামিরুল ইসলাম। গণমঞ্চ জানিয়েছে, যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে রাজ্য সরকারের তরফে। গণমঞ্চের প্রতিনিধি সুমন ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'বিজেপির দালালরা ক্যানিংয়ের সাবির মল্লিকের মতো হাবড়ার গরিব পরিযায়ী শ্রমিক গোলাম মণ্ডলকেও খুন করেছে।'

নতুন নির্বাচনি দপ্তরের খোঁজে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে নজরদারিতে দলের এজেন্ট নিয়োগ এখনও বিশবাঁও জলে। কিন্তু তারই মধ্যে '২৬-এর মহারণের প্রস্তুতি শুরু করে দিল বিজেপি। সেই লক্ষ্যে বিধানসভা ভোটে নির্বাচনি কাজ সামলানোর জন্য আলাদা নির্বাচনি দপ্তরের সন্ধান শুরু করেছে বিজেপি। নির্বাচনের আগে জনসংযোগ বাড়াতে মোদি কাপের সিদ্ধান্ত হয়েছে। নকআউট ভিত্তিতে জেলা পর্যায়ে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই শুরু হওয়ার কথা।

প্রাথমিকভাবে রাজারহাট-নিউটাউনের মতো এলাকায় সেই বাড়ির খোঁজ চলছে। যাতে বিমানবন্দর থেকে কেন্দ্রীয় নেতারা রাতবিরেতে নেমে সেখানে পৌঁছে যেতে পারেন। বিহার নির্বাচন চুকলেই বাংলার ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ে যাবে। তারপরই নিয়ম করে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বাংলাকে নিশানা করবেন। সেই পরিকল্পনা মাথায় রেখেই নির্বাচনি কার্যালয়ের সঙ্গে থাকবে কেন্দ্রীয় নেতা-মন্ত্রীদের থাকার জায়গা ও ব্যক্তিগত দপ্তর। এদিন সল্টলেকে যে পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছে, সেখানে বিজেপির এই নতুন নির্বাচনি কার্যালয়ের বেশকিছু প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সূত্রের খবর, দ্রুত তা চূড়ান্ত করে ওই কার্যালয়ের পরিকাঠামোগত কাজকর্ম শুরু করতে চায় বিজেপি।

বৈঠক সূত্রে খবর, সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ফের রাজ্য সফরে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সম্ভবত ২০ সেপ্টেম্বর রানাঘাটে সভা করবেন তিনি। তবে চূড়ান্ত দিনক্ষণ নির্ভর করছে বিহার নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর সূচির ওপর। এর দু'দিন পরেই কলকাতায় দুটি দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে আসার কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র। এর মধ্যে একটি মধ্য কলকাতায় বিজেপি নেতা সজল ঘোষের লেবুতলা পার্কের পুজো। তবে তার আগে ১২ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সমবায় দপ্তরে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতায় আসতে পারেন। ওই সফরেই সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করার কথা তাঁর।

ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র রুখতে নির্দেশ মমতার

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : ভুয়ো এসসি ও এসটির মতো জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে জমি দখল সহ চাকরি ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কেন বসা হচ্ছে? সোমবার নবান্নে জনজাতি উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠকে এই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই বিষয়ে এদিন অভিযোগ জানিয়েছেন। বলেছেন, এসটি না হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যের একাধিক মানুষ ভুয়ো নথিপত্র বানিয়ে নিয়ে ওই তালিকায় নাম তুলে সমস্ত সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, এই বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে শীঘ্রই।

এছাড়াও এসসি ও এসটি অধ্যুষিত এলাকায় মন্ত্রীদের বেশি করে পৌঁছোনোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

এদিন জালিয়াতির বাড়বাড়ন্ত রুখতে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে ভুয়ো জনজাতি শংসাপত্র ইস্যু হওয়ার বিষয়টির ওপর নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশও দিলেন মমতা। একই সঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন তিনি। বনাঞ্চলের অধিকার থেকে যাতে জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ বঞ্চিত না হন বা তাঁদের জমি যেন বেহাত না হয়, সে ব্যাপারে রাজ্য প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই জালিয়াতির বাড়বাড়ন্ত রুখতে মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

জঙ্গলমহল, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার মতো জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় মন্ত্রীদের জনসংযোগে মনোনিবেশ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে এদিন।

শুধু প্রকল্পের প্রচার নয়, জনজাতি ও তপশিলি অংশের মানুষের সঙ্গে যাতে মন্ত্রীদের দূরত্ব তৈরি না হয় তা নিশ্চিত করার জন্যই এদিন এই বিষয়ে নজরদারি বাড়াতে বলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এছাড়াও সম্প্রতি ঝাড়গ্রামের একটি স্কুলের প্রশ্নপত্রে অলচিকি হরফ না থাকায় যে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করে প্রশ্ন তোলেন, সরকারি স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও কেন এই ধরনের অভিযোগ উঠবে?

এদিনের বৈঠকে 'সৌজন্য'-এর খাতিরে বিজেপির প্রতিনিধি সাংসদ খগেন মুর্মু ও প্রাক্তন সাংসদ দশরথ তিরকে-কে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তাঁরা উপস্থিত হননি। অনুপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের তৃণমূল সাংসদ কালীপদ সোরেনও। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় গুরুত্ব বাড়ানোর পাশাপাশি বিরোধী শিবিরকে গুরুত্ব দিয়ে আমন্ত্রণ পাঠানোকে যথেষ্ট 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে মনে করছে তৃণমূলের অন্দরমহল।

সোমবার নবান্নে জনজাতি উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যরা।

আজ রাজগঞ্জে বিশেষজ্ঞ দল

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকে লেপ্টোস্পাইরা সংক্রমণের ঘটনা খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা সোমবার এই নির্দেশিকা দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তিন অধ্যাপক চিকিৎসককে নিয়ে তৈরি এই প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার এলাকায় যাবে। প্রতিনিধিদলে কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডাঃ অর্পিতা পাল দত্ত এবং মেডিসিন বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ অমিতকুমার অধিকারী রয়েছেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের উত্তরবঙ্গের সহ অধিকর্তা ডাঃ পূরণ শর্মা এবং জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল কাজ করবে বলে জানানো হয়েছে।

এদিকে সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে বাড়িতে বাড়িতে জ্বর ছড়িয়ে পড়েছে। সোমবার গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচটি স্বাস্থ্য শিবিরে প্রায় ৪০০ মানুষ জ্বর নিয়ে দেখাতে এসেছেন। সোমবার নতুন করে এই রোগের উপসর্গ নিয়ে দুজন রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এদিকে, গ্রাম পঞ্চায়েতের অনেকে এলাকার হাতুড়েদের কাছে চিকিৎসা করাচ্ছেন যাতে রক্তের নমুনা পরীক্ষা করাতে না হয়।

সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুয়ারবাড়ির প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য কাশিম আলির অভিযোগ, 'চারদিন আগে রক্তের নমুনা দেওয়া হলেও এখনও হাতে রিপোর্ট পাইনি। এদিকে, আমার সাতদিন ধরে জ্বর চলছে। বাড়ির ছয়জন সদস্যের সবার জ্বর। এমতাবস্থায় ভেবে পাচ্ছি না কী করব। প্রতিবেশী এক আত্মীয় খাবার এনে দিচ্ছেন। তাই আমরা বাড়িতে খাচ্ছি। শুধু আমার বাড়িতে নয় আমাদের গ্রামে বেশিরভাগ বাড়িতে জ্বরের আক্রমণে নাজেহাল সাধারণ মানুষ।'

কমিটি গঠন

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : রবিবার সন্ধ্যায় হ্যামিল্টনগঞ্জে আয়োজিত সভায় সিলাম্বাম খেলার নতুন রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটির সভাপতি হয়েছেন অনিল টিটুং, সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন অর্পণ সিং কৌশল, সহ সভাপতি হয়েছেন দীপঙ্কর রায় ও সুশীল লামা। যুগ্ম সম্পাদক হয়েছেন দীপক রায় ও অনিবেশ লিম্বু। কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য মৌসুমি দত্ত বলেন, 'সিলাম্বাম খেলাটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে আগামী নভেম্বরের মধ্যে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।' উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় সিলাম্বাম ফেডারেশনের সহ সভাপতি আরতি লামা।

পৃথিবীর পাঠশালা

উড়ে যায় বসন্ত, ফেরে ভালোবাসা

ক্রোয়েশিয়ার আকাশে কান পাতলে আজও শোনা যায় এক প্রেমের গল্প। গত ১৯ বছর ধরে, এক পরিযায়ী সারস পাখি প্রেমকে সার্থক করে চলেছে। প্রতি বসন্তে, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১৩,০০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে ক্রোয়েশিয়ায় ফেরে ক্লেপেটান। তার প্রেমিকা, ডানাহীন মালেনার কাছে। মালেনার পাখা ভেঙেছিল। তাই সে উড়তে পারে না। ক্লেপেটান যখন থাকে না, তখন এক স্থানীয় ব্যক্তি মালেনার দেখাশোনা করে। তাদের এই নিঃস্বার্থ প্রেমের সাক্ষী ৬৯টি ছানা! আর এই প্রেমের সাক্ষী সারা গ্রাম। এটি বিশ্বের দীর্ঘতম দূরত্বের প্রেমের সম্পর্ক হিসেবে পরিচিত।

সূর্যকে নামাতে আয়না

নরওয়ের কিছু শহরে শীতকালে সরাসরি সূর্যের আলো পৌঁছায় না, কারণ পাহাড়ের কারণে সূর্যের আলো আটকে যায়। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পাহাড়ের উপর বসানো হয়েছে বিশাল বিশাল আয়না। এই আয়নাগুলোকে এমনভাবে বসানো হয়েছে, যাতে তারা সূর্যের গতিবিধি ট্র্যাক করে আর শহরের স্কোয়ার ও অন্যান্য জায়গায় সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে। ফলে শীতের মাসগুলোতেও এখানকার বাসিন্দারা সূর্যের আলো উপভোগ করতে পারেন। এই আলো শুধু রাস্তাঘাট আলোকিত করে না, মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই উদ্ভাবনী প্রযুক্তি দেখায়, কীভাবে ভূগোলজনিত সীমাবদ্ধতাকে প্রযুক্তি দিয়ে দূর করা যায়।

স্পেনে গরম থেকে বাঁচতে 'শীতল রাস্তা'

স্পেনের কয়েকটি শহরে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতে নতুন এক পদ্ধতি শুরু হয়েছে। এর নাম 'শীতল রাস্তা'। গাছের সারি, ছাউনি বা শামিয়ানা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই হাঁটার রাস্তাগুলো, যাতে সরাসরি সূর্যের আলো না পড়ে। এতে দুপুরেও হাঁটা আরামদায়ক হয়। আরও শীতল করার জন্য রাস্তার পাশে ছোট ছোট ফোয়ারা বসানো হয়েছে, যা ঠান্ডা জলের সূক্ষ্ম কুয়াশা তৈরি করে তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়। এর ফলে মানুষজন হাঁটাচলায় স্বচ্ছন্দ বোধ করে। এই রাস্তাগুলো পার্ক, বাজার, আর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গাকে যুক্ত করে। এর ফলে মানুষজন গাড়ি না চালিয়ে হেঁটে যেতে উৎসাহিত হয়।

জিরাফের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট

কেনিয়ার জিরাফ ম্যানরে অতিথিদের জন্য অপেক্ষা করে এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। এখানকার বাসিন্দাদের, রথসচাইল্ড জিরাফগুলো, রোজ সকালে নিজেদের ইচ্ছামতো ম্যানরের চারপাশে হেঁটে বেড়ায়। যখন অতিথিরা নিজেদের ব্রেকফাস্ট উপভোগ করেন, এই শান্ত প্রাণীগুলো তাদের লম্বা গলা জানলা আর দরজার মধ্যে দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়, যদি কোনও খাবার পাওয়া যায়। এই অভিজ্ঞতাটি যেন বন্যপ্রাণী আর আতিথেয়তার মধ্যে থাকা দূরত্ব ঘুচিয়ে দেয়। জিরাফগুলো এখানে মানুষের উপস্থিতিতে বেশ অভ্যস্ত। এরা নিজেদের লম্বা জিভ দিয়ে খুব আলতো করে অতিথিদের হাত থেকে খাবার খেয়ে নেয়। এখানে থাকাটা শুধু একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা নয়, এটি বিপন্ন প্রজাতির জিরাফ সংরক্ষণেও সাহায্য করে।

এনবিএসটিসি-র অভিনব উদ্যোগ

বাসেই মন্দির-মসজিদ-গির্জা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৫ অগাস্ট : একসঙ্গে মন্দির, মসজিদ, গির্জা। একবার ভ্রমণেই এবার জেলার তিন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ঘুরে আসতে পারবেন দর্শনার্থীরা। এমনই অভিনব উদ্যোগ নিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)। নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্বকর্মাপুজোর পর কোচবিহার জেলায় এই যাত্রা চালু হতে চলেছে। এনবিএসটিসি এই ভ্রমণের পোশাকি নাম দিয়েছে সম্প্রীতি যাত্রা। এর মাধ্যমে যাত্রীদের জেলার বিভিন্ন মন্দির, মসজিদ, গির্জা ঘুরিয়ে দেখাবে এনবিএসটিসি। নিগমের ১৬ আসনের ছোট বাসে এই যাত্রা করানো হবে। এমন পরিকল্পনার কথা প্রকাশ্যে আসতেই জেলার মানুষ অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। বিশেষ করে ভক্তপ্রাণ মানুষের মধ্যে কৌতূহল তীব্র। এনিয়ে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'জেলায় প্রচুর ভক্তপ্রাণ মানুষ রয়েছেন যাঁরা

কোচবিহারে এই বাসেই হবে সম্প্রীতি যাত্রা। -সংবাদচিত্র

মন্দির, মসজিদ, গির্জা সহ বিভিন্ন ধর্মস্থান ঘুরতে চান। কিন্তু সময় সুযোগ ঠিকমতো হয় না। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় কোথা থেকে কীভাবে যাওয়া যায়, কীভাবে গাড়ি ভাড়া করা হবে, কত খরচ তা অজানা থাকলেও সমস্যা বাড়ে। তাই ইচ্ছা থাকলেও অধিকাংশের ঘোরা হয়ে ওঠে না। সেই কথা মাথায় রেখেই সম্প্রীতি যাত্রা চালু করা হচ্ছে।'

সম্প্রতি জলপাইগুড়ির জেলা শাসকের উদ্যোগে এনবিএসটিসির বাসেই এমন যাত্রা চালু করা হয়েছে। সেই কথা মাথায় রেখেই খোদ এনবিএসটিসি নিজেদের পরিচালনায় কোচবিহারে এই সম্প্রীতি যাত্রা শুরু করল। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, এই যাত্রা কোথা থেকে শুরু হবে, কোথায় কোথায় যাওয়া হবে,

> জেলায় প্রচুর ভক্তপ্রাণ মানুষ রয়েছেন যাঁরা মন্দির, মসজিদ, গির্জা সহ বিভিন্ন ধর্মস্থান ঘুরতে চান। কিন্তু সময় সুযোগ ঠিকমতো হয় না। সেই কথা মাথায় রেখেই সম্প্রীতি যাত্রা চালু করা হচ্ছে।
>
> **পার্থপ্রতিম রায়**
> চেয়ারম্যান, এনবিএসটিসি

কী কী ঘোরানো হবে? জানা গেল, মেখলিগঞ্জ মহকুমার হলদিবাড়ির হুজুর সাহাবের মাজার থেকে যাত্রা শুরু হবে। তারপর কালীবাড়ি হয়ে গাড়ি জয়ী সেতুতে আসবে। সেখানে যাত্রীদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম। তারপর মাথাভাঙ্গা মহকুমায় এসে মদনমোহন মন্দির, শীতলকুচি রোডের জোরপাটকিতে মাশানপাট মন্দির, হনুমান মন্দির ও কালী মন্দির ঘুরিয়ে দেখানো হবে। সেখান থেকে আবার আদাবাড়িঘাট সেতুতে নিয়ে গিয়ে কামতেশ্বরী মন্দির দেখানো হবে। দিনহাটা রোড হয়ে আলোকঝাড়ি মাশানপাটও তালিকায় থাকবে। একইসঙ্গে মহকুমার মহামায়া মন্দির দেখিয়ে দিনহাটার ওয়েলকাম গেট ও তাজমহল ঘুরে দেখতে পারবেন যাত্রীরা। তারপর কোচবিহার শহরের মদনমোহন মন্দির, হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দির, নতুন মসজিদ, বিমানবন্দর লাগোয়া গির্জা, বাণেশ্বর শিব মন্দির ও সিদ্ধেশ্বরী মন্দির দেখানো হবে। হলদিবাড়ি ও বাণেশ্বর দুই জায়গায় নিগমের দুটি বাস থাকবে।

একটি গাড়ি হলদিবাড়ি থেকে ও অপরটি বাণেশ্বর থেকে ছাড়বে। তবে যাত্রীদের যাতায়াতের ভাড়া একবারেই নিয়ে নেওয়া হবে। টিকিট পাওয়া যাবে হলদিবাড়ি ডিপো ও কোচবিহারে। তবে এই যাত্রা মাসে ক'দিন চলবে সেবিষয়ে নিগম এখনও কিছু জানায়নি। তবে ১০ জনের বেশি যাত্রী পেলেই গাড়ি চালানো হবে।

পুজোর খরচ

প্রথম পাতার পর

নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে তখন বিবেক এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে। ট্রেন কখন ছাড়বে, কত নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেনে চড়তে হবে- তিন ছাত্রীর মোবাইল ফোনে একের পর এক নির্দেশ আসছিল। সম্প্রতি এনজেপি হয়ে নারীপাচারের ঘটনায় বাড়তি সতর্কতা জারি রয়েছে সব বড় স্টেশনে। এনজেপি থেকে উদ্ধার হওয়া মহিলাদের মধ্যে কয়েকজন কালচিনি ব্লকের ছিলেন। তাই নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন ও আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে জিআরপি এবং আরপিএফ কর্মীরা সতর্ক ছিলেন। তিন নাবালিকার হাবভাব লক্ষ করে তাঁরা তাদের আটক করেন।

সিডব্লিউসির চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'ওই তিন নাবালিকাকে কাউন্সেলিংয়ের পর হোমে রাখা হয়েছে। তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সরকার থেকে আর্থিক সহযোগিতা করা হবে।'

জলসমস্যায়

প্রথম পাতার পর

গত সাতদিন ধরে সেটাও বন্ধ। পুরসভা বিষয়টি জেনেও চুপ করে আছে।'

ফালাকাটা নতুন পুরসভা হবার জন্য এখানে এখনও পরিস্রুত জলের জন্য পিএইচই দপ্তরের উপরেই নির্ভর করতে হচ্ছে। কিন্তু বাসিন্দাদের অভিযোগ, পিএইচই দপ্তর দীর্ঘদিন ধরেই সুষ্ঠুভাবে পানীয় জল সরবরাহ করছে না। কোনও এলাকায় দু'দিন জল থাকে তো দশদিন থাকেই না। পাশাপাশি অনেক সময় নোংরা, ঘোলা জলও বের হয় কল দিয়ে। এমনকি বিভিন্ন জায়গায় পাইপলাইনে ফুটো থাকলেও তা সারাই করতে দীর্ঘ সময় নেয় পিএইচই। অনিয়মিত পানীয় জলের পরিষেবা নিয়ে তাই সরব হয়েছেন নাগরিকরা।

ফালাকাটা নাগরিক মঞ্চের আহ্বায়ক বাপন গোপ বলেন, 'পিএইচই হোক বা পুরসভা, অন্তত জলটা সঠিকভাবে দেওয়া উচিত। কিন্তু সেটা ফালাকাটায় হচ্ছে না। এর দায় পুরসভাকেও নিতে হবে।'

সদস্য সংগ্রহ

কালচিনি, ২৫ অগাস্ট : রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে জোর দিয়েছে বিজেপি। সোমবার এই উপলক্ষ্যে বিজেপির ২ নম্বর মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে কালচিনির চিনচুলা চা বাগানে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কালচিনি বিধানসভার কোকনভেনার প্রদীপ কুজুর। তিনি বলেন, 'এদিনের শিবিরে ওই বাগানের প্রায় ৫০ জন শ্রমিক ও বাসিন্দা অনলাইনে সদস্যপদ গ্রহণের জন্য আবেদন জমা করেছেন।'

খুব যত্ন করে... *দুই বাবুই পাখির খুনশুটি। গুরুগ্রামে। -পিটিআই*

সরকারি বাসে গাঁজা পাচারে উদ্বেগ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৫ অগাস্ট : কখনও বাসের ভিতরে গোপন কুঠুরি থেকে আবার কখনও সিটের পিছনে স্ক্রু দিয়ে আটকানো বাক্সের ভিতর থেকে গাঁজা পাওয়া যাচ্ছে। একের পর এক এনবিএসটিসি'র বাসে গাঁজা পাচারের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গত তিনমাসে চারজন চালক সহ ছয়জনকে সাময়িক সাসপেন্ড করেছে কর্তৃপক্ষ। সাতজনকে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়েছে। পাচারের জন্য দিনহাটা-মালদা রুটের বাসকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিষয়গুলি প্রকাশ্যে আসতেই নিগমের অন্দরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেছেন, 'আমরা বাসে নজরদারি বাড়িয়েছি। পুলিশ তাদের মতো করে তদন্ত চালাচ্ছে। আমরা কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি।' অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনার কথায়, 'মাদকের বিরুদ্ধে কোচবিহার জেলায় পুলিশের তরফে নজরদারি চলছে। গাঁজা, ব্রাউন সুগার সহ মাদক পাচারের ঘটনায় অনেককেই আমরা গ্রেপ্তার করেছি।'

কোচবিহারের বিস্তীর্ণ এলাকায় যে বিপুল পরিমাণে গাঁজা চাষ হয় তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রক্রিয়াজাত হওয়ার পর সেই গাঁজা হাতবদল হয়ে ভিনজেলা তো বটেই, ভিনরাজ্য এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশেও পৌঁছে যায়। আন্তঃজেলা স্তরে গাঁজা পাচারের

> মাদকের বিরুদ্ধে কোচবিহার জেলায় পুলিশের তরফে নজরদারি চলছে। গাঁজা, ব্রাউন সুগার সহ মাদক পাচারের ঘটনায় অনেককেই আমরা গ্রেপ্তার করেছি।
>
> **- কৃষ্ণগোপাল মিনা**
> অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর)

জন্য ব্যক্তিগত গাড়ির বদলে যাত্রীবাহী বাসগুলিকেই বেছে নিচ্ছে পাচারকারীরা। রাস্তায় ব্যক্তিগত গাড়িতে পুলিশের নজরদারি বেশি থাকে। ফলে বাসে করে পাচারে ঝুঁকি কম। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েও সম্প্রতি জেলার বহু জায়গাতেই পাচারের পরিমাণ বেড়েছে। এনবিএসটিসি সূত্রে খবর, গত ছয়মাসে শুধু কোচবিহারকে কেন্দ্র করে ২০ বার তাদের বাস থেকে গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে দিনহাটা-মালদা রুটে।

এনবিএসটিসির অভ্যন্তরীণ তদন্তকারীদের ধারণা, বাসের মধ্যে যেভাবে গাঁজাগুলি লুকিয়ে পাচার করা হচ্ছিল তাতে বাসের কর্মীরা যুক্ত না থাকলে সেভাবে লুকিয়ে রাখা কার্যত অসম্ভব। ফলে সেই বাসের চালক ও কনডাক্টরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যে চারজন চালক ও দুজন কনডাক্টরকে বরখাস্ত করা হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই দিনহাটা ডিপোর অধীনে কর্মরত ছিলেন। সরকারি বাসকে কেন্দ্র করে যেভাবে পাচারচক্র সক্রিয় হয়ে উঠছে তাতে কর্তৃপক্ষের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। হাতে গোনা নতুন কিছু বাসে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও পুরোনো বাসগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা নেই। সেই সুযোগে পাচারকারীরা পুরোনো বাসগুলিকেই বেছে নিচ্ছে বলে অভিযোগ। কয়েকজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেও এনবিএসটিসি'র অন্দরে এখনও পাচারচক্র সক্রিয় রয়েছে বলে গুঞ্জন শোনা যায়।

টাওয়ারে টংঘর

প্রথম পাতার পর

ধানখেতের ওপর দিয়ে গিয়েছে উচ্চপরিবাহী বিদ্যুতের লাইন। মাঠে একের পর এক টাওয়ার। এগুলির মধ্যে তিনটিতে টংঘর বানিয়েছেন এলাকার কৃষকরা। এলাকার ৪৭ জন কৃষক বর্তমানে রাতপাহারা দিচ্ছেন নজরমিনার এবং টংঘর থেকে। প্রবীণ কৃষক হেমেন রায় বলছিলেন, 'যতটা সম্ভব ফসল রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করছি।' আরেক কৃষক জগদীশ রায় বললেন, 'আমাদের রাতের পর রাত কাটছে নজরমিনার এবং টংঘরে! ঘুম হয় না। রাতের পর রাত জেগে কাটানোয় দিনে কাজ করার মতো শক্তি থাকে না।'

কেবল ধানের ক্ষতির ভয় নয়, হাতির উৎপাত নিয়ে গোটা এলাকা আতঙ্কগ্রস্ত। উত্তর রাঙ্গালিবাজনার ওই এলাকা দিয়ে মুজনাই চা বাগানের বাসিন্দারাও যাতায়াত করেন। তবে রাত হলে ওই রাস্তা দিয়ে টোটোচালকরা যেতে চান না। কিছুদিন আগে হাতির সামনে পড়ে যান এক টোটোচালক। তিনি টোটো ফেলে পালান। টোটোটি ভেঙে চুরমার করে দেয় হাতি। মুজনাই নদীর পাড়ে জয়ন্ত রায় বলছিলেন, 'যতই দিন যাচ্ছে, হাতির হানা ততই বাড়ছে। রাতে ঘর থেকে বেরোনো বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে।'

সত্ত্বেও কাজে

প্রথম পাতার পর

এই গ্রামগুলিতে স্ক্রাব টাইফাস, হেপাটাইটিস-এ এর সংক্রমণও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে। এমনকি এমনও রোগী রয়েছেন যাঁর শরীরে একইসঙ্গে লেপ্টোস্পাইরোসিস, হেপাটাইটিস-এ এবং স্ক্রাব টাইফাসের সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। সরকারি চিকিৎসকদের অনেকেই বলছেন, রাজগঞ্জ একটা উদাহরণ মাত্র। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই এই রোগগুলিতে মানুষ নিয়মিত আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশেষ করে বর্ষায় এই তিনটি রোগের সঙ্গে ডেঙ্গি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো সংক্রমণও প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে। চিকিৎসকরা হাসপাতালগুলিতে রোগীর উপসর্গ দেখে এই রোগগুলি সন্দেহ করছেন। কিন্তু নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে না। বিভিন্ন জেলায় দু'-একটি করে ডেঙ্গির নমুনা পরীক্ষা করে পজিটিভ রিপোর্ট এলেও সেগুলি প্রকাশ করা হচ্ছে না, এমনকি উপরমহলের নির্দেশ মেনে সরকারি পোর্টালেও আপলোড করা হচ্ছে না।

অথচ ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড, কালাজ্বর থেকে শুরু করে স্ক্রাব টাইফাস, লেপ্টোস্পাইরোসিস, হেপাটাইটিস-এ সহ অন্যান্য ভাইরাসের পরীক্ষার জন্য প্রতিটি জেলায় আরটি-পিসিআর ল্যাবরেটরি রয়েছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সময় ২০২০ সালের শেষ দিকে উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই এই পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। প্রতিটি ল্যাবেই দুজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট, দুজন টেকনোলজিস্ট এবং একজন ডেটা এন্ট্রি অপারেটর থাকার কথা। বিভিন্ন ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার জন্য নিয়মিত রাজ্য এবং কেন্দ্রের তরফে আর্থিক বরাদ্দও আসছে। এক-একটি রোগের নমুনা পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কিটও অনেক ক্ষেত্রেই মজুত থাকে। প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবেও কিট কিনে নেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু কোনও রেসপিরেটরি প্যানেল টেস্টও হচ্ছে না। বরং ওই ল্যাবের কর্মীদের অন্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, বিভিন্ন ভাইরাস ঘটিত রোগে মানুষ সংক্রামিত হলেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অভাবে তা ছড়িয়ে পড়ছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ অরুণাভ সরকারের বক্তব্য, 'যত দ্রুত নমুনা পরীক্ষা হবে, তত দ্রুত রোগ ছড়িয়ে পড়া আটকানো যাবে।'

নর্দমার কাদা মেখে দৌড় বিধায়কের

প্রথম পাতার পর

গ্রেপ্তারে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দেখছে তৃণমূল। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'নির্দিষ্ট কোনও গ্রেপ্তার নিয়ে কিছু বলছি না। প্রধানমন্ত্রী জেনে গিয়েছেন, এরাজ্যে বিজেপিকে দিয়ে কিছু হবে না। বিজেপির বকলমে যে সংগঠন আছে সিবিআই ও ইডি'র মতো, তাদের নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'জীবনকৃষ্ণকে ধরেছে ভালো, তবে শুধু কান টানলে হবে না, মাথাও টানতে হবে। পার্থ, মানিক, ভাইপো, কালীঘাটের কাকুদের বড় এজেন্ট ছিলেন জীবনকৃষ্ণ।' সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'ইডি, সিবিআই-কে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেখানে দরকার নেই, সেখানে অতিসক্রিয়তা, যেখানে দরকার সেখানে নিষ্ক্রিয়তা।' অভিযোগ, জিজ্ঞাসাবাদের সময় জীবনকৃষ্ণের বক্তব্যে অনেক অসংগতি পাওয়া যায়। তারপরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি সহযোগিতা করেননি বলে অভিযোগ। মোবাইলের পাসওয়ার্ড ইডি-কে দিতে চাননি। বরং দাবি করেছেন, তিনি পালাননি। মোবাইলও ফেলেননি। দৌড়োতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে পকেট থেকে মোবাইল ছিটকে নর্দমায় পড়ে। শেষপর্যন্ত কড়া নিরাপত্তার মধ্যে কলকাতা এনে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে মেডিকেল পরীক্ষার পর ব্যাংকশাল আদালতে তোলা হয় তৃণমূল বিধায়ককে। আদালতে ইডি জানায়, জীবনকৃষ্ণের স্ত্রী ও বাবার অ্যাকাউন্টে প্রচুর টাকা রয়েছে। চাকরির নাম করে ৪৬ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়েছে। বিধায়কের আইনজীবী অবশ্য জানান, তদন্তে সহযোগিতা করা হয়েছে। তবে জামিনের আবেদন জানানো হয়নি।

সোমবার কাকভোর থেকে ইডি'র ওই অভিযানে শুধু জীবনকৃষ্ণের বাড়ি নয়, তাঁর পিসি তথা সাঁইথিয়া পুরসভার কাউন্সিলার মায়া সাহার বাড়ি, রঘুনাথগঞ্জে বিধায়কের শ্বশুরবাড়ি, পুরুলিয়ার নিমটাঁড়ে মিডলম্যান প্রসন্ন রায়ের শ্বশুরবাড়ি ও রাজারহাট সহ একাধিক জায়গায় হানা দেন তদন্তকারীরা। বিধায়কের বাবা বিশ্বনাথ সাহার বিস্ফোরক বক্তব্য, 'ওদের ধরাই ভালো। প্রচুর সম্পত্তি করেছে মায়া সাহা। ছেলে আর বোনের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে ওর পিসির আর্থিক লেনদেন ছিল।'

দেহ উদ্ধার

কালিয়াগঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হল কালিয়াগঞ্জের বোঁচাডাঙ্গা পঞ্চায়েতের ফতেপুরের ধামঝায়। মৃতের নাম জয়দেব দেবশর্মা।

আরও ৩ জয়রাইড

প্রথম পাতার পর

শতবর্ষ পুরোনো হেরিটেজ স্টিম ইঞ্জিনে রাউন্ড ট্রিপের ব্যবস্থা থাকছে। প্রতি শনিবার দার্জিলিং থেকে রওনা হবে টয়ট্রেন। কার্সিয়াংয়ে যাওয়ার পথে একাধিক পর্যটনস্থলে দাঁড়াবে সেটা। এরপর রাতটি 'ল্যান্ড অফ ওয়াইট অর্কিড'-এ নিজের পছন্দসই জায়গায় কাটাতে পারবেন পর্যটকরা। থাকছে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সাক্ষী হওয়ার হাতছানি। হোমস্টের বারান্দায় বসে ধোঁয়া ওঠা মোমোর প্লেট সামনে রেখে কফি কাপ হাতে শহর শিলিগুড়িকে পাখির চোখে দেখার সুযোগ।

পরদিন অর্থাৎ রবিবার সকালে ওই ট্রেন কার্সিয়াং থেকে পর্যটকদের নিয়ে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশে ছুটবে। এই জয়রাইডে ওয়ানওয়ে এবং রাউন্ড ট্রিপ, দু'ধরনের টিকিট পাওয়া যাবে। তৃতীয়টি 'কার্সিয়াং মহানদী সানরাইজ স্পেশাল'। কার্সিয়াং থেকে মহানদী হয়ে ফের কার্সিয়াংয়ে ফিরবে টয়ট্রেন। কার্সিয়াং থেকে সকাল সাতটা ১৫ মিনিটে মহানদীর উদ্দেশ্যে রওনা হবে। ফিরে আসবে সকাল ১০টার মধ্যে। শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশ আরাম দেবে প্রাণকে। রোদ ঝলমলে আবহওয়ায় পাহাড় দেখে জুড়িয়ে যাবে চোখ।

খরচ কত? সাধ্যের মধ্যে সাধ পূরণ হবে, আশ্বাস ডিএইচআর কর্তাদের। 'টি অ্যান্ড টিম্বার স্পেশাল' জয়রাইডে সিঙ্গল ট্রিপের ভাড়া জিএসটি সহ রিজার্ভেশন ৫০০ টাকা। রাউন্ড ট্রিপে ৭৫০ টাকা। দার্জিলিং থেকে কার্সিয়াং স্টিম স্পেশালের ভাড়া রাখা হয়েছে ১৫০০ টাকা। মাঝের স্টেশন অর্থাৎ, ঘুম পর্যন্ত ভাড়া ৭৫০, সোনাদা পর্যন্ত ১০০০ এবং টুং পর্যন্ত ১২৫০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। টাকার অঙ্কগুলো রাউন্ড ট্রিপের জন্য। কার্সিয়াং মহানদী সানরাইজ স্পেশাল ট্রেনে রিজার্ভেশনের খরচ পড়বে জিএসটি সহ সিঙ্গল ট্রিপে ৩৫০ আর রাউন্ড ট্রিপের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা।

এনজেপি থেকে দার্জিলিং অবধি টয়ট্রেনের ভাড়া কমানোর দাবি দীর্ঘদিনের। তবে এখনই যে রেল এব্যাপারে কিছু ভাবছে না, তা ডিএইচআর কর্তার কথায় স্পষ্ট। সংস্থার ডিরেক্টরের কথায়, 'টিকিটের চাহিদা বেশ ভালোই রয়েছে। সাধারণ মানুষের এই ভাড়ায় টয়ট্রেনে চাপতে সমস্যা নেই। তাই কমানোর কোনও ভাবনা এখন নেই।'

হেরে যাওয়া সাংবাদিকের চিঠি ও ঘোর

প্রথম পাতার পর

তাড়িত করেনি। একটাই তাড়না, দায়িত্ববোধ। কাজে ফাঁকি দিইনি। খুব সাহসী মানুষ হয়তো আমি নই, কিন্তু চোখ রাঙিয়ে কেউ আমাকে দিয়ে কিছু লেখাতে পারেনি। পেশা আমাকে শিখিয়েছে, সত্য প্রকাশ করা মানে সাহসের সঙ্গে ঝুঁকি নেওয়া। কখনও কখনও নাম গোপন রাখতে হয়। আমরা, আমার মতো সাংবাদিকরা, গোপন নাম ব্যবহার করেছি, তাতে স্বার্থের কিছু নেই, বরং নিরাপত্তার জন্য।'

মৃত্যুর সময় তিনি ছিলেন একটি পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সিনিয়ার সহকারী সম্পাদক। তাঁর কথায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার অবস্থান স্পষ্ট ছিল- স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানো মানে দেশের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা। আমার এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে কোনও অবদান না রেখেও মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট বাগিয়ে সুযোগসুবিধা নিয়েছেন, নিচ্ছেন অনেকে। আমি ওপথে হাঁটিনি।

বিভুরঞ্জনের উপলব্ধি, আজকের সময়ে সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ অন্যরূপ। অনেকেই সুবিধা, স্বার্থ, সামাজিক মর্যাদা বা আর্থিক স্বার্থের জন্য সত্যকে আড়াল করে লেখেন। আমি সত্য গোপন করিনি। তাই হয়তো দীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশি সময় এই পেশায় কাটিয়ে সম্মানজনক বেতন-ভাতা পাই না। সংসার চালানোর জন্য নিয়মিত ধারদেনা করার পেশাটি আমাকে বেছে নিতে হত না! বর্ষীয়ান এই সাংবাদিকের আক্ষেপ, শেখ হাসিনার শাসনকালে নানা পরিচয়ে অনেকে অনেক সুযোগসুবিধা নিয়েছেন। একপর্যায়ে লাজলজ্জা ভুলে তিনিও শেখ হাসিনার দরবারে সাহায্যের আবেদন করেছেন। কিন্তু কোনও ফল পাননি। অথচ অনেক সাংবাদিক প্লট পেয়েছেন। তিনি দু'বার আবেদন করেও সফল হননি। বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনাকে নিয়ে বই লিখে কতজন কপাল বদলালেও বিভুরঞ্জন তাঁর লেখা দুটি বইয়ের জন্য দু'টাকা রয়্যালটিও পাননি।

তবে হ্যাঁ, একবার তিনি শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হয়ে সিঙ্গাপুর যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। ওই সফরের হাতখরচের জন্য টাকা আমি পেলেও সেটা কোট-প্যান্ট, জুতো কিনতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। বরং আরও দেনা হয়। হাসিনা-পরবর্তীকালে অবস্থা কি বদলেছে? বিভুরঞ্জনের আক্ষেপ, সরকার পরিবর্তনের পর গণমাধ্যমের অবস্থা আরও কাহিল হয়েছে। মন খুলে সমালোচনা করার কথা প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন। কিন্তু তাঁর প্রেস বিভাগ মনখোলা নয়। মিডিয়ায় যাঁরা নির্বাহী দায়িত্ব পালন করেন, তাঁরা সবাই আতঙ্কে থাকেন। কখন না কোন খবর বা লেখার জন্য ফোন আসে। তুলে নিতে হয় লেখা বা খবর! দীর্ঘদিন বহু পত্রিকায় দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করার পর বিভুরঞ্জনের মন ভারী করে দেওয়া এই চিঠিতে তিনি জানিয়ে গিয়েছেন, এখন কোনও কোনও পত্রিকায় লেখা পাঠিয়ে ছাপার জন্য অনুরোধ করে ফল পাই না। আমার লেখা নাকি পাঠক আর সেভাবে 'খায়' না। এক সময় কত খ্যাতিমান লোক আমার লেখা পড়ে ফোন করে তারিফ করেছেন। আজ আমার লেখা নাকি পাঠক টানে না। নামে-বেনামে হাজার হাজার লেখা লিখেছি। সম্মানী কিন্তু পেয়েছি খুবই কম। কোনও কোনও পত্রিকা তো কয়েক বছর লেখার পরও একটা টাকা দেওয়ার গরজ বোধ করেনি।

এই লেখার অনেকটা অগ্রজ এই সাংবাদিকের লেখা থেকে হুবহু তুলে দেওয়া। গত চার দশকের বেশি নিজের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি, এ যেন এপারের বৃত্তান্ত ওপারের বয়ানে লেখা। সাহসী সাংবাদিকতার দিন গিয়েছে। মাথা তুলে কাজ করার দিন অনেক কাল ইতিহাস হয়েছে। অভাব, অনটনের জীবন মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে দিয়েছে চতুর্থ স্তম্ভের। শানিত কলম তুলে রেখে অনেকেই এখন জো হুজুর। বাঁচতে হবে তো!

বিভুরঞ্জনের পোস্টমর্টেমে দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কিন্তু তাঁর ভিতরের রক্তক্ষরণ কোন ময়নাতদন্তে ধরা পড়বে?

এল এল পুজো এল

স্থানীয়রাই সাজাবেন সিএসএ ক্লাবের মণ্ডপ

হাতে মাত্র কয়েকটা দিন, তারপরই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। সেই উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা হতে দেশজুড়ে চলছে দুর্গাপুজোর আয়োজন। এই আবহে বড় বাজেটের পুজো যেমন থাকছে, তেমনি থাকছে কম বাজেটের পুজো। আর এই কম বাজেটের পুজোগুলি যে দর্শনার্থীদের নজর কাড়তে পারে, তারই খোঁজ নিলেন সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ২৫ অগাস্ট : শরতের নীল আকাশ, শিউলির সুবাস ও কাশবনের ঢেউ জানান দিচ্ছে দেবী আসছেন। সেই অনুযায়ী পুজো আসতে আর মাত্র কয়েকটা দিনের অপেক্ষা। চারিদিকে ব্যস্ততা, মণ্ডপ, প্রতিমা থেকে আলোকসজ্জায় কে কাকে টক্কর দেবে তারই হিসেব যেন মিলিয়ে নিচ্ছেন পুজো উদ্যোক্তারা। শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলির প্রস্তুতি অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে, তবে পিছিয়ে নেই কম বাজেটের পুজো কমিটিগুলিও।

এই আবহে চলছে অরবিন্দনগর সিএসএ ক্লাবের দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি। এবার তাদের পুজো ৭৩তম বর্ষে পদার্পণ করছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল এবার তাদের দুর্গাপুজোর মণ্ডপটি শিব মন্দিরের আদলে তৈরি করা হচ্ছে। মণ্ডপটিতে বাঁশের বিভিন্ন ধরনের নকশার কাজ ফুটে উঠবে বলে জানাচ্ছেন কমিটির সদস্যরা। এছাড়াও এলাকার যে সমস্ত প্রতিভাবান শিল্পী রয়েছেন যাঁরা অঙ্কন এবং বিভিন্ন হাতের কারুকার্যে পারদর্শী, তাঁদেরও সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে মণ্ডপটি ফুটিয়ে তুলতে।

ক্লাব সদস্য দিবাকর দাস বলছেন, 'মূলত স্থানীয় প্রতিভাকে জোর দিতেই এই উদ্যোগ। অনেকের প্রতিভা লুকিয়ে থাকে কিন্তু সেভাবে প্রকাশের সুযোগ পায় না, তাদের প্রতিভাকে সকলের সামনে তুলে ধরতেই আমাদের এই চিন্তাভাবনা। আশা করছি বিগত বছরগুলোর মতো এবছরও আমাদের ক্লাবের পুজো দেখতে আসা দর্শনার্থীদের ভালো লাগবে।'

অরবিন্দনগরের সিএসএ ক্লাবের মণ্ডপ। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

পুজো উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এবছর পুজোর বাজেট আনুমানিক পাঁচ লক্ষ টাকা। কোচবিহার থেকে আসা শিল্পীরা মণ্ডপটি তৈরি করছেন। যা উচ্চতায় ৭০ ফুট এবং চওড়ায় ৫০ ফুটের কাছাকাছি থাকছে। দু'মাস আগে থেকেই মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। মণ্ডপের সামনে থাকছে একটি ৮ ফুটের বড় শিবলিঙ্গ। এছাড়াও মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে থাকছে চমকপ্রদ আলোকসজ্জা। চন্দননগর থেকে আগত আলোকশিল্পীরা পুরো মণ্ডপটি দক্ষ হাতে ফুটিয়ে তুলবেন। অন্যদিকে, পুজোয় প্রতি বছরের মতো রীতি অনুযায়ী এবছরও তাদের সাবেকি প্রতিমাই থাকছে বলে জানিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। শহরের শোভাগঞ্জ সংলগ্ন নোনাই পালপাড়ার প্রসিদ্ধ মৃৎশিল্পী গোপাল পাল দুর্গা প্রতিমা তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন। প্রতিমাটি উচ্চতায় প্রায় ১৩ ফুট ও চওড়ায় প্রায় ১৬ ফুট। এছাড়াও সামাজিক সচেতনতাকে মাথায় রেখে পুজোর দিনগুলোতে মণ্ডপের বাইরে ফ্লেক্স ও ব্যানারের মাধ্যমে সামাজিক বার্তা দেওয়া হবে। মাইকে অডিও রেকর্ডের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা হবে বলে জানাচ্ছেন পুজো কমিটির সদস্যরা। অষ্টমীতে অঞ্জলির পর প্রসাদের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ক্লাবের তরফে ভলান্টিয়ার থাকছে। এছাড়াও পুলিশ প্রশাসনের তরফে পুজোর দিনগুলোতে প্রহরা থাকবে যাতে কোনওভাবেই দর্শনার্থীরা সমস্যায় না পড়েন। সবমিলিয়ে এবারে বড় ক্লাবগুলোর সঙ্গে টক্করে কোনও অংশে যেন কম যাচ্ছে না কম বাজেটের পুজোগুলি। সেটাই আয়োজনের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চলেছে অরবিন্দনগর সিএসএ ক্লাব দুর্গাপুজো কমিটি।

টুকিটাকি

- অরবিন্দনগর সিএসএ ক্লাবের দুর্গাপুজোর বাজেটে পাঁচ লক্ষ টাকা
- থিমে থাকছে শিব মন্দির
- স্থানীয় প্রতিভাবান শিল্পীদের কাজ তুলে ধরা হবে
- মণ্ডপটি বাঁশ, কাপড়, প্লাই সহ বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হবে
- আলোকসজ্জায় থাকছে চন্দননগরের বিশেষ আলোর ছোঁয়া
- অষ্টমীতে অঞ্জলির পর প্রসাদের ব্যবস্থাও করা হয়েছে

সাজো সাজো রব।। নেতাজি সুভাষ রোডের গণেশপুজোর মণ্ডপ। জয়গাঁয় সোমবার। -সংবাদচিত্র

গণেশপুজোকে ঘিরে সেজে উঠেছে জয়গাঁ

জয়গাঁ, ২৫ অগাস্ট : গণেশপুজোকে ঘিরে সেজে উঠেছে জয়গাঁ। শহরে তিনটে বড় পুজো হয়। পুজো উপলক্ষ্যে চারদিন ভারত-ভুটান সীমান্ত শহর উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। জয়গাঁর পাশাপাশি দলসিংপাড়া এলাকাতেও গণেশপুজো আয়োজিত হয়।

জয়গাঁ শহরের বৌবাজার, এনএস রোড, সুপার মার্কেট, এই তিন স্থানে বড় গণেশপুজোর আয়োজন হয়। প্যান্ডেলে অভিনবত্ব না থাকলেও গণেশ দেবের প্রতিমাগুলো হয় দেখার মতো। জমজমাট হয়ে ওঠে জয়গাঁ শহরের রাস্তা। জয়গাঁ শহরের সুপার মার্কেট এলাকার পুজো এবার ২১ বর্ষে পড়েছে। ১০ ফুট উচ্চতার গণেশমূর্তি নিয়ে আসা হয়েছে। পুজোর দিন থেকে শুরু করে বিসর্জনের আগের দিন পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ করা হবে। মোদক, লাড্ডু দিয়ে প্রথম দিনের ভোগ দেওয়া হয়। এরপর ক্ষীর, পুরি এবং খিচুড়ির ভোগ দেওয়া হয়। পুজো কমিটির তরফে চেয়ারম্যান সংগীত শা বলেন, 'গণেশপুজোয় ব্যবসায়ীরা অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের পরিবারের সদস্যরা আসেন। চারদিন ধরে এখানেই খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করা হয়।' পুজো কমিটির তরফে দুঃস্থদের সাহায্য করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, প্রতিবার বৌবাজার গণেশপুজো কমিটির পক্ষ থেকে লাড্ডু ভোগের আয়োজন করা হয়। গত বছর ২০ কেজি লাড্ডু ভোগ দেওয়া হয়েছিল। তবে এবারে ২০ কেজির বেশি লাড্ডু ভোগ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। পুজো কমিটির সদস্য রাকেশ পান্ডে বলেন, 'বৌবাজার গণেশপুজো কমিটির পুজো অনেক পুরোনো। এই পুজোয় লাড্ডু ভোগ দেওয়া হয়। শেষের দিন বড় লাড্ডু দেওয়া হয়। এবারেও তাই দেওয়া হবে।' গণেশপুজো উপলক্ষ্যে মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হবে। বিসর্জনের আগে মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হবে। এই যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই পুজোতে এলাকার বাসিন্দারা দূর্বার মালা দিয়ে থাকেন।

সুপার মার্কেটে গণেশপুজোর প্রস্তুতি। সোমবার জয়গাঁয়।

আয়োজন

- জয়গাঁ শহরের বৌবাজার, এনএস রোড, সুপার মার্কেট- এই তিন স্থানে বড় গণেশপুজোর আয়োজন
- ১০ ফুট উচ্চতার গণেশ প্রতিমা হয়েছে সুপার মার্কেটের পুজোয়
- বৌবাজার গণেশপুজোয় ২০ কেজির বেশি লাড্ডু দেওয়া হবে
- গণেশপুজো উপলক্ষ্যে মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হবে

এনএস রোডের গণেশপুজো জয়গাঁ থানার সামনে আয়োজন করা হয়েছে। এবারে দক্ষিণ ভারতের এক মন্দিরের আদলে মণ্ডপসজ্জা করা হয়েছে। প্রতিমার উচ্চতা ৯ ফুট। পাশাপাশি আরেকটি প্রতিমা আনা হবে। সেই প্রতিমাটিতে পুজো হবে। এখানে পুণ্যার্থীদের বোদে প্রসাদ দেওয়া হবে। এই পুজো কমিটির সদস্য রজত শা বলেন, 'আমাদের এই পুজো ১৫ বছরের পুরোনো। আগে ছোট করে মন্দিরের ভেতর পুজো হত। ২০২২ থেকে বড় করে মণ্ডপ তৈরি করে পুজো হয়। এই পুজোয় আমরা গণেশকে বোদে, নকুলদানা ভোগ দিই। এই ভোগ পুণ্যার্থীদের দেওয়া হয়। বিসর্জনের আগের দিন খিচুড়ি দেওয়া হবে ভোগে। সেদিন ভাণ্ডারা করা হবে।'

জয়গাঁর পাশাপাশি দলসিংপাড়া ইউনিক বয়েজ ক্লাবের পক্ষ থেকে গণেশপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। এবার তাদের দশম বর্ষের পুজো। কাল্পনিক মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি হয়েছে। পুজো প্রাঙ্গণে বসে মেলা। চারদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। দলসিংপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে এই পুজো হয়। এলাকার তরুণরা চারদিন ধরে এই পুজো উপলক্ষ্যে ব্যস্ত থাকেন। পুজো কমিটির পক্ষ থেকে রূপক জয়সওয়াল জানান, 'এই পুজোর জন্য আমরা বছরভর অপেক্ষা করি। আমাদের পুজোয় গণেশের মূর্তি দেখতে আসেন বিভিন্ন এলাকার মানুষ। ১০-১২ ফুটের প্রতিমা এনে আমরা পুজো করি। গণেশকে ক্ষীর, পুরি ভোগ আমরা দিই। পাশাপাশি লাড্ডু ভোগ দেওয়া হয়। এবছরও শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য রাইড নিয়ে আসা হবে।'

বেওয়ারিশ লাশ দাহ করতে সমস্যা

আলিপুরদুয়ার, ২৫ অগাস্ট : এক অস্বস্তিকর ও মানবিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আলিপুরদুয়ার শহর। শোভাগঞ্জ শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লি প্রায় একমাস ধরে অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে মৃতদেহ দাহের ক্ষেত্রে আধুনিকতার পরিবর্তে মানুষকে ফিরতে হচ্ছে পুরোনো জ্বালানির ওপর নির্ভর করে। কিন্তু সবচেয়ে বড় বিপত্তি তৈরি হয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় দেহের ক্ষেত্রে। জেলা হাসপাতালের মর্গে বর্তমানে ১৮টি অজ্ঞাতপরিচয় দেহ রয়েছে, যেগুলির সৎকার আর সম্ভব হচ্ছে না বৈদ্যুতিক চুল্লি অকেজো হয়ে পড়ায়।

সোমবার দুপুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শোভাগঞ্জ শ্মশান ময়দানে উপস্থিত হন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে এবং অবস্থা পরিদর্শন করে তিনি বললেন, 'চুল্লি মেরামত না হওয়ায় যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে, তা

বিকল চুল্লি

অত্যন্ত দুঃখজনক। মৃতদেহ সৎকারে আর বিলম্ব করা যায় না।'

হাসপাতালের মর্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ মৃতদেহ রাখার অনুমতি থাকে। অথচ সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে সেই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। শহরের একমাত্র বৈদ্যুতিক চুল্লি বন্ধ থাকায় অজ্ঞাত দেহগুলি দিনের পর দিন জমে যাচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অতিরিক্ত দেহ জমে যাওয়ায় দুর্গন্ধ ছড়ানো শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

একারণে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে এবার এগিয়ে আসার জন্য বলেছেন সুমন। তাঁর কথায়, 'জেলার ভেতরে এবং বাইরের সব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে অনুরোধ, আপনারা এগিয়ে আসুন। মানবিকতার খাতিরে এই দেহগুলির সৎকার করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। জেলা প্রশাসন এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই কাজে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে।' সুমন এই পরিস্থিতিকে অত্যন্ত গুরুতর বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি জানান, জেলা প্রশাসন এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নিয়ে যৌথভাবে একটি উদ্যোগ নেওয়া হবে, যাতে এই মৃতদেহগুলির সৎকার সম্ভব হয়।

শহরের প্রবীণ বাসিন্দা মৃণাল চক্রবর্তীর অভিযোগ, 'প্রশাসনের এত দেরি কেন? মানুষের শেষ যাত্রার সময়ও যদি অসুবিধা হয়, তবে তার চেয়ে লজ্জাজনক আর কিছু নেই।'

প্রশাসন জানিয়েছে, বৈদ্যুতিক চুল্লি মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কবে সমস্যা মিটবে, তার সঠিক সময়সীমা কেউ জানে না। ততদিন পর্যন্ত বিকল্প উপায়েই পরিস্থিতি সামলাতে হবে।

ব্যস্ত রাস্তায় ভাঙা কালভার্ট নিয়ে শঙ্কা

প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২৫ অগাস্ট : আলিপুরদুয়ার শহরের অন্যতম ব্যস্ত পথ নেতাজি রোড। এই রোড ধরে হাঁটলে পাশে দীর্ঘদিনের পুরোনো একটি খাল চোখে পড়বে। এই খালটি শহরের নিকাশিনালার জল বহন করে। সেই খালের ওপর রয়েছে একাধিক ছোট সেতু বা কালভার্ট, যেগুলি দুই পাশের গলি ও আবাসিক এলাকাকে সংযুক্ত করেছে। ধরুন, আপনি নেতাজি রোড ধরে শান্তিনগরের দিকে হাঁটছেন। হঠাৎই চোখে পড়বে একটি কালভার্টের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রতিমার কাঠামোর মতো কিছু একটা। রাতে দেখলে চমকে উঠতেই পারেন। কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ওই কাঠামো আসলে একটি সতর্কবার্তা। কারণ, সেখানে রয়েছে এক বিপজ্জনক গর্ত, যা ঢাকতেই ব্যবহার করা হয়েছে এই কাঠামোটি।

তবে এই জায়গাটি কার অধীনে তা নিয়ে আবার ধন্দ দেখা দিয়েছে। তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা বলছেন, সেই জায়গাটি পূর্ত দপ্তরের অধীন। তাই সংস্কারের দায়িত্ব তাদেরই। এবিষয়ে কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা পুরসভার বিরোধী দলনেতা শান্তনু দেবনাথ বলেন, 'ভাঙা কালভার্টের সমস্যাটা বেশ গুরুতর। একাধিকবার এবিষয়ে পুরসভায় জানিয়েছি। কিন্তু তারা কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। পূর্ত দপ্তর বলছে, এটা তাদের জায়গা নয়। প্রায়দিনই এখানে দুর্ঘটনা ঘটছে। এটি অবিলম্বে মেরামত না করা হলে ভবিষ্যতে আমরা আন্দোলনে নামব।' আর পূর্ত দপ্তরের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পার্থ হালদারকে ফোন করা হলেও তিনি কোনও মন্তব্য করেননি।

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মাম্পি অধিকারীও। তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে এবিষয়ে রিপোর্ট এসেছে। এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। আগামী বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তোলা হবে। টেন্ডার ডাকার প্রস্তুতি চলছে। সাময়িক ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও ইঞ্জিনিয়ারদের বলা হবে।'

দীর্ঘদিন ধরে ভাঙা পড়ে থাকা এই কালভার্টটি এখন স্থানীয়দের কাছে আতঙ্কের প্রতীক। ঘটনাস্থলটি শহরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড ২০, ১৪ এবং ৬ নম্বরের সংযোগস্থলে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই রাস্তা ব্যবহার করেন। কাছেই রয়েছে একটি সরকারি হাইস্কুল, ফলে বহু ছাত্রছাত্রী প্রতিনিয়ত যাতায়াত করে রাস্তাটি দিয়ে। অথচ সেই কালভার্টের মাঝখানে তৈরি হয়েছে এমন একটি বড় গর্ত, যার ভেতর দিয়ে অনায়াসে ছয়-সাত বছরের একটি শিশু পড়ে যেতে পারে।

৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সঞ্জয় কুণ্ডু জানান, দুই-তিন বছর আগে কালভার্টে কিছু মেরামতির কাজ হয়েছিল। কিন্তু এই বিপজ্জনক অংশটা তখনই কেন সারানো হয়নি, তিনি তা বুঝতে পারছেন না। বারবার জানালেও কোনও কাজ হয় না বলে অভিযোগ করেন তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বহুবার সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলারদের জানানো সত্ত্বেও কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি। একসময় কেউ একজন গর্তের ওপরে গাছের একটি গোড়া ফেলে রেখেছিলেন। কিন্তু সেটা রাতে চোখে পড়ত না বলে বেশ কয়েকবার দুর্ঘটনা ঘটে। এরপর স্থানীয় কয়েকজন তরুণ মিলে ওই গাছের গোড়া সরিয়ে এনে সেখানে প্রতিমার কাঠামোটি বসিয়ে দেন, যাতে অন্তত দূর থেকে পথচারীরা সাবধান হতে পারেন।

এবিষয়ে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নান্টু দেবনাথ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'একবার আমাদের পাড়ার একটা বাড়িতে শর্টসার্কিটে আগুন লাগে। দমকলের গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে আসতে গিয়ে বিপদে পড়ে। গর্তের ঠিক আগে গাড়ি থেমে যায়, কোনওরকমে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে হয়। ভাবুন, আরও এক মিনিট দেরি হলে কী হতে পারত।' একই সুর শোনা গেল ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বাপ্পা সাহার গলাতেও। তিনি জানালেন, প্রতিদিনই এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। কিছুদিন আগেই একটা টোটো উলটে গিয়েছিল এই গর্তে। হঠাৎ কেউ গর্তে পড়ে গেলে বড়সড়ো দুর্ঘটনা হতে পারে।

নেতাজি রোড লাগোয়া এই কালভার্টটিকে নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ।

সমস্যা কোথায়

- দীর্ঘদিন ধরে বেহাল শহরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড ২০, ১৪ এবং ৬ নম্বরের সংযোগস্থলের কালভার্টটি
- প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ কালভার্টের রাস্তাটি দিয়ে যাতায়াত করেন
- রাস্তাটির কাছেই একটি সরকারি হাইস্কুল থাকায় বহু পড়ুয়াও প্রতিনিয়ত যাতায়াত করে রাস্তাটি দিয়ে
- কালভার্টের মাঝখানে এমন গর্ত তৈরি হয়েছে যার ভেতর দিয়ে ছয়-সাত বছরের শিশু পড়ে যেতে পারে
- বহুবার সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলারদের জানানো সত্ত্বেও কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি

"

আমাদের কাছে এই বিষয়ে রিপোর্ট এসেছে। এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। আগামী বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তোলা হবে। টেন্ডার ডাকার প্রস্তুতি চলছে। সাময়িক ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও ইঞ্জিনিয়ারদের বলা হবে।

মাম্পি অধিকারী
ভাইস চেয়ারম্যান, আলিপুরদুয়ার পুরসভা

সাইবার সুরক্ষা নিয়ে সেমিনার

আলিপুরদুয়ার, ২৫ অগাস্ট : সাইবার সুরক্ষা নিয়ে সোমবার সেমিনার করল আলিপুরদুয়ার শহরের একটি বেসরকারি কলেজ। এদিন কলেজের ওই সেমিনারে অংশ নেন মোট ৬০ জন পড়ুয়া। সেমিনারে বিভিন্ন বক্তার আলোচনায় উঠে এসেছে সাইবার প্রতারণার হাত থেকে কীভাবে রেহাই পাওয়া যেতে পারে সেই দিকটি। ইন্ডিয়ান স্কুল অফ এথিক্যাল হ্যাকারের কর্ণধার সন্দীপ সেনগুপ্ত বলেন, 'বর্তমান সমাজে একটি অন্যতম সমস্যা সাইবার প্রতারণা। এই সমস্যা সমাধানে সকলকে আরও সচেতন থাকতে হবে।' আয়োজক কলেজের ডিরেক্টর সুমিত ভট্টাচার্য জানান, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে।

খাবারের প্লেটে স্বনির্ভরতা

ফাস্ট ফুডে আসক্ত বর্তমান প্রজন্ম। স্কুল পড়ুয়াদের তো কথাই নেই। মোমো, চাউমিন পেলে ওরা হামলে পড়ে প্লেটের ওপর। উঠতিবয়সিদের চাহিদাতেই বীরপাড়ার কলেজ রোডে গজিয়ে উঠেছে একের পর এক ফাস্ট ফুডের দোকান। সেই দোকান করে স্বাবলম্বী হয়েছেন গৃহবধূরা। আয় বেড়েছে পরিবারের। খোঁজখবর নিলেন মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৫ অগাস্ট : স্কুলবেলায় টিফিন পিরিয়ডে পিংকি, রিয়া, রাজু, উমেশদের কলরবে কান ঝালাপালা হয়ে যায় মোমো দিদিদের। হাতে সাকুল্যে ৪০ মিনিট সময়। ওই সময়টুকুর মধ্যেই টিফিন করা চাই। মিড-ডে মিলের ডাইনিং শেডের বদলে ওদের অনেকেই ভিড় করে ফাস্ট ফুডের দোকানে। চাহিদা মূলত মোমো আর চাউমিনের! তবে হটকেক বরাবরই মোমো। আর মেনুকা, ধনমায়াদের হাতে যেন জাদু! ওদের হাতে গড়া মোমো খেতে শুধু স্কুল পড়ুয়ারাই নয়, ভিড় করেন বড়রাও। এমনকি পঁচিশ কিলোমিটার দূরের ফালাকাটা শহর থেকেও উৎসাহীরা মাঝে মাঝে মোমো খেতে হাজির হন বীরপাড়ার ওই দোকানগুলিতে। কলেজ রোডের দোকানগুলিতে তৈরি মোমোর সুখ্যাতি জায়গাটার পরিচিতিই যেন পালটে দিয়েছে। তাই বীরপাড়ার কলেজ রোডের নাম লোকমুখে এখন 'মোমো গলি'।

নেপালি হাইস্কুলের বিপরীতে মেনুকা প্রধান আর ধনমায়া প্রধানদের দোকান। পার্টনারশিপে ব্যবসা। মেনুকার স্বামী গাড়িচালক। ধনমায়ার স্বামী বিদ্যুৎকর্মী। মেনুকা বলছিলেন, 'ঘরে বসে থেকে কী করব? খাবার বিক্রি করে দু'পয়সা বাড়তি রোজগার হচ্ছে। পরিবারে কিছুটা হলেও সাচ্ছল্য এসেছে।' ধনমায়ার কথায়, 'বাচ্চারা স্কুলে যাওয়ার পর তো একপ্রকার বসেই থাকতে হয়! তার চেয়ে মোমো, চাউমিন বিক্রি করা অনেক লাভজনক।'

বীরপাড়া হাসপাতালের গেট থেকে শুরু করে নেপালি হাইস্কুল পর্যন্ত কমবেশি ২৫টি ফাস্ট ফুডের দোকান রয়েছে। কেবলমাত্র মোতিমিল থেকেই নেপালি হাইস্কুল পর্যন্ত প্রায় ১৫টি। তাইপো, থুকপা, চাউমিন মিললেও প্রতিটি দোকানে মোমোর চাহিদাই বেশি। টিফিন পিরিয়ডে স্কুল পড়ুয়াদের ভিড় হয়। অফ পিরিয়ডে দোকানে আড্ডা জমান কলেজ পড়ুয়ারা। বিকেলের পর চলে আসেন স্থানীয় তরুণ-তরুণীরা। দোকানদারদের একটা বড় অংশই মহিলা। ফাস্ট ফুড বিক্রি করেই আজ স্বনির্ভর তাঁরা।

ফাস্ট ফুড বিক্রেতা স্ত্রীর হাত ধরে বর্তমানে স্বনির্ভর পরশ প্রধানও। বিরবিটির পরশ জানালেন, এক সময় তিনি দিল্লিতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতেন। লকডাউন শুরু হওয়ায় বীরপাড়ায় ফেরেন। তাঁর কথায়, 'আমার স্ত্রী সংগীতা আগেই ফাস্ট ফুডের দোকান চালু করেছিল। বাড়ি ফেরার পর ভাবলাম, ওকে একটু সহযোগিতা করি। পরে দেখছি ভালোই বিক্রিবাটা হচ্ছে। আমিও আর দিল্লি ফিরে যাইনি। এখন পাকাপাকিভাবে ফাস্ট ফুড বিক্রি করি। ফালাকাটা থেকেও অনেকে মোমো খেতে আসেন। রেডিমেড মোমো প্যাকেটবন্দি করে ফালাকাটায় সরবরাহ করার বরাতও মেলে।' পরশ, সংগীতারা জানালেন, প্রতিদিন কমবেশি শ-চারেক মানুষ তাঁর দোকানে ভিড় করেন। মোমোর চাহিদা দেখে পরশের দোকানের পাশেই ফাস্ট ফুডের দোকান খুলেছেন এলাকার গৃহবধূ মোতি থাপা। তিনিও বললেন, 'ভালোই বিক্রিবাটা হচ্ছে।'

মোমো গলিতে দুপুরবেলা থেকেই দেদার বিকোয় চাউমিন, মোমো, থুকপা, তাইপো। প্রতিটির প্লেট কুড়ি টাকা করে। তবে চিজ মোমো পঞ্চাশ টাকা। সারদাপল্লির মনোজ দাস বলছিলেন, 'এরা ভালোই মোমো বানায়। ফাস্ট ফুডের মধ্যে মূলত মোমোর চাহিদাই বেশি। আমরাও খাই। তবে কমবয়সিদেরই বেশি ভিড় হয়।' সুভাষপল্লির (৩ নম্বর) সৌম্য চক্রবর্তীর কথায়, 'বর্তমান প্রজন্মের খাদ্যাভ্যাস একটু অন্যরকমের। এসব খাদ্য উঠতি প্রজন্মের পছন্দের তালিকায়। এজন্যই আমাদের এখানে দোকানগুলি রমরমিয়ে চলছে। এতে কয়েকটি পরিবারের রুজি সংস্থানের পথ খুলে গিয়েছে। লাভবান হচ্ছেন মূলত বধূরাই। কারণ দোকানগুলির বেশিরভাগই মহিলা পরিচালিত।'

আবার আক্ষেপের দৃশ্যও রয়েছে। যেমন আক্ষেপ করছেন প্রভাকর বিশ্বকর্মা। তিনি বলছেন, 'বছর দশেক ধরে ফাস্ট ফুড বিক্রি করছি। কিন্তু ইদানীং বিক্রি কমেছে। কারণ দোকানের সংখ্যা বেড়েছে। তবু ব্যবসা ধরে রেখেছি।'

রাগার নীতিবোধে প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : ১৩০ তম সংবিধান সংশোধনী বিলের খসড়া প্রকাশের পর থেকে প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি। প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিচ্ছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এই ইস্যুতে রাহুলকে পালটা নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। প্রশ্ন তুললেন কংগ্রেস সাংসদের নৈতিকতা নিয়ে।

১২ বছর আগে তৎকালীন ইউপিএ সরকার দোষী সাব্যস্ত জনপ্রতিনিধিদের বাঁচাতে একটি অধ্যাদেশ এনেছিল। যাতে অযোগ্য ঘোষিত সাংসদ, বিধায়কদের পুনরায় নির্বাচিত হয়ে আসতে ৩ মাস সময় দেওয়া হয়েছিল।

পশুখাদ্য দুর্নীতি মামলায় দোষী সাব্যস্ত আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবকে বাঁচাতেই মূলত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার এই অধ্যাদেশটি এনেছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু রাহুল গান্ধি 'ননসেন্স' বলে প্রকাশ্যে অধ্যাদেশটি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। যার জেরে প্রবল অস্বস্তিতে পড়েছিল মনমোহন সিং সরকার।

সামনেই বিহার বিধানসভা নির্বাচন। সেখানে আরজেডির সঙ্গে জোট বেঁধে লড়ছে রাহুল গান্ধির কংগ্রেস। এমন একটা সময়ে রাহুলের সেই অধ্যাদেশ ছিঁড়ে ফেলার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অমিত শা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'লালুপ্রসাদ যাদবকে বাঁচাতে মনমোহন সিং সরকারের আনা ওই অধ্যাদেশ কেন রাহুল গান্ধি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন? সেদিন যদি নীতিগত কারণে তিনি তা করেছিলেন, তাহলে সেই নীতি আজ কোথায় গেল? পরপর ৩ বার নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় কি আপনার নীতিবোধ বদলে গিয়েছে? নির্বাচনে হারজিতের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের কোনও সম্পর্ক নেই, বরং নৈতিক মূল্যবোধ চাঁদ-সূর্যের মতো দৃঢ় হওয়া উচিত।'

তিনি আরও বলেন, 'নিজের দলের সরকারের পদক্ষেপের প্রতিবাদ করেছিলেন রাহুল। অথচ তিনিই এখন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে জেতার জন্য দোষী সাব্যস্ত লালুপ্রসাদকে জড়িয়ে ধরেছেন। তাহলে সেইদিন প্রতিবাদ করেছিলেন কেন? মনমোহন সিং তো চিরদিনের মতো ইতিহাসের কাছে দোষী হয়ে গেলেন।'

দিনকয়েক আগে সংসদের বাদল অধিবেশনে ১৩০ তম সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেছে মোদি সরকার। সেখানে বলা হয়েছে, যদি প্রধানমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অথবা মুখ্যমন্ত্রীকে কোনও মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে ন্যূনতম পাঁচ বছরের জেলের শাস্তি দেয় আদালত এবং কমপক্ষে ৩০ দিনের জন্য তিনি কারাবন্দি থাকেন, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ৩১ তম দিনে পদ হারাবেন। কেন্দ্রের এই খসড়া বিলের বিরোধিতা করছে কংগ্রেস। শা'র যুক্তি, শুধু বিরোধীরা নয়, শাসক শিবিরের ওপরও প্রস্তাবিত শর্তাবলি সমানভাবে কার্যকর হবে। দলমত নির্বিশেষে দোষী সাব্যস্ত এবং ৩০ দিন জেলে কাটানো সব প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীকে পদ খোয়াতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কথা উল্লেখ করে শা জানান, মোদি নিজেই প্রস্তাবিত আইনের আওতায় প্রধানমন্ত্রী পদকে আনার পক্ষে সওয়াল করেছেন। আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের উদ্দেশে তাঁর কটাক্ষ, 'সংবিধানপ্রণেতারা কখনও কল্পনা করেননি যে ভবিষ্যতে নেতারা এত নির্লজ্জ হয়ে উঠবেন। জেলে গিয়েও তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী পদ ছাড়বেন না।' জবাব দিতে দেরি করেননি কেজরিওয়ালও। সোমবার দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে প্রশ্ন তুলেছেন, 'যদি কাউকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয় এবং তিনি যদি পরবর্তীকালে আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হন তাহলে যাঁরা তাঁকে ফাঁসিয়েছেন তাঁদের কত দিনের জেল হবে?'

> পরপর ৩ বার নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় কি আপনার নীতিবোধ বদলে গিয়েছে? নির্বাচনে হারজিতের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের কোনও সম্পর্ক নেই, বরং নৈতিক মূল্যবোধ চাঁদ-সূর্যের মতো দৃঢ় হওয়া উচিত।
>
> **অমিত শা**

ধনকরকে নিয়ে গুঞ্জন

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি জগদীপ ধনকরকে। তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে বলে গুঞ্জন চলছিল। সোমবার সেই জল্পনা খারিজ করে অমিত শা বলেন, 'জগদীপ ধনকর তাঁর পদত্যাগপত্রে স্পষ্টভাবে স্বাস্থ্য-সমস্যার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি একটি সাংবিধানিক পদে ছিলেন এবং সংবিধান মেনে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বাস্থ্যগত কারণে পদত্যাগ করেন। এই বিষয়ে খুব বেশি আলোচনা করা উচিত নয়।'

দেখা যদি হল সখা, প্রাণের মাঝে আয় : লখনউ নিজের সন্তানকে বরণ করল বীরের মর্যাদায়। সিটি মন্টেসরি স্কুলের প্রাক্তনী গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা শহরে পা রাখতেই পুষ্পবৃষ্টি করল স্কুল পড়ুয়ারা। শিশু পড়ুয়াদের অনেককেই দেখা গেল মহাকাশচারীর পোশাকে বেলুন ওড়াতে। শিশুদের কাছে পেয়ে শুভাংশু বললেন, '২০৪০-এ চাঁদে যেতে তোমরা তৈরি তো?' কান-ফাটানো চিৎকারে শিশুরা জবাব দিল, 'হ্যাঁ...।'

জেপিসি নিয়ে চিড় 'ইন্ডিয়া' জোটে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : সদ্যসমাপ্ত বাদল অধিবেশনে শাসক শিবিরকে বেগ দিয়েছে ঐক্যবদ্ধ বিরোধীরা। একাধিক বিতর্কে ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলি একসঙ্গে গলা মিলিয়েছে। কিন্তু অধিবেশন শেষ হতে না হতেই বিরোধী ঐক্যে ভাঙনের লক্ষণ স্পষ্ট। যার কেন্দ্রে রয়েছে যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)-তে প্রতিনিধিত্ব নিয়ে টানাপোড়েন।

গত সপ্তাহে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা লোকসভায় ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী সহ তিনটি বিতর্কিত বিল পেশ করেন। ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিলের প্রস্তাব অনুযায়ী, কোনও প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যদি গুরুতর অপরাধ বা দুর্নীতির অভিযোগে টানা ৩০ দিন আইনি হেপাজতে থাকেন সেক্ষেত্রে তাঁকে পদ খোয়াতে হবে। বিলটি উপস্থাপনের সময় বিরোধী শিবিরে ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতার ছবি দেখা গেলেও এক সপ্তাহের মধ্যে চিত্রপট পালটে গিয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি (সপা) এবং আম আদমি পার্টি (আপ) সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তারা জেপিসিতে কোনও সদস্য পাঠাবে না। তৃণমূলের বক্তব্য, জেপিসি আসলে 'ভাঁওতা', যে কমিটির মাধ্যমে সরকার কেবলমাত্র একটি নাটক মঞ্চস্থ করছে। সূত্রের খবর, উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনাও একই পথে হাঁটতে পারে।

অন্যদিকে, সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান নিয়েছে কংগ্রেস। তাদের মতে, জেপিসিতে থেকে শক্তিশালী বিরোধিতা গড়ে তোলা সম্ভব এবং সরকারপক্ষের অযৌক্তিক পদক্ষেপগুলি জনসমক্ষে আনার জন্য এই মঞ্চ কাজে লাগানো যেতে পারে। কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করছেন, বিতর্কিত এই বিলগুলি নিয়ে জনমত তৈরির জন্য জেপিসিতে অংশগ্রহণ করাই কৌশলগতভাবে লাভজনক। তাদের সঙ্গে একমত বাম দলগুলি। ডিএমকে, এনসিপি, আরজেডি এবং জেএমএম-কে এই ইস্যুতে পাশে পাওয়ার চেষ্টা করছে কংগ্রেস।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জেপিসি নিয়ে এই দ্বন্দ্ব বিরোধী জোটের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনকে সামনে নিয়ে এসেছে। এক বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা জানিয়েছেন, 'আমরা জানি যে জেপিসির নেতৃত্ব থাকবে এনডিএ-র হাতে, কিন্তু বিরোধী কণ্ঠকে একবারে অদৃশ্য করে দেওয়া উচিত নয়। সংসদে আলোচনা না করে বিল পাশের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাই জেপিসিতে আমাদের অবস্থান জানানো জরুরি।'

রাজনৈতিক মহলের আশঙ্কা, কংগ্রেস যদি জেপিসিতে একা যায় এবং তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' দলগুলি যেমন বিজেডি, ওয়াইএসআর কংগ্রেস, বিআরএস সেখানে যুক্ত হয়, তাহলে বিরোধী কণ্ঠস্বর দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। তখন সরকার পক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকা জেপিসিতে এই নিরপেক্ষ দলগুলির অবস্থান 'বিরোধী মত' হিসেবে গণ্য হওয়ার ঝুঁকি থাকবে।

মৃত ৮ পুণ্যার্থী

লখনউ, ২৫ অগাস্ট : তীর্থযাত্রীদের ট্র্যাক্টরে একটি ট্রাক এসে ধাক্কা মারলে দুই শিশু সহ আটজন প্রাণ হারিয়েছে। আহতের সংখ্যা ৪৩। ট্র্যাক্টরে ৬১ জন ছিলেন। রবিবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহর ও আলিগড় সীমানার আরনিয়া বাইপাসে। ট্রাকের চালক পলাতক।

মোদির ডিগ্রি প্রকাশে না কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : শিক্ষাগত যোগ্যতা বিতর্কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে স্বস্তি দিল দিল্লি হাইকোর্ট। সোমবার আদালত জানিয়েছে, মোদির স্নাতক শংসাপত্র প্রকাশ করতে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় বাধ্য নয়। আর আদালতেরও এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বাধ্য করার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করছে না। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের (সিআইসি) নির্দেশও খারিজ করেছে উচ্চ আদালত।

২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন অনুমতি দিয়েছিল ১৯৭৮ সালের বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সব ছাত্রছাত্রীর নথি খতিয়ে দেখার। বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ওই বছর বিএ পাশ করেছিলেন। তবে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে এবং ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে প্রথম শুনানির দিনেই তা স্থগিত হয়ে যায়।

আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা যুক্তি দেন, তথ্য আইনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের চেয়ে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, তারা ছাত্রছাত্রীদের তথ্য 'ফিডিউশিয়ারি ক্যাপাসিটি' অর্থাৎ দায়িত্ব নিয়ে রক্ষা করে। তাই 'কেবলমাত্র কৌতূহল' মেটানোর জন্য সেই তথ্য দেওয়া যায় না। তবে আদালত চাইলে তারা প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রির নথি দেখাতে রাজি।

অন্যদিকে আরটিআই আবেদনকারী নীরজ শর্মার আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা জনস্বার্থের বিষয়। অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেরাই পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইট, নোটিশ বোর্ড বা সংবাদপত্রে প্রকাশ করত। তাই এই তথ্য গোপন করার কোনও যুক্তি নেই।

সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি শচীন দত্ত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদনে সায় দিয়ে সিআইসি-র নির্দেশ বাতিল করে দেন। প্রধানমন্ত্রী মোদির ডিগ্রি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক বিতর্ক চলছে। আজকের রায়ের পর সেই ডিগ্রি বিতর্ক আর চলে কি না, সেটাই দেখার।

মশকরার জন্য ক্ষমা চাইতে নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : সমাজমাধ্যমে 'রসিকতা' আর 'ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ'—এই দুইয়ের সীমারেখা টেনে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। সোমবার এক নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, কৌতুকশিল্পী সময় রায়না সহ পাঁচ জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সারকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।

সোমবারের শুনানিতে আদালতের পর্যবেক্ষণ, হাসি জীবনের অংশ, কিন্তু যখন অন্যের দুর্বলতা নিয়ে আমরা হাসি-মশকরা করি, তখন সেটা আর নির্মল বিনোদন থাকে না। তখন সেটা হয়ে যায় আঘাত। ইনফ্লুয়েন্সারদের সতর্ক করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, আপনারা বিনোদনের আড়ালে বাণিজ্য করছেন। এরকম একটা মঞ্চ থেকে গোটা সম্প্রদায়ের অনুভূতিকে আঘাত করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এও জানিয়েছে, 'নিজেদের চ্যানেল বা সমাজমাধ্যমে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলে আপাতত ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে ছাড় দেওয়া হবে অভিযুক্তদের।'

অতিবৃষ্টিতে ফুলেফেঁপে উঠেছে গঙ্গা নদী। সোমবার প্রয়াগরাজে।

পাকিস্তানকে বন্যার সতর্কতা দিল্লির

ইসলামাবাদ ও নয়াদিল্লি ২৫ অগাস্ট : ভারত দায়িত্বশীল। পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক সেই অর্থে না থাকলেও মানবিকতা থেকে সরে আসেনি ভারত। লাগাতার বৃষ্টির জেরে জম্মু ও কাশ্মীরের ইরাবতী নদীতে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় পাকিস্তানকে সতর্ক করল ইসলামাবাদে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশন। রবিবার সতর্কবার্তাটি দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় হাইকমিশনের বার্তায় বলা হয়েছে, জম্মুতে মুষলধারায় বৃষ্টির জেরে ইরাবতী নদীতে জলস্ফীতি দেখা দিয়ে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানের অবস্থান নদীর নিম্ন অববাহিকায়। অচিরেই দেশটি প্লাবিত হতে পারে। জিও নিউজ এই তথ্য উল্লেখ করে জানিয়েছে, সম্ভাব্য বন্যা সম্পর্কে পড়শি দেশকে সতর্ক করে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ভারতের সদিচ্ছাই প্রকাশ পাচ্ছে। খবরে বলা হয়েছে, ভারতের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার পরেই পাকিস্তানজুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে। তা চলবে ৩০ অগাস্ট

পর্যন্ত। বহু নাগরিককে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেওয়াও সম্ভব হয়েছে।

মে মাসে সিঁদুর অভিযানকে কেন্দ্র করে ভারত-পাক সংঘর্ষের পর এই প্রথম পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ করল ভারত। পহলগাম কাণ্ডের পর ভারত-পাক কূটনৈতিক সম্পর্কে দাঁড়ি চলছে। স্থগিত সিন্ধু জলচুক্তি। কিন্তু তারপরেও ভারত মানবিকতা থেকে পিছু হটেনি।

হাসপাতালে হামলা হত ১৫

জেরুজালেম, ২৫ অগাস্ট : ফের বিমানহানা চালানো হল হাসপাতালে। সোমবার গাজার দক্ষিণে নাসের হাসপাতালে বিমানহানায় তিন সাংবাদিক সহ অন্তত ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। সাংবাদিকদের মধ্যে রয়টার্সের চিত্র সাংবাদিক হাতেম খালেদ আছেন। তিনি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমটিতে চুক্তিতে কাজ করতেন। এর আগে অন্য এক হাসপাতাল চত্বরের গেটের কাছে ইজরায়েলি হানায় নিহত হন পাঁচ সাংবাদিক। তাঁরা ছিলেন আল জাজিরার। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু প্যালেস্তাইনের গাজা শহর হাতের মুঠোয় আনতে কয়েক হাজার সেনা পাঠিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সোমবার নাসের হাসপাতালে বিমান আক্রমণ হানে আইডিএফ। তীব্র নিন্দা করেছে আন্তর্জাতিক মহল। নিরীহ মানুষকে হত্যা যুদ্ধাপরাধের শামিল বলে অভিযোগ তুলেছেন মানবাধিকার কর্মীরা।

ধুঁকছে আয়ুষ্মান ভারত

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : হাসপাতালে ঢোকার মুখে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল জামিল আনসারির। ভাবছিলেন, শেষপর্যন্ত চিকিৎসা জুটবে তো! ফরিদাবাদের এই বাসিন্দা বেশ কিছুদিন ধরে ক্যানসারে ভুগছেন। কিন্তু সেই ভোগান্তির সঙ্গে যোগ হয়েছে চিকিৎসা সংকট। কানাঘুষো তিনি শুনেছিলেন, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কার্ড থাকলেও সরকারি বা বেসরকারি—কোনও হাসপাতালেই চিকিৎসা মিলছে না।

সাত বছর আগে শুরু হওয়া 'প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা' বা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে বছরে প্রতি পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা কভারেজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। এপর্যন্ত ১২ কোটিরও বেশি পরিবার এর আওতায়। কিন্তু গোটা দেশে সরকারের কাছে হাসপাতালগুলির বকেয়া বিলের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ১.২১ লক্ষ কোটি টাকায়। ফলে মণিপুর, রাজস্থান থেকে জম্মু ও কাশ্মীর পর্যন্ত প্রায় সর্বত্র বেসরকারি হাসপাতাল রোগীদের ফিরিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পাওয়া আর চাঁদে গিয়ে কফি খাওয়া তো একই ব্যাপার! সুতরাং জামিলের দুর্ভাবনার কারণটা একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো নয়।

সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সবচেয়ে করুণ দশা হরিয়ানায়। এখানে জাতীয় প্রকল্পের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের 'চিরায়ু যোজনা', দুটোই থমকে গিয়েছে অর্থাভাবে। ৭ অগাস্ট থেকে ৬০০-র বেশি বেসরকারি হাসপাতাল পরিষেবা বন্ধ রেখেছে, বকেয়া প্রায় ৫০০ কোটি টাকা হয়ে যাওয়ায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, একদিকে বকেয়া তো বাড়ছেই। তার ওপর সরকারি নির্দেশিকা মোতাবেক চিকিৎসা-প্যাকেজের হার অনেক কম এবং কাটছাঁট হচ্ছে বিলের টাকাতেও। ফলে সরকারি প্রকল্পের হ্যাপা সামলাতে গিয়েও গণেশ ওলটানোর জোগাড় বেসরকারি পরিষেবার।

দিল্লির কাছে পানিপথে ২৪ অগাস্ট চিকিৎসকদের সংগঠন আইএমএ আন্দোলনে নেমে আয়ুষ্মান প্রকল্পের চুক্তিপত্র পুড়িয়ে দেয়। সরকারি ও বেসরকারি টানাপোড়েনে রোগীরাই পড়েছেন সবচেয়ে বিপাকে। কারও ক্যানসারের কেমোথেরাপি শুরু হলেও অনেককে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাউকে নগদ টাকায় চিকিৎসা করাতে হচ্ছে। কারখানার শ্রমিক ধর্মবীরের কটাক্ষ মেশানো আক্ষেপ, 'সরকারি কার্ড আছে, কিন্তু কাজে লাগে না। তাই গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।' সরকারের দাবি, 'হাসপাতালগুলি বাড়তি বিল দিচ্ছে, তাই খতিয়ে দেখতে সময় লাগছে।' তবে ডাক্তাররা বলছেন, 'বাজেট না বাড়ালে আর স্বচ্ছতা না এলে প্রকল্প ভেঙে পড়বে।'

দেশজুড়ে চিকিৎসার চালচিত্রটা প্রায় একই। মণিপুরে ৮০ কোটি বকেয়া, জম্মু ও কাশ্মীরে ৩০০ কোটি, রাজস্থানে ২০০ কোটি টাকা আটকে আছে। অথচ প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাবি করেছিলেন, আয়ুষ্মান ভারত সাধারণ মানুষকে ১.২ লক্ষ কোটি টাকা বাঁচাতে সাহায্য করেছে!

বকেয়া লক্ষ কোটি টাকা

একনজরে

- আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে হাসপাতালের বকেয়া বিল দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.২১ লক্ষ কোটি টাকা
- শুধু হরিয়ানাতেই ৬০০-র বেশি বেসরকারি হাসপাতাল পরিষেবা বন্ধ রেখেছে। বকেয়া প্রায় ৫০০ কোটি টাকা
- হাসপাতালগুলির অভিযোগ, বিল মেটাতে দেরি ও অযৌক্তিক কাটছাঁট হচ্ছে। সরকারের পালটা অভিযোগ, হাসপাতালগুলি অতিরিক্ত বিল করছে
- ধারের ভারে ধুঁকছে মণিপুর, রাজস্থান, জম্মু-কাশ্মীর সহ প্রায় সব রাজ্যই

শুল্কের ধামাকা সামলাতে আজ বৈঠকে পিএমও

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্কের সঙ্গে ২৫ শতাংশ হারে জরিমানা যোগ করেছে ট্রাম্প সরকার। এর জেরে আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া এদেশের পণ্যে মোট শুল্কের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশ। বুধবার থেকে শুল্কের নয়া হার কার্যকর হওয়ার কথা। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে (পিএমও) এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসছে। আমেরিকার চড়া শুল্কের মোকাবিলায় ভারতের কৌশল নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা।

সূত্রের খবর, পিএমও-র মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে হতে যাওয়া ওই বৈঠকে একাধিক দপ্তরের আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করবেন। তার আগে সরকারের তরফে বিভিন্ন বণিকগোষ্ঠী এবং রপ্তানিকারকদের সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে। রপ্তানিকারীরা কেন্দ্রকে জরুরি ঋণ গ্যারান্টি প্রকল্প এবং ক্ষেত্র বিশেষে কর কমানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। ২৬ অগাস্টের বৈঠকে সেইসব প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ নিয়ে আলোচনা

হওয়ার কথা। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, রপ্তানি ক্ষেত্র এবং দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ওপর ট্রাম্পের শুল্কবৃদ্ধির সিদ্ধান্তের প্রভাব যথাসম্ভব সীমিত রাখার চেষ্টা চলছে। এজন্য বিকল্প বাজারের খোঁজ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবারের বৈঠকের পর সরকারের তরফে বড় ঘোষণা করা হতে পারে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

তবে আমেরিকার চাপে ভারত যে রাশিয়া থেকে তেল কেনার নীতি থেকে সরে আসবে না, সে ব্যাপারে আগেই অবস্থান স্পষ্ট করেছে মোদি সরকার। রবিবার মস্কোয় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিনয় কুমার বলেন, 'অন্যায় এবং অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা। আমাদের লক্ষ্য হল ১৪০ কোটি ভারতীয়ের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ভারতের জ্বালানি নীতি দেশবাসীর কথা ভেবে ঠিক হয়। কোনও বিদেশি চাপ এই নীতিতে বদল আনতে পারবে না।' যে দেশ ভারতকে কম দামে জ্বালানি তেল সরবরাহ করবে, তাদের কাছ থেকেই তা কেনার কথা জানিয়েছেন রাষ্ট্রদূত।

এদিকে ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। তাঁর বক্তব্য, 'রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে যাত্রাকে কঠিন করে তুলতে ভারতের ওপর শুল্কের বোঝা চাপানো হয়েছে। এটা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আগ্রাসী আর্থিক নীতির প্রয়োগ।'

আমিষ নিষিদ্ধ রাজস্থানে

জয়পুর, ২৫ অগাস্ট : ২৮ অগাস্ট এবং ৬ সেপ্টেম্বর, বছরে এই দুই দিন মাংস ও অন্যান্য আমিষ খাবার বিক্রি নিষিদ্ধ হল রাজস্থানে। ২৮ অগাস্ট 'পর্যুষন উৎসব' এবং ৬ সেপ্টেম্বর 'অনন্ত চতুর্দশী' পালন করা হয় এই রাজ্যে।

সোমবার মাংস বিক্রি বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজস্থান সরকার। ওই দুই দিন কষাইখানা, মাংসের দোকান বন্ধ থাকবে। এর আগে ডিম বিক্রি বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, ধর্মীয় সংগঠনগুলির দাবি মেনে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। আগে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে ১৫ এবং ২০ অগাস্ট মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। মানুষের খাদ্যাভ্যাসে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ বলে এর নিন্দা করেছিল বিরোধীরা।

সন্ত্রাসীদের ছাড়ব না : প্রধানমন্ত্রী

আহমেদাবাদ, ২৫ অগাস্ট : সিঁদুর অভিযানের তিন মাস পর ফের সন্ত্রাসীদের সাবধান করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানালেন, সন্ত্রাসীরা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন, তাঁর সরকার একজনকেও ছেড়ে দেবে না। পহলগামের ঘটনার পর ভারত জঙ্গিদের ওপর কীভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে, বিশ্ব তা দেখেছে।

প্রধানমন্ত্রী গুজরাটে একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দু'দিনের সফরে সোমবার আহমেদাবাদে এসে পৌঁছোন। মোদি তাঁর ভাষণে ভগবান কৃষ্ণ ও মহাত্মা গান্ধির কথা উল্লেখ করে জানান, তাঁদের দেখানো পথেই ভারত ক্ষমতাশালী হয়েছে।

মোদি বলেন, 'গুজরাটের এই ভূমি মোহনের। এই মোহনের একজন হলেন সুদর্শনচক্রধারী দ্বারকাধীশ মোহন। অন্যজন হলেন চরকাধারী মোহন। তিনি সবরমতীর পূজনীয় বাপু মহাত্মা গান্ধি। দু'জনের দেখানো পথ অনুসরণ করে ভারত শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সুদর্শনচক্রধারী মোহন আমাদের দেশ ও সমাজকে রক্ষা করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। তিনি সুদর্শনচক্রকে ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তার ঢাল হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, যা শত্রুকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেয়। এখন ভারতের সিদ্ধান্ত দেখছে গোটা বিশ্ব।' পহলগামে সন্ত্রাসী হামলার দু'সপ্তাহ পর ৭ মে ভারত সিঁদুর অভিযান করে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। এদিন আহমেদাবাদে মোদির রোড শো-এ বিপুল জনসমাগম হয়।

গ্রেপ্তার নিকি'র শ্বশুর, ভাশুর

নয়ডা বধূহত্যা মামলা

গ্রেটার নয়ডা, ২৫ অগাস্ট : স্বামী, শাশুড়ির পর এবার শ্বশুর এবং ভাশুর। গ্রেটার নয়ডায় বউকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪। বৃহস্পতিবার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় গ্রেটার নয়ডার সিরসার বাসিন্দা নিকি ভাটির। ভয়াবহ ঘটনার ২টি ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে। একটিতে দেখা যাচ্ছে, স্বামী বিপিন ভাটি এবং শাশুড়ি দয়াবতী নিকিকে মারধর করছে। অপর ভিডিওতে নিকিকে জ্বলন্ত অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখা গিয়েছে।

ঘটনার তদন্তে নেমে রবিবার বিপিন ভাটিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রেপ্তার হয় দয়াবতী। সোমবার নিকির শ্বশুর সত্যবীর এবং ভাশুর রোহিত ভাটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুজনেই গত কয়েকদিন গা-ঢাকা দিয়েছিল। তাদের খোঁজে নয়ডার বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছিল পুলিশ। এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে

সিরসার টোল প্লাজা এলাকা থেকে রোহিতকে ধরা হয়। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সিরসারই অন্য একটি জায়গা থেকে গ্রেপ্তার হয় সত্যবীর। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ২২ অগাস্ট স্থানীয় কাসনা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিল নিকির পরিবার। বধূহত্যার ঘটনায় সেখানে ধৃতদের প্রত্যেকের নাম রয়েছে। কিন্তু ওই রাত থেকেই বিপিন সহ ৪ অভিযুক্ত গা ঢাকা দেয়।

সোমবার বিপিন ও দয়াবতীকে আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন। ২০১৬-তে বিপিন ও রোহিত দু'ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল নিকি এবং তাঁর দিদি কাঞ্চনের। বিয়েতে স্করপিও, এনফিল্ড বাইক, কয়েক লক্ষ টাকা নগদ এবং বেশ কিছু গয়না দিয়েছিলেন নিকি, কাঞ্চনের বাবা ভিখারি সিং পায়লা। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হয়নি ভাটি পরিবার। দু-বোনের ওপর নিয়মিত অত্যাচার চলত। যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে বৃহস্পতিবার। নাবালক ছেলের সামনে পুড়িয়ে মারা হয় নিকিকে। সেই ঘটনার ভিডিও নিজের মোবাইল ফোনে তুলে রেখেছিলেন কাঞ্চন, যা পরে ভাইরাল হয়েছে।

ঐক্য ও মানসিক শক্তির উপর জোর খালিদের

বাগান ফুটবলারদের বাদ দিয়েই দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ফুটবলারদের বাদ দিয়েই দল ঘোষণা করলেন খালিদ জামিল।

মঙ্গলবার ভোররাতে তাজিকিস্তান উড়ে যাচ্ছে ভারতীয় দল। তার আগে এদিন কোচ হিসাবে প্রথমবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হল খালিদ। টানা ১০ দিন শিবির করলেও তিনি হাতে মোহনবাগান ফুটবলারদের পাননি। তাছাড়া সেমিফাইনালিস্ট দুই দল ইস্টবেঙ্গল এফসি ও জামশেদপুর এফসি এবং ফাইনালের নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র ফুটবলারদেরও পেয়েছেন দেরিতে। কাফা নেশনস কাপের জন্য তাজিকিস্তানে উড়ে যাওয়ার আগে প্রস্তুতি নিয়ে খালিদের মন্তব্য, 'এই মুহূর্তে আসন্ন ম্যাচগুলিতেই আমাদের একমাত্র ফোকাস। এটা বলতে গেলে প্রথম ধাপ। খুবই অল্প সময় ছিল প্রস্তুতির জন্য। তবে কাজ শুরু হলে, সামনের দিকে তাকানোর অর্থাৎ পরবর্তী ধাপ নিয়ে ভাবার সময় পাওয়া যাবে।' মানোলো মার্কুয়েজ রোকা শেষ দুই ম্যাচে গুরপ্রীত সিং সান্ধুকে বাদ দিলেও খালিদের দলে ফিরে এসেছেন এই অভিজ্ঞ গোলরক্ষক। অবশ্য তাজিকিস্তানে তিনি পাচ্ছেন না বিশাল কেইথকে। ২৯ তারিখ প্রথম ম্যাচেই আয়োজক দেশের মুখোমুখি হবে ভারত। প্রতিপক্ষ সম্পর্কে খালিদের মন্তব্য, 'আমরা তাজিকিস্তান, ইরান ও আফগনিস্তান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছি। প্রত্যেক দলই শক্তিশালী এবং সম্প্রতি খুবই ভালো খেলছে। কিন্তু আমাদের নিজেদের খেলা এবং মানসিক শক্তির উপর জোর দিতে হবে। আসল হল নিজেদের উপর আস্থা এবং একজোট হয়ে খেলা। উন্নতি হচ্ছে তবে সময় লাগবে। সিনিয়ারদের সঙ্গে জুনিয়ারদের তৈরি করে একটা শক্তিশালী দল গড়ে তোলাই আমার মূল লক্ষ্য।'

কাফা নেশনস কাপে এই প্রথমবার খেলছে ভারত। তাজিকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলার পর ১ ও ৪ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে ভারতের বাকি দুই ম্যাচ ইরান ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে। গ্রুপের সেরা দল উজবেকিস্তানের তাসখন্দে ফাইনাল খেলবে। সেখানে দ্বিতীয় দল খেলবে তৃতীয় স্থানাধিকারী ম্যাচ। যাওয়ার আগে খালিদের মুখে ঐক্যবদ্ধ থাকার পাশাপাশি ফুটবলারদের পেশাদারিত্বের কথাও শোনা গিয়েছে এদিন। তাঁর বক্তব্য, 'ফুটবলাররা সকলেই পেশাদার। মাঠে ঢোকার পর তাদের মাথায় আর অন্য কিছু থাকে না। এটুকু বলতে পারি, প্রত্যেকেই কঠোর পরিশ্রম করেছে। যাদের পাওয়া গেছে তাদের নিয়েই একটা দল হিসাবে খেলব। এবং নতুনদের সুযোগ দেওয়া হবে তারকা হয়ে ওঠার জন্য।' মোহনবাগান ফুটবলারদের না পাওয়াকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন না তিনি, 'ওরা আসেনি। কী করা যাবে? যাদের পাওয়া গেছে তাদের নিয়েই আমি খুশি। আমার কাছে কোনও অজুহাত বা অভিযোগের জায়গা নেই।'

২৩ জনের স্কোয়াড

গোলকিপার : গুরপ্রীত সিং সান্ধু, অমরিন্দার সিং, ঋতিক তিওয়ারি

ডিফেন্ডার : রাহুল ভেকে, নাওরেম রোশন সিং, আনোয়ার আলি, সন্দেশ ঝিংগান, চিঙ্গলেসানা সিং, মিনথাংমাওয়ইয়া রালতে, মুহম্মদ উবেইস

মিডফিল্ডার : নিখিল প্রভু, সুরেশ সিং ওয়াংজাম, দানিশ ফারুখ, জিকসন সিং, বরিস সিং থাংজাম, আশিক কুরুনিয়ান, উদান্তা সিং, নাওরেম মহেশ সিং

স্ট্রাইকার : ইরফান ইয়াদওয়াদ, মনবীর সিং (জুনিয়ার), জিতিন এমএস, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে ও বিক্রমপ্রতাপ সিং

কাফা নেশনস কাপের জন্য জাতীয় দল ঘোষণার পর খালিদ জামিল।

গম্ভীরের ভরসার মর্যাদারক্ষায় প্রস্তুত হর্ষিত

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : তিনি নাকি গৌতম গম্ভীরের পছন্দের খেলোয়াড়।

ক্রিকেটীয় পরিসংখ্যান ছাপিয়ে বারবার ভারতীয় দলে ঢুকে পড়ার সেটাই নাকি মূল কারণ। হর্ষিত রানার নির্বাচন নিয়ে অতীতে বিতর্ক হয়েছে। এশিয়া কাপের দলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের পেস বোলারের নাম দেখে অবাক অনেকেই। পারফরমেন্স ছাপিয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ অগ্রাধিকার পেয়েছে-দল ঘোষণার পর থেকে সমালোচনার ঝড় হর্ষিতকে ঘিরে।

> ম্যাচ প্র্যাকটিসের মধ্যেই আছি আমি। গত ২০-২৫ দিনে ১২-১৩টি টি২০ ম্যাচ খেলেছি। দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের সুবাদে এশিয়া কাপের আগে পুরোদস্তুর প্রস্তুতি জারি। ভালো ছন্দে রয়েছি। সাফল্য পাচ্ছি। আমাকে যা উৎসাহ জোগাবে।
>
> **হর্ষিত রানা**

হর্ষিত যদিও বিতর্ক, সমালোচনা সরিয়ে হেডকোচ গম্ভীরের ভরসার মর্যাদা রাখতে বদ্ধপরিকর। আত্মবিশ্বাসী গলায় বলেও দিচ্ছেন, এশীয় যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ নিতে তিনি প্রস্তুত। মুখিয়ে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে জুটি বাঁধতেও। হর্ষিত বলেছেন, 'ম্যাচ প্র্যাকটিসের মধ্যেই আছি আমি। গত ২০-২৫ দিনে ১২-১৩টি টি২০ ম্যাচ খেলেছি। দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের সুবাদে এশিয়া কাপের আগে পুরোদস্তুর প্রস্তুতি জারি। ভালো ছন্দে রয়েছি। সাফল্য পাচ্ছি। আমাকে যা উৎসাহ জোগাবে।'

জসপ্রীত বুমরাহ, অর্শদীপ সিং, হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে পেস ব্রিগেডে হর্ষিত। প্রথম এগারোয় বুমরাহ-অর্শদীপ জুটি অগ্রাধিকার পাবে। অবশ্য বুমরাহকে তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিশ্রাম দেওয়ার ভাবনায় সুযোগ থাকবে হর্ষিতের সামনে। সঙ্গে খোঁচা, গম্ভীরের হাত মাথায় রয়েছে, তাই ঠিক প্রথম একাদশে জায়গা পেয়ে যাবে।

হর্ষিতের চোখ যদিও বুমরাহর সঙ্গে এশিয়া কাপে জুটি বাঁধায়। বলছিলেন,

বুমরাহর সঙ্গে জুটি বাঁধার অপেক্ষায়

'জসসিভাইয়ের উপস্থিতি বাকিদের মধ্যে কতটা প্রভাব ফেলে, বলে বোঝানো মুশকিল। ওর সঙ্গে খেলাটা সবসময় স্পেশাল। পরিস্থিতি সহজ করে দেয়। পাশে জসসিভাই থাকা মানে আমাদের চাপ কম।'

অবশ্য জাতীয় দলে খেলা বাকিদের মতো তাঁর কাছেও অনুপ্রেরণা। ফলাফল কী হবে না ভেবে সুযোগ পেলে নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে চান। ২টি টেস্ট, ৫টি ওডিআই খেললেও এখনও পর্যন্ত একটি মাত্র টি২০ ম্যাচ খেলেছেন হর্ষিত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত জানুয়ারিতে যে ম্যাচে তিন উইকেট নিয়ে জয়ের অন্যতম কারিগর হয়ে ওঠেন।

গম্ভীরদের সিদ্ধান্তে হতাশ কোচও

টেস্টের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষায় অধৈর্য অর্শদীপ

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : ২০২২ সালে সাদা বলের ফরম্যাটে আন্তর্জাতিক অভিষেক।

দ্রুত টি২০ ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার অন্যতম বোলিং অস্ত্র হয়ে ওঠেন। ৬৩টি ম্যাচে ভারতের হয়ে সর্বাধিক উইকেটের মালিকানাও অর্শদীপ সিংয়ের (৯৯টি) দখলে। যদিও সাদা বলে ধারাবাহিক সাফল্যেও খোলেনি টেস্টের দরজা। অপেক্ষা ক্রমশ দীর্ঘ। নীতীশকুমার রেড্ডি, প্রসিধ কৃষ্ণা, আকাশ দীপ, হর্ষিত রানা চোখের সামনে দিয়ে টেস্ট খেলছে, অথচ তিনি ব্রাত্য।

গত ইংল্যান্ড সফরে ডাক পাওয়ার পর আশায় ছিলেন টেস্ট অভিষেক নিয়ে। কিন্তু পাঁচ ম্যাচের লম্বা সিরিজেও স্বপ্নপূরণ হয়নি। যা অর্শদীপের ছটফটানি আরও বাড়িয়েছে। এমনই দাবি অর্শদীপের রাজ্য দল পাঞ্জাবের বোলিং কোচ গগনদীপ সিংয়ের। বলেছেন, 'কয়েক মাস আগে কথা হয়েছিল, তখন ও ইংল্যান্ডে। সুযোগ না পাওয়ায় অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। ওকে শুধু বলি, তোমার সময়ও আসবে। অপেক্ষা করো। তবে আমার ধারণা, ইংল্যান্ডে অর্শদীপকে খেলানো উচিত ছিল। অর্শদীপ সুইং বোলার। লম্বাও। ইংলিশ কন্ডিশনের জন্য সব কিছু যথাযথ। জানি না, কেন টিম কম্বিনেশনে সুযোগ পেল না ও। হয়তো অর্শদীপের ওপর আত্মবিশ্বাস নেই কোচ, অধিনায়কের।'

গগনদীপ সিংয়ের মতে, টেস্ট অভিষেক না হলেও বাকি দুই ফরম্যাটে গত কয়েক বছরে জাতীয় দলের হয়ে নিয়মিত খেলছে। অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যা আরও ধারালো, নিখুঁত। বেশ কয়েক মাস অর্শদীপকে সামনে থেকে বোলিং করতে দেখেননি। তবে টিভিতে ম্যাচ দেখে যতটুকু বুঝেছেন, লাইন-লেংথ, ইয়র্কার, বাউন্সার নিয়ে পরিশ্রমের ঝলক অর্শদীপের বোলিংয়ে।

ভারতের হয়ে ৬৩টি টি২০ এবং ৯টি ওডিআই ম্যাচ খেলেছেন। বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের ফজল হক ফারুকির সঙ্গে যুগ্মভাবে সর্বাধিক উইকেটশিকারি ছিলেন অর্শদীপ (১৭টি)। আন্তর্জাতিক অভিষেকের ঠিক আগের মরশুমেই ছাত্র হিসেবে অর্শদীপকে পেয়েছিলেন গগনদীপ। শুরুতে জোর দেন লাইন লেংথ, স্পট বোলিং এবং রিস্ট পজিশনে। খুব দ্রুত যার সুফল পেয়েছিলেন।

গগনদীপ বলেছেন, 'প্রথম যখন দেখি, তখন ও খুব বেশি স্লোয়ার ডেলিভারি করত। বলটাকেও যথাসম্ভব বাইরে রাখার প্রবণতা ছিল। কিন্তু লাল বলের ফরম্যাটে যে স্ট্র্যাটেজি কার্যকর নয়। শুরুতেই তাই জোর দিই লাইন লেংথে। কাজ করি ওর রিস্ট পজিশন নিয়ে। লক্ষ্য ছিল সিম পজিশন ঠিক করে সহজাত সুইং যত বেশি সম্ভব আদায় করে নেওয়া। পরবর্তী সময়ে যার সাফল্য পেয়েছে অর্শদীপ।'

বিরাটদের 'কোচ' হতে আগ্রহী এবি

ডারবান, ২৫ অগাস্ট : ২০২৬ আইপিএলে কি নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে এবি ডিভিলিয়ার্সকে? তা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জার্সিতেই? সম্ভাবনা এদিন উসকে দিলেন তিনিই। ২০০৮ থেকে ২০১০, তিন বছর ডেয়ার ডেভিলসে কাটিয়েছেন। ২০১১ সালে আরসিবি-তে যোগ দেন। সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্তে ২০২১-এ যে গাঁটছড়ায় ইতি পড়ে। নতুন দায়িত্বে ফের আরসিবি-তে ফিরতে চান এবি।

এক সাক্ষাৎকারে এবি জানান, আগামী দিনে নতুন ভূমিকায় আইপিএলে যোগ দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। তবে পুরো মরশুমের জন্য পেশাদার কোনও দায়িত্ব নেওয়া

চোখ ২০২৬ আইপিএল

তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ক্রিকেট থেকে অবসরের পর পুরোদস্তুর পেশাদার কেরিয়ারের পথে হাঁটতে চান না। সেক্ষেত্রে আইপিএলের মতো টি২০ লিগে ঠিকঠাক। আইপিএলে মানে এবির হৃদয়জুড়ে একটাই নাম আরসিবি। সম্ভব হলে কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে (কোচ বা মেন্টর) ফিরতে চান পুরোনো দলে। তবে পুরোটাই নির্ভর করবে ফ্র্যাঞ্চাইজির ওপর। আরসিবি চাইলে তিনি প্রস্তুত, জানিয়ে দিলেন এবি। ১১ বছর আরসিবি-র জার্সিতে ১৫৭টি ম্যাচে ২টি শতরান ও ৩৭টি হাফ সেঞ্চুরি সহ ৪,৫২২ রান করেছেন। স্ট্রাইক রেট ১৫৮.৩৩। ব্যাটিং গড় ৪১.১০। সবমিলিয়ে ১৮৪টি আইপিএল ম্যাচে সংগ্রহ ৫,১৬২ রান। ২০২২ সালে ক্রিস গেইলের সঙ্গে আরসিবি-র 'হল অফ ফেম'-এ জায়গা পান এবি।

হার ভারতের

কুয়ালালামপুর, ২৫ অগাস্ট : ইরাকের কাছে ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ২-১ গোলে হারল ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দল। ৩৬ মিনিটে দুলফিকার ইউনিসের গোলে এগিয়ে যায় ইরাক। তিন মিনিটের মধ্যে ভারতকে সমতায় ফেরান মহম্মদ সানান। ৭২ মিনিটে ইরাকের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন মুস্তাফা নাওয়াফ। এই ম্যাচে প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন বাংলার সাহিল হরিজন।

এমবাপে-ভিনিতে জয় রিয়ালের

মাদ্রিদ, ২৫ অগাস্ট : টানা দুই ম্যাচে জয়। জাভি অলন্সোর হাত ধরে লা লিগায় দাপট চলছে রিয়াল মাদ্রিদের।

প্রতিপক্ষ রিয়াল ওভিয়েদো দীর্ঘদিন পরে প্রোমোশন পেয়ে লা লিগায় এসেছে। দলের একমাত্র বড় মুখ বর্ষীয়ান স্প্যানিশ তারকা স্যান্টি কাজোরলা। এমন একটা দলকে ৩-০ ফলে হারাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি রিয়াল মাদ্রিদকে। ম্যাচে জোড়া গোল করেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। অপর গোলটি ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের।

দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডের মতো তারকাদের রিজার্ভ বেঞ্চে রেখেই খেলতে নেমেছিল রিয়াল। আর্জেন্টাইন ফুটবলার ফ্রাঙ্কো মাস্তানটুওনোকে প্রথম একাদশে রেখেছিলেন রিয়াল কোচ অলন্সো। ৩৩ মিনিটেই এমবাপের গোলে লিড নেয় রিয়াল। ৮৩ মিনিটে ফের গোল করেন ফরাসি তারকা। সংযোজিত সময়ে রিয়ালের তৃতীয় গোলটি আসে ভিনির পা থেকে। ম্যাচের পর কোচ জাভি অলন্সো বলেছেন, 'ওভিয়েদোর বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে দুরন্ত পারফরমেন্স করেছে ছেলেরা। আমি খুব খুশি। প্রথমার্ধে দারুণ ছন্দে ছিলাম আমরা। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ওভিয়েদো বেশ ভালো খেলেছে। ছন্দ ধরে রাখা কঠিন হয়ে গিয়েছিল।'

আপাতত ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগের তৃতীয় স্থানে উঠে এল রিয়াল।

জোড়া গোল করে উচ্ছ্বাস রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপের।

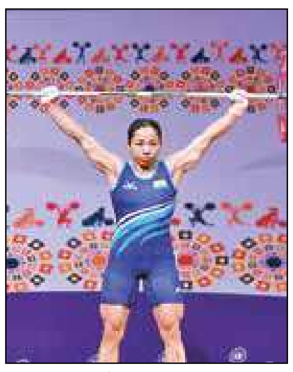

১৯৩ কেজি ওজন তুলে সোনা জিতলেন সাইখোম মীরাবাই চানু।

প্রত্যাবর্তনে সোনা জয় মীরাবাইয়ের

আহমেদাবাদ, ২৫ অগাস্ট : গত বছর প্যারিস অলিম্পিকের পর থেকে চোটে ভুগছিলেন সাইখোম মীরাবাই চানু। কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপেই তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটল। ভারোত্তোলনে ৪৮ কেজি ওজন বিভাগে নেমে আহমেদাবাদে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় স্ন্যাচ ও ক্লিন অ্যান্ড জার্ক মিলিয়ে মীরাবাই ১৯৩ কেজি ওজন তোলেন। দ্বিতীয় স্থানে শেষ করা মালয়েশিয়ার আইরিন হেনরি ১৬১ কেজি ওজন তুলে তাঁর থেকে অনেকটাই পিছিয়ে ছিলেন। প্রতিযোগিতায় মীরাবাই ছয়টির মধ্যে মাত্র তিনটিতে সফলভাবে লিফট করতে সক্ষম হয়েছেন। স্ন্যাচে প্রথম প্রয়াসে তিনি ৮৪ কেজি তুলতে পারেননি। ডান হাঁটু নিয়ে তাঁকে অস্বস্তিতে পড়তেও দেখা গিয়েছে।

আবেগঘন পোস্ট চেতেশ্বরের স্ত্রীর

'তোমার চোখ দিয়ে ক্রিকেট বুঝেছি'

রাজকোট, ২৫ অগাস্ট : অবসরের পর একদিন পার।

প্রথম ভালোবাসা ক্রিকেটকে আলবিদা জানিয়ে নতুন ইনিংস শুরুর ভাবনায় চেতেশ্বর পূজারা। যদিও চাইলেই সহজে ভুলে থাকা মুশকিল। গত দুই দশকের অভ্যাস। দৈনন্দিন রুটিনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ক্রিকেট। প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠেছিলেন ক্রিকেটের পূজারা। বছরের পর বছর সাধনার ফল, শতাধিক টেস্টের কীর্তি। স্বামীকে নিয়ে আবেগঘন বার্তায় তারই ছোঁয়া চেতেশ্বর পূজারার স্ত্রী পূজার।

সোশ্যাল মিডিয়ায় করা পোস্টে পূজা লিখেছেন, 'তোমার প্রথম ভালোবাসা, আবেগ ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছো। পুরো কেরিয়ারে যেভাবে মাথা উঁচু করে খেলছ, আমি গর্বিত। ক্রিকেট সম্পর্কে কিছু বুঝতাম না। তোমার চোখ দিয়ে দেখেছি, বুঝেছি। লম্বা সফরে তোমার থেকে প্রতিপদে জীবনের প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেছি। ভীষণভাবে মিস করব তোমার হয়ে গলা ফাটানো, সিরিজের আগে তোমাকে নিয়ে উদ্বেগে কাটানো মুহূর্তগুলি। মিস করব তোমার সাফল্যকে ঘিরে উৎসব, ক্রিকেটকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাকি সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে চলার দিনগুলিকে।'

> দেশের হয়ে খেলছ। লাখো, কোটি মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে। সিরিজে সাফল্যের জন্য প্রত্যেকে প্রার্থনা করছে। এইরকম পরিস্থিতিতে বল যখন শরীরে লাগে ব্যথা-যন্ত্রণা হয় ঠিকই। কিন্তু পরক্ষণে একটা বিষয় মাথায় ঘোরে, গোটা দেশ তাকিয়ে রয়েছে তোমার দিকে। মনকে বোঝাই, নিজের ওপর ভরসা হারালে চলবে না।
>
> **চেতেশ্বর পূজারা**

প্রতিটি সফল পুরুষের পিছনে স্ত্রীর অবদান অনস্বীকার্য। পূজারার ক্ষেত্রে স্ত্রীর পাশাপাশি বরাবর পাশে থেকেছে গোটা পরিবার। বাবা অরবিন্দ পূজারার ধ্যানজ্ঞান ছিল ছেলেকে টেস্ট ক্রিকেটার বানানো। নিজের অ্যাকাডেমিতে 'পুজি'-কে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকতেন। লড়াই, ধৈর্য ধরে ক্রিজ কামড়ে পড়ে থাকার অভ্যাসের নেপথ্যে বাবার সেই শিক্ষা।

দেশের হয়ে খেলা শিখিয়েছিল দায়বদ্ধতা, যে কোনও পরিস্থিতিতে ময়দান না ছাড়ার মন্ত্র। ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে পূজারার যে মানসিকতা ক্রিকেটপ্রেমীদের স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। গোটা শরীরজুড়ে অজি পেসারদের বলের আঘাতের পরও ক্রিজ ছাড়েননি।

গোটা কেরিয়ারে চেতেশ্বর পূজারা যে মাথা উঁচু করে খেলেছেন, তাতে গর্বিত তাঁর স্ত্রী পূজা।

পূজারার কথায়, দেশের প্রতি দায়িত্বের সামনে সবসময় কম পড়ে যায় ব্যথা-যন্ত্রণা।

এক সাক্ষাৎকারে পূজারা বলেছেন, 'দেশের হয়ে খেলছ। লাখো, কোটি মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে। সিরিজে সাফল্যের জন্য প্রত্যেকে প্রার্থনা করছে। এইরকম পরিস্থিতিতে বল যখন শরীরে লাগে ব্যথা-যন্ত্রণা হয় ঠিকই। কিন্তু পরক্ষণে একটা বিষয় মাথায় ঘোরে, গোটা দেশ তাকিয়ে রয়েছে তোমার দিকে। মনকে বোঝাই, নিজের ওপর ভরসা হারালে চলবে না। নিজের দক্ষতা, সেরাটা দিতে হবে। তবে এক-দুটো আঘাত ঠিক আছে। কিন্তু বারবার যখন একই জায়গা লাগে, সহ্য করা সহজ নয়। যা কাটিয়ে উঠতে মানসিক দৃঢ়তা গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি সবসময়। উনিই শক্তি জোগান।'

এদিকে, চেতেশ্বর পূজারার হঠাৎ অবসরে অনেকেই অবাক। কয়েকদিন আগেও রনজি ট্রফি খেলার কথা জানিয়েছিলেন। কাউন্টি খেলার দরজাও খোলা রেখেছিলেন। সেখানে অবসর। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, দলীপ ট্রফিতেও খেলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চল দলে জায়গা হয়নি। নির্বাচকদের যে পদক্ষেপের পরই দেওয়াল-লিখন বুঝতে অসুবিধা হয়নি। অবসরের সিদ্ধান্ত তারপরই।

মাঠ থেকে অবসর নেওয়া উচিত ছিল পূজারার : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : তিনি অপেক্ষা করেছিলেন। চেয়েছিলেন আরও একটা সুযোগ। কিন্তু সময়ের 'দেওয়াল লিখন' পড়তে ভুল করেছিলেন চেতেশ্বর পূজারা।

২০২৩ সালে ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে শেষবার টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে মাঠে নেমেছিলেন। বড় রান পাননি। তারপর থেকেই পূজারা জাতীয় দলের বাইরে। শেষপর্যন্ত তিনি গতকাল ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন। তারপর থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটমহলে পূজারা বন্দনা চলছে। সঙ্গে ঘুরছে অমোঘ প্রশ্ন, পূজারার কি আরও আগে অবসর নেওয়া উচিত ছিল?

> পূজারা অনেকদিন জাতীয় দলের বাইরে। ও যে আর সুযোগ পাবে না, আগেই বোঝা উচিত ছিল। আমার মনে হয়, পূজারার মতো ক্রিকেটারের মাঠ থেকেই অবসর নেওয়া উচিত ছিল।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

সোমবার রাতের দিকে সিএবি-তে হাজির হয়ে সেই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মহারাজের মতে, আরও আগে মাঠ থেকেই অবসর নেওয়া উচিত ছিল পূজারার। সৌরভের কথায়, 'পূজারা অনেকদিন জাতীয় দলের বাইরে। ও যে আর সুযোগ পাবে না, আগেই বোঝা উচিত ছিল। আমার মনে হয়, পূজারার মতো ক্রিকেটারের মাঠ থেকেই অবসর নেওয়া উচিত ছিল।'

এদিকে, শনিবার দক্ষিণ কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা। যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির থাকবেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাবে থাকা টিম ইন্ডিয়ার জোরে বোলার আকাশ দীপ শনিবার কলকাতায় আসছেন। সেদিন তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা দেবে সিএবি।

সূর্যদের হারাব হুমকি হ্যারিসের

দুবাই, ২৫ অগাস্ট : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। ৯ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাইয়ে শুরু হয়ে যাচ্ছে এশিয়া কাপের আসর। যেখানে মূল আকর্ষণ ১৪ সেপ্টেম্বরের ভারত-পাকিস্তান মহারণ।

কী হবে সেই ম্যাচে? ফের পাকিস্তানকে হারিয়ে দেবে সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়া? এশিয়া কাপের লক্ষ্যে আপাতত দুবাইয়ে শিবির চলছে পাকিস্তানের। সেখানেই আজ টিম ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্যে হুমকি দিয়েছেন পাকিস্তানের জোরে বোলার হ্যারিস রউফ। এশিয়া কাপের আসরে ১৪ সেপ্টেম্বরের পরেও আরও একবার মুখোমুখি হতে পারে ভারত-পাকিস্তান। যদি দুইবার দুই প্রতিবেশীর মহারণ দেখতে পায় ক্রিকেটমহল, তাহলে দুইবারই সূর্যদের হারিয়ে দেবে পাকিস্তান, এমন মন্তব্য করেছেন হ্যারিস। তাঁর কথায়, 'ভারতের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপে দুইবার খেলা হবে। আর সেই দুইবারই ওদের হারিয়ে দেব।'

হ্যারিসের এমন হুমকি পাক সমর্থকদের আগামীর অক্সিজেন দিলেও সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান একেবারেই পাকিস্তানের পক্ষে নেই। ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ, ২০২৩ সালে একদিনের বিশ্বকাপ, ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপ-সব প্রতিযোগিতার আসরেই পাকিস্তানকে হারিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। হ্যারিসের আগাম হুমকির পর এবার কী হয়, সেটাই দেখার।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

প্রিয় ধৃষিত (সুন্টি) : তোমার ১০তম জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা রইল। বড়দের আশীর্বাদ নিও। ইতি - বাবা, মামমাম, দাদান, দাদাই, দোদোনমা, মামাই এবং মণিমা, গোমস্তাপাড়া, জলপাইগুড়ি।

এশিয়া কাপেই হয়তো নয়া স্পনসর সূর্যদের

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : অনলাইন গেমিং বিল ইতিমধ্যেই পাশ হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এমন সিদ্ধান্তের ফলে আচমকা ডামাডোল তৈরি হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরে। সূর্যকুমার যাদব, শুভমান গিলদের জার্সির মূল স্পনসর এমনই এক অনলাইন গেমিং কোম্পানি। কেন্দ্রের নয়া সিদ্ধান্তের পর ভারতীয় দলের জার্সির স্পনসর হিসেবে সংশ্লিষ্ট সংস্থা আর থাকতে পারবে না। এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায়

দৌড়ে টয়োটা, ফিনটেক

প্রশ্ন উঠেছে, ৯ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাইয়ে শুরু হতে চলা এশিয়া কাপের আসরেই কি টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে নয়া স্পনসর দেখা যাবে?

স্পষ্ট জবাব এখনও নেই। কিন্তু তার মধ্যেই বিসিসিআইয়ের অন্দরমহল থেকে যে তথ্য সামনে আসছে, তা চমকপ্রদ। টিম ইন্ডিয়ার জার্সির নয়া স্পনসর হিসেবে টয়োটা, ফিনটেকের মতো কোম্পানি আগ্রহ দেখিয়েছে। সর্বভারতীয় এক ইংরেজি দৈনিকের প্রতিবেদন অনুযায়ী টয়োটা কোম্পানি এগিয়ে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ও চ্যালেঞ্জ হিসেবে আপাতত বোর্ডের কাছে প্রশ্ন, এশিয়া কাপের আগেই কি নয়া কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হয়ে যাবে? রাত পর্যন্ত এমন প্রশ্নের জবাব মেলেনি। তবে সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে।

২০২৩ সাল থেকে টিম ইন্ডিয়ার জার্সির স্পনসর একটি অনলাইন গেমিং কোম্পানি। সেই কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি। তার মধ্যেই সরকারি নির্দেশে এই কোম্পানিকে সরতে হচ্ছে বলে তাদের কোনও ক্ষতিপূরণ বোর্ডকে দিতে হবে না বলে খবর। পাশাপাশি নয়া স্পনসর হিসেবে আরও কয়েকটি কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে বোর্ডের। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া বলেছেন, 'আমাদের সরকারি নির্দেশ মেনেই চলতে হবে। এর ফলে ভারতীয় দলের জার্সির স্পনসর নিশ্চিতভাবেই বদলাতে চলেছে। দেখা যাক কী হয় শেষ পর্যন্ত।'

বিসিসিআই শীর্ষকর্তাদের মতোই স্পনসর নিয়ে অচলাবস্থা কবে, কীভাবে কাটবে, তা নিয়ে জল্পনায় ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরাও।

ইউএস ওপেনে দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার পর নোভাক জকোভিচ। (ইনসেটে) প্রথম রাউন্ডে ফ্রান্সের বেঞ্জামিন বনজির কাছে হেরে র‍্যাকেট ভাঙলেন রাশিয়ার ড্যানিল মেদভেদেভ।

স্ট্রেট সেটে জিতে শুরু সাবালেঙ্কা-নোভাকদের

নিউ ইয়র্ক, ২৫ অগাস্ট : জয় দিয়ে ইউএস ওপেন শুরু করলেন গতবারের মেয়েদের সিঙ্গলসের চ্যাম্পিয়ন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা ও ফাইনালিস্ট জেসিকা পেগুলা। গতবার পুরুষদের সিঙ্গলসের রানার্স টেলর ফ্রিৎজও জিতেছেন। নির্বিঘ্নে দ্বিতীয় রাউন্ডে গিয়েছেন নোভাক জকোভিচও।

তারকাদের প্রত্যাশিত জয়ের মধ্যে অবাক করলেন রাশিয়ান ড্যানিল মেদভেদেভ। ফরাসি ওপেন এবং উইম্বলডনের ধারা বজায় রেখে তিনি ইউএস ওপেন থেকেও বিদায় নিলেন প্রথম রাউন্ডেই। তিনি ৩-৬, ৫-৭, ৭-৬ (৭/৫), ৬-০, ৪-৬ গেমে হারেন ফ্রান্সের বেঞ্জামিন বনজির কাছে। একই প্রতিপক্ষের কাছে উইম্বলডনের প্রথম রাউন্ডেও হার হজম করতে হয়েছিল

আবার প্রথম রাউন্ডে ছিটকে গেলেন মেদভেদেভ

মেদভেদেভকে। মেজাজ হারিয়ে ম্যাচের মাঝেই চেয়ার আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে জড়ান তিনি। হারের পর কোর্টে বসেই নিজের চেয়ারে বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলেন র‍্যাকেট। পরে সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, 'যথেষ্ট জরিমানা হয়েছে আমার। এখানে মুখ খুলে সেটা আর বাড়াতে চাই না। তবে অন্যদের চেয়ে বেশি জরিমানা দিতে হয় আমায়।'

জকোভিচ ৬-১, ৭-৬ (৭/৩), ৬-২ গেমে হারিয়েছেন লিয়ারেন তিয়েনকে। ফ্রিৎজ ৭-৫, ৬-২, ৬-৩ গেমে জয় পেয়েছেন ইমিলিও নাভার বিপক্ষে।

সাবালেঙ্কা ৭-৬, ৬-১ গেমে হারিয়েছেন রেবেকা মাসারোভাকে। পেগুলা স্ট্রেট সেটে ৬-০, ৬-৪ গেমে জয় পেয়েছেন মায়ার শেরিফের বিরুদ্ধে।

এশিয়ান রেকর্ড গড়ে সোনা জয় আদ্রিয়ানের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : দিন দুয়েক আগেও অতিরিক্ত গরমের কারণে নাক দিয়ে রক্তপাত হয়েছে।

কিন্তু পরিবেশের সমস্যা ও শারীরিক সমস্যাকে উপেক্ষা করে এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে জোড়া সোনা জয় অলিম্পিয়ান শুটার জয়দীপ কর্মকারের পুত্র আদ্রিয়ানের। শুধু সোনা জয় বললে ভুল হবে, নতুন এশিয়ান রেকর্ড গড়েই সোনা জিতেছেন এই বাঙালি প্রতিভাবান শুটার।

রবিবার কাজাখস্তানে জুনিয়ার পর্যায়ে ৫০ মিটার থ্রি পজিশনে দলগত ও ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জিতেছেন আদ্রিয়ান। এর মধ্যে ব্যক্তিগত বিভাগে তিনি ৪৬৮.৩ স্কোর করেছেন, যা নতুন এশিয়ান রেকর্ড। উচ্ছ্বসিত আদ্রিয়ান কাজাখস্তান থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেছেন, 'এশিয়ান রেকর্ড গড়তে পেরে আনন্দিত। এটা আমার জীবনের সেরা ফাইনাল। বাছাই পর্বের দুইদিন আগে নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল। যদিও এখানে এই সমস্যার মুখোমুখি

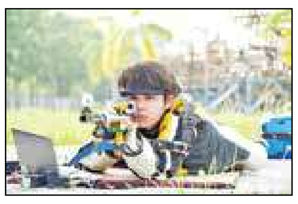

তাসখন্দে এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে নজর কেড়েছেন আদ্রিয়ান কর্মকার।

সবাইকে হতে হয়েছে। বাছাই পর্ব আউটডোরে হয়েছিল। প্রবল হাওয়ার কারণে ভালো ফল হয়নি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'বাছাই পর্বের পর বাবা আমাকে বলেছিল, ফাইনাল ইন্ডোরে হবে। ওখানে হাওয়ার সমস্যা থাকবে না। শুধু যেন বেসিক জিনিসগুলোর ওপরে ফোকাস করি।' আপাতত ২৮ অগাস্ট পরবর্তী ইভেন্টে নামবেন আদ্রিয়ান। সেদিকেই মনঃসংযোগ করছেন তিনি।

এদিকে, সোমবার এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ২৫ মিটার এয়ার পিস্তলে চতুর্থ হয়েছেন জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী মনু ভাকের। আরেক ভারতীয় শুটার এষা সিং ১৮ পয়েন্ট ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেছেন।

অভিষেকেই জয় ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের

ফোনম পেন, ২৫ অগাস্ট : জয় দিয়েই মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় অভিষেক হল ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দলের। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাথমিক পর্বের ম্যাচে কম্বোডিয়ার পেন ক্রাউনকে ১-০ গোলে হারিয়েছে অ্যান্টোনি অ্যান্ড্রুজের মেয়েরা। জয়সূচক গোলটি করেন উগান্ডান তারকা ফাজিলা ইকাওয়াপুট।

শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল ইস্টবেঙ্গল। তবে প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে গোলের জন্য আরও মরিয়া হয়ে ওঠে লাল-হলুদ। ৭০ মিনিটে রেস্টি নানজিরির পাস থেকে গোল করে যান ফাজিলা। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে এই উগান্ডান তারকাকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন পেন ক্রাউন গোলরক্ষক চে ফারিয়া। প্রথম ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাস বাড়ল ইস্টবেঙ্গলের। তাদের পরবর্তী ম্যাচ ৩১ অগাস্ট হংকংয়ের কিচি এফসি-র বিরুদ্ধে।

এই প্রতিযোগিতার ইস্টবেঙ্গল দলে রয়েছেন আলিপুরদুয়ারের জীবনদ্বীপ ফুটবল অ্যাকাডেমির দীপিকা ওরাওঁ।

যুবির আগে কেন মাহি, রহস্য ফাঁস

মুম্বই, ২৫ অগাস্ট : 'আপনি সত্যিই কি মাস্টার ব্লাস্টার? নাকি অন্য কেউ? ভেরিফিকেশনের জন্য আপনার ভয়েস নোট পাঠান দয়া করে।' ভক্তের জিজ্ঞাসা। জবাবে

ভারতীয় ক্রিকেটের ভগবান শচীন তেন্ডুলকারের মজাদার উত্তর, 'এবার কি আধার কার্ডও পাঠিয়ে দেব?'

সমাজমাধ্যমে 'আস্ক মি এনিথিং' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে শচীন মুখোমুখি হয়েছিলেন ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের। আর প্রশ্নোত্তরের মাঝেই মাস্টার ব্লাস্টারের 'পরিচয়' নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন এক ভক্ত। ভয়েস নোটও পাঠাতে বলেন। যা নিয়ে শচীনের মজাদার উত্তর রীতিমতো ভাইরাল।

ভক্তদের সঙ্গে শচীনের অভিনব যোগসূত্রের সুবাদে উঠে আসে ভারতীয় ক্রিকেটের অতীত-বর্তমানের নানা বিষয়। একজন প্রশ্ন করেন, ২০১১ বিশ্বকাপ ফাইনালে যুবরাজ সিংয়ের আগে কেন মহেন্দ্র সিং ধোনিকে নামানো হয়েছিল? শচীন জানান, দুইটি কারণে এই পদক্ষেপ। এক, ডান-বাঁ ব্যাটিং

এবার কি আধার কার্ড পাঠাব! ভক্তকে শচীন

কম্বিনেশন। দ্বিতীয় কারণ মুরলীধরন। মুরলী চেন্নাই সুপার কিংসে তিন বছর (২০০৮-২০১০) খেলেছে ধোনির নেতৃত্বে। ফলে নেটে মুরলীকে খেলার অভিজ্ঞতা ছিল ধোনির।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার পর ব্যাটন কাদের হাতে? প্রশ্নের জবাবে শুভমান ব্রিগেডের ওপর আস্থা রাখলেন শচীন। বলেছেন, 'আমাদের অবসরের পর বিরাট, রোহিত দায়িত্ব সামলেছে। দেশকে বারবার গর্বিত করেছে। বর্তমানে ভারতীয় দল নিরাপদ হাতে। গত ইংল্যান্ড সফরে ওরা দারুণ খেলেছে। বিরাট-রোহিতের পরম্পরা বয়ে নিয়ে যাওয়ার দৌড়েও অনেকে আছে।'

মর্মান্তিক মৃত্যু উঠতি ক্রিকেটারের

পুঞ্চ, ২৫ অগাস্ট : পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন জম্মু ও কাশ্মীরের উঠতি ক্রিকেটার ফরিদ হুসেন। ঘটনাটি ঘটে ২০ অগাস্ট। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, পুঞ্চ জেলার ফরিদ নিজের স্কুটি নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে ধাক্কা মারেন। আসলে গাড়ির দরজা হঠাৎই খুলে যাওয়ায় ফরিদ নিজের গাড়ির গতি কমাতে পারেননি, দিক পরিবর্তনেরও সময় পাননি। গাড়ির দরজার সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর মাটিতে পড়ে যান ফরিদ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অনুপস্থিত জেমি

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : সোমবার থেকে ফের অনুশীলন শুরু করল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। শারীরিক অসুস্থতায় এদিন অনুশীলনে ছিলেন না অজি তারকা জেমি ম্যাকলারেন। চোট সারিয়ে দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন করেছেন শুভাশিস বসু ও কিয়ান নাসিরি। দ্রুত চোট সারিয়ে মনবীর সিং ও অনিরুদ্ধ থাপা অনুশীলনে যোগ দেবেন। নতুন যোগ দেওয়া মেহতাব সিংয়ের ফিটনেসের দিকে বাড়তি নজর ছিল কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার।

পাসিং ফুটবলই হাতিয়ার বিনোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : প্রায় দুই সপ্তাহ পর কলকাতা লিগে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ জর্জ টেলিগ্রাফ।

লিগের শেষ ম্যাচে রেলওয়ে এফসি-কে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল বিনো জর্জের ছেলেরা। এই মুহূর্তে লিগ তালিকায় ৯ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তবে এখনই সুপার সিক্স নিয়ে ভাবছে না তারা। কোচ বিনো জর্জ বলেছেন, 'একটা লম্বা বিরতির পর খেলতে নামছে। তবে ছেলেরা প্র্যাকটিসের মধ্যে ছিল। সুপার সিক্স নিয়ে কোনও চিন্তা করছি না। আপাতত শেষ দুইটি ম্যাচ জেতাই লক্ষ্য আমাদের।'

প্রতিপক্ষ জর্জ টেলিগ্রাফ লিগ টেবিলে দশম স্থানে থাকলেও তাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন বিনো। সায়ন্তন দাস রায়ের দলের বিরুদ্ধে পাসিং ফুটবলই হাতিয়ার হতে চলেছে তাঁদের। সোমবার অনুশীলনে পাসিং ফুটবলেই বেশি জোর দিতে দেখা গেল

সামনে আজ জর্জ টেলিগ্রাফ

ইস্টবেঙ্গলকে। কোচ বিনোর স্পষ্ট নির্দেশ, ম্যাচে ভুল পাস করা যাবে না।

এই ম্যাচেও ডেভিড লালহালানসাঙ্গা, সৌভিক চক্রবর্তী, পিভি বিষ্ণুর মতো সিনিয়াররাই ভরসা ইস্টবেঙ্গলের। চোটের জন্য এই ম্যাচে জেসিন টিকে, নসিব রহমানকে পাবে না লাল-হলুদ শিবির। তবে আশার কথা, চোট সারিয়ে ফিট হয়ে উঠেছেন মনোতোষ মাঝি।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস শর্বরী, চিকিথার

উইনিপেগ (কানাডা), ২৫ অগাস্ট : মেয়েদের বিশ্ব যুব তিরন্দাজি চ্যাম্পিয়নশিপে নতুন নজির ভারতের। কানাডার উইনিপেগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়লেন চিকিথা তানিপার্থি ও শর্বরী শেনরে। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-২১ বিভাগে কম্পাউন্ডে সোনা জেতেন ২০ বছরের চিকিথা। ফাইনালে তিনি ১৪২-১৩৬ পয়েন্টে কোরিয়া রিপাবলিকের পার্ক ইয়েরিনকে। অনূর্ধ্ব-২১ বিভাগে চিকিথাই প্রথম ভারতীয় যিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেন। সেমিফাইনালে চিকিথা ১৪২-১৩৩ পয়েন্টে স্পেনের পাওলা দিয়াজ মোরিল্লাসের বিরুদ্ধে জয় পান।

একই টুর্নামেন্টে রিকার্ভের সিঙ্গলসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেন ১৬ বছরের শর্বরী। তিনি ফাইনালে শুটঅফে ১০-৯ পয়েন্টে তৃতীয় বাছাই কোরিয়ার কিম ইয়োনকে হারিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে ফাইনাল ৫-৫ পয়েন্টে শেষ হয়। দীপিকা কুমারী ও কমলিকা বারির পর তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে বিশ্বসেরা হলেন শর্বরী। এর আগে তিনি রিকার্ভের দলগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন।

এআইএফএফ-এফএসডিএলের আলোচনা ইতিবাচক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : সুখবর ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের জন্য। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্টের সোমবারের যৌথ সভা অনেকটাই ইতিবাচক বার্তা বয়ে নিয়ে এল।

গত সোমবার অ্যামিকাস কিউরির আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি পিএস নরসিমহা ও জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, এই দুই পক্ষকে একসঙ্গে মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট নিয়ে আলোচনায় বসে সমাধান সূত্র খুঁজে বার করতে হবে। যাতে দেশের সর্বোচ্চ লিগ দ্রুত শুরু করা সম্ভব হয়। ২৮ অগাস্ট আলোচনার ফল জানানোর নির্দেশও দেওয়া হয়। আদালতের এই নির্দেশ মেনে এদিন বেঙ্গালুরুতে ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে, সহমহাসচিব এম সত্যনারায়ণন ও সহ সভাপতি এনএ হ্যারিস ও এফএসডিএলের শীর্ষ কর্তারা আলোচনায় বসেন। পরে ফেডারেশনের তরফে একটি প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়, 'মহামান্য আদালতের নির্দেশমতো এআইএফএফ এবং এফএসডিএল ২০২৪-'২৫ ফুটবল মরশুম শুরু করার জন্য সোমবার আলোচনায় বসে। দুই পক্ষই ইতিবাচক ও গঠনমূলক আলোচনার মনোভাব দেখায় এবং ভারতবর্ষের ফুটবলের অগ্রগতির জন্য ঐকমত্যে পৌঁছানোর সদিচ্ছা পোষণ করে। ২৮ অগাস্ট সুপ্রিম কোর্টে যৌথ প্রস্তাবনা পেশ করা হবে।' কল্যাণ চৌবেকে ফোনে ধরা হলে আদালতের বিচারাধীন বিষয়ে ফেডারেশন সভাপতি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। সূত্রের খবর, আপাতত আইএসএল শুরু করার বিষয়ে দুই পক্ষই একমত হয়েছে। সেক্ষেত্রে বর্তমান এমআরএ, যা ৮ ডিসেম্বর শেষ হয়ে যাচ্ছে তা মরশুমের শেষপর্যন্ত নবীকরণ করা হবে। পাশাপাশি চলবে নতুন এমআরএ-র কাজও। যাতে ফুটবল থমকে না যায় সেই ব্যাপারে দুই পক্ষের আপাতত এই ঐকমত্যে পৌঁছানো ভারতীয় ফুটবলের জন্য সুখবর বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে আদালতে নিজেদের বক্তব্য পেশ করার আগে বুধবার ফের একবার আলোচনায় বসতে পারে দুই পক্ষ।

এদিকে, আই লিগের ক্লাবগুলিও এবার আইএসএলে ওঠানামা চেয়ে চিঠি দিল অ্যামিকাস কিউরিকে। আই লিগের ১০ ক্লাব চিঠি দিয়ে আবেদন করেছে সুপ্রিম কোর্ট যেন এফএসডিএলকে নির্দেশ দেয় আইএসএলে প্রমোশন-রেলিগেশন শুরু করার। যদিও ইতিমধ্যেই প্রমোশন চালু হয়ে গিয়েছে আইএসএলে। যা খবর তাতে অন্তত ১৬ দল না হওয়া পর্যন্ত অবনমনের সম্ভাবনা প্রায় নেই। তবে আই লিগ ক্লাবগুলির অ্যামিকাস কিউরিকে এই চিঠি দেওয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কলকাতায় এলেন ব্রাইট-সানডে

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : সোমবার বিকালে কলকাতায় পা রাখলেন ডায়মন্ড হারবার এফসি-র বাকি দুই বিদেশি তারকা ব্রাইট এনোবাখারে ও সানডে আফলোবি। এই দুই নাইজিরিয়ানের সঙ্গে অনেকদিন আগে চুক্তি হলেও ভিসা সমস্যায় ভারতে আসতে পারেননি তাঁরা। কলকাতায় ফিরতে পেরে উচ্ছ্বসিত ব্রাইট। তিনি বলেছেন, 'কলকাতায় ফেরার ইচ্ছে ছিল। ডায়মন্ড হারবার সেই সুযোগটা করে দিয়েছে। দলকে আই লিগ জেতানোই লক্ষ্য।' এদিকে, মঙ্গলবার কলকাতা লিগে খেলতে নামছে ডায়মন্ড হারবার। প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব।

'তোমার চোখ দিয়ে ক্রিকেট বুঝেছি'
-খবর এগারোর পাতায়

প্রথম সায়ন, দেবেন

আলিপুরদুয়ার, ২৫ অগাস্ট : মাস ওয়ামে ডুয়ার্স কাপ জাতীয় আমন্ত্রণমূলক ফুল কনট্যাক্ট ক্যারাটেতে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১২ বিভাগে ফাইটে প্রথম হয়েছে সায়ন সাহা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে সঞ্জয় দাস এবং সোহম মোদক। অনূর্ধ্ব-৬ বিভাগে প্রথম আয়ুষ সূত্রধর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে অর্ণব মণ্ডল এবং সৃষ্টি দত্ত। ওপেন গ্রুপ ফাইট বিভাগে প্রথম দেবেন সিং। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে সাগর দাস এবং তৃতীয় ঈশান মারান্ডি। প্রতিযোগিতায় ২৩টি বিভাগে ৩১০ জন অংশ নিয়েছিল।

উত্তরের খেলা

গুয়াহাটিতে পদক নিয়ে জাতীয় ক্যারাটেতে সফলরা।

কৃষ্টি-দীপময়ের সোনা জয়

আলিপুরদুয়ার, ২৫ অগাস্ট : আইএএসজিএফ জাতীয় ক্যারাটে শেষ হল অসমের গুয়াহাটিতে। সেখানে সাব-জুনিয়ার কুমিতে বিভাগে কৃষ্টি পাল সোনা জিতেছে। জুনিয়ার কাতা ও কুমিতে বিভাগে সোনা জিতেছে আরাধ্যা ঘোষ। শালিনী দাস কাতায় সোনা ও কুমিতে বিভাগে রুপো পেয়েছে। সিনিয়ার বিভাগে বিতৃষা ঘোষ কুমিতে বিভাগে সোনা এবং কাতায় রুপো জিতেছে। দীপময় ঘোষের সোনা রয়েছে কাতা ও কুমিতে বিভাগে।

ফাইনালে সাঁওতালপুর

শামুকতলা, ২৫ অগাস্ট : সলসলাবাড়ি মডেল হাইস্কুল প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসব উদযাপন কমিটির আন্তঃ বিদ্যালয় ফুটবলে ফাইনালে উঠল সাঁওতালপুর মিশন হাইস্কুল। সেমিফাইনালে তারা ৫-১ গোলে জিতেছে সলসলাবাড়ি মডেল হাইস্কুলের বিরুদ্ধে। ম্যাচের সেরা প্রীতম রায় জোড়া গোল করে। তাদের বাকি গোলগুলি মোসে হেমব্রম, অলিস্টার বসুমাতা ও অভিজিৎ মুর্মুর। সলসলাবাড়ির গোলটি অভিজিৎ বর্মনের।

গভর্নিং বডিতে সঞ্চয়

আলিপুরদুয়ার, ২৫ অগাস্ট : ইন্ডিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের (আইএফএ) ১৩২তম সাধারণ সভা সোমবার কলকাতার একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হল। ঘোষিত হল আইএফএ-র গভর্নিং বডি। আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্চয় ঘোষ পুনরায় গভর্নিং বডির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

হ্যান্ডবলে সেরা কামাখ্যাগুড়ি

কামাখ্যাগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ন হল কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুল। ফাইনালে তারা ১৭-১০ গোলে হারিয়েছে ভুটানিরঘাট হাইস্কুলকে। ৮টি গোল করে ফাইনালের সেরা হয়েছেন কামাখ্যাগুড়ির রাহুল দাস। আগামী মাসে রাজ্যস্তরে আলিপুরদুয়ারের হয়ে নামবে কামাখ্যাগুড়ি।

ট্রফি নিয়ে কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুল। ছবি : পিকাই দেবনাথ

জয়ী গ্লোবাল

মাদারিহাট, ২৫ অগাস্ট : হান্টাপাড়া মচু খেস মেমোরিয়াল স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় প্রেম ওরাওঁ ট্রফি ফুটবলের উদ্বোধনী ম্যাচে সোমবার মেঘালয় উইনিং ব্রাদার্সকে ৬-০ গোলে চূর্ণ করল অসমের গ্লোবাল এফসি। জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হন অসমের জোয়ামলা ব্রহ্ম। তাদের বাকিগোলস্কোরার বীরদাও ব্রহ্ম, বায়োপ রাভা, হকরাও ব্রহ্ম ও বিগানীয় রাভা।

ম্যাচের সেরা জোয়ামলা ব্রহ্ম। ছবি : নীহাররঞ্জন ঘোষ

রাজ্য ক্যারাটেতে আলিপুরদুয়ারের ৩৪

আলিপুরদুয়ার, ২৫ অগাস্ট : রাজ্য স্কুল গেমস ক্যারাটে কলকাতার সল্টলেকে শুরু হবে মঙ্গলবার। চলবে ২৯ অগাস্ট পর্যন্ত। সেখানে অংশ নিতে আলিপুরদুয়ার জেলার ৩৪ প্রতিযোগী সোমবার রওনা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা অজয় অধিকারী - কে 29.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 55B 90386 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এখন আমার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে যে এতদিন ধরে আমার দেখা সমস্ত স্বপ্ন আমি পূরণ করতে সক্ষম হবো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আমি গর্বিত যে আমি আমার পরিবারকে সর্বোত্তম জীবন উপহার দিতে পারবো। আমাকে কোটিপতি বানানোর জন্য আমি আমার মনের মণিকোঠা থেকে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

B-TEX SINCE 1942

বি-টেক্স লোশন

একজিমা, চুলকানি এবং দাদের হাত থেকে বি-টেক্স লোশন মুক্তি দেয়।

Now available on Flipkart | HEALTHMUG | JioMart | 1mg | shopbtex.com